শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

গোলেবকাওলি।

অর্থাৎ।

পারস্য বকাওলি গ্রন্থ হইতে

বঙ্গভাষায় পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র

দ্বারা অনুবাদিত।

কলিকাতা

লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

শকাব্দাঃ ১৭৮০

চিৎপুররোড নম্বর ২৬৫

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায়নমঃ

গোলেবকাঅলি।

অথ গ্রন্থ সূচনা।

ভারত বর্ষের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নগর। শর্ক্কস্তান নাম তার
খ্যাত চরাচর॥ তাহে নরপতি অতি সুমতি প্রধান। যৈনল
মলুক নাম বিখ্যাত আখ্যান॥ অতুল ঐশ্বর্য্য যুত সৈন্য
সংখ্যান্বিত। অন্যান্য নৃপগণে সদা সশঙ্কিত॥ সুবিচারে
প্রজাবর্গ সর্ব্বদা হর্ষিত; চোর দস্যু ঠক আদি রাজ্যেতে
বর্জ্জিত॥ দরিদ্র দুঃখিত জন করিতে পালন। স্থানেই সদাব্রত
আগারে স্থাপন॥ প্রজার পীড়ার শান্তি হেতু কত শত।
চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত বৈদ্য নানামত॥ ইদানী হকিম আর
ইংরেজ ডাক্তর। নিদানে পণ্ডিত বঙ্গ ভেষজ বিস্তর॥ বালক
বালিকাদির বিদ্যার কারণ। নানা শাস্ত্রাধ্যায়ালয় করে [illegible]
সংস্কৃত পারসী আর ফরাসি ইংরাজী। আরবি [illegible]
[illegible] ওলোন্দাজি॥ এই মত স্থানেং ছাত্রগণ যত। নানা
বিদ্যাভ্যাস করে স্ব স্ব ইচ্ছামত॥ প্রজাবর্গ উপার্জ্জন [illegible]
রাখিয়া। বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে ধনার্থী হইয়া॥ নগরে [illegible]

সব্বা প্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বদা কর্দ্দম ধূলি তাহাতে রহিত॥ যামিনী যোগেতে জলে আলো নানা স্থানে। প্রহরে২ বাজে নওবত বিধানে॥ নৃপতির প্রিয়তমা ভার্য্যা দুইজনা। সুরূপা সুভবা শান্তা স্মর-বিমোহনা॥ জ্যেষ্ঠা পক্ষে পুত্র চতুষ্টয় গুণাকর। ভূপতির প্রিয় সবে সুঠাম সুন্দর॥ কনিষ্ঠা গর্ব্বিণী হৈল কিয়ৎ কালান্তরে। শুনি নরবর অতি হরিষ অন্তরে॥ সভায় আসিয়া ভূপ গণকে ডাকিয়া। কহে কহ কি সন্তান জন্মিবে গণিয়া॥ দিব্য গুণ কিবা রূপ হইবে তা- হার। লগ্নে গ্রহ কোন স্থানে করহ বিচার॥ কেবা দিষ্টি কার দৃষ্টি কি রাশি হইবে। গণনা করিয়া কল্য নিশ্চিত কহিবে॥ নৃপাজ্ঞায় বুধগণ হইয়া বিদায়। পঞ্জিকাদি লয়ে সবে বৈসে গণনায়॥ গ্রহগণ ভাবাভাব ভাবি নিরন্তর। জন্ম পত্রিকা লিপি করিল তৎপর॥ পরদিন প্রভাতেতে যত বুধগণ। ভূপতির নিকটেতে করিয়া গমন॥ কহে নিবেদন করি শুন মহাশয়। কনিষ্ঠা রাণীর এক হইবে তনয়॥ অপূর্ব্ব হইবে রূপ অতি মনোহর। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর হবে নৃপবর॥ সুজন সগুণ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লইবে পরীর রাজ্য না হবে খণ্ডিত॥ কোন গ্রহ রুষ্ট নহে সন্তুষ্ট নির্ব্বাস। তাহার প্রমাণ জন্ম পত্রিকা প্রকাশ॥ কিন্তু এক অমঙ্গল আছয়ে লিখন। আপনি হবেন অন্ধ হেরিলে নন্দন॥ শুনিয়া ভূপতি হৈল ভরিয়ে বিষাদ। পুত্র হয়ে একি দোষ হইবে প্রমাদ॥ পরে পাত্রমিত্র ডাকি কহেন নরেশ। কি করি উপায় তাহে বলহ বিশেষ॥ সে পাত্র সুপাত্র কহে এই সে বিধান। স্বত- ন্ত্রা পুরী এক করাও নির্ম্মাণ॥ রাণী রাজপুত্র তাহে করি- বেন বাস। মহারাজ না হেরেন এই অভিলাষ॥ মন্ত্রণায় মহী- পতি সম্মতি হইল। রাজধানী ব্যবধানে পুরী নির্ম্মাইল॥ দশমাস অন্তে রাণী নির্দ্ধারিত কালে। প্রসবিল সুকুমার রাজদণ্ড ভালে॥ দিনা অপরূপ রূপ ভুবনমোহন। কিবা-

শর্য্য একাননে কিসে জানিল। অঙ্গ বর্ণ বর্ণিবারে নাহি পাই বর্ণ। যে বর্ণে বিবর্ণ হয় সুবর্ণে সুবর্ণ॥ খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জন। ধনুর্দ্ধারীর গর্ব্ব ভুরুদ্বে ভঞ্জন॥ তরুণ অরুণ জিনি পদতল। কোমল কমল দল জিনিয়া কোমল॥ কুমারের রূপ হেরি সবে চমৎকার। মিত্র কহে ভূপতিরে যেহ সমাচার॥

পুত্রদর্শনে ভূপতির অন্ধ হওয়া।

পয়ার। সুপুত্র জন্মিল শুনি সানন্দিত মন। ভূপতি ভাণ্ডার ভাঙ্গি বিলায় রতন॥ বিশিষ্ট ভিক্ষু আদি সব দিবেন দিয়া ব্যক্তি বুঝে বিতরণ স্বরাজ্য ব্যাপিয়া॥ পুত্রের শুনিয়া রূপ অতি অপরূপ। তাজল মলুক নাম রাখিলেন ভূপ॥ নিত্য শুক্ল দ্বিতীয়ার চন্দ্রের সমান। নৃপতিনন্দন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি পান॥ পাঞ্চ বর্ষ পরিমিত হইলে বয়েস। বিদ্যা শিক্ষা দিতে চেষ্টা হইল বিশেষ॥ পারসী মুনশি বঙ্গ পণ্ডিত অনেক। ইংরাজ টীচর আদি শিক্ষক অনেক॥ গায়ক বাদক চিত্র কর কত জন। রাজপুত্রে শিক্ষা দিতে হৈল নিয়োজন॥ নৃপসুত গুণযুত শ্রুতিধর অতি। বিদ্যা উপার্জ্জনে সদা আনন্দিত মতি॥ যাহা শুনে তাহা শিক্ষে বুদ্ধে বিচক্ষণ। শিক্ষকে সন্তুষ্ট হয়ে করায় অধ্যয়ন॥ এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষেতে কুমার সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল প্রচার॥ বন্ধুবর্গ সহ সদা হাস্য পরিহাসে। গান বাদ্য ক্রীড়া করে মন অভিলাষে॥ কখন বেড়ায় অশ্ব আরোহণ করি। নদীতে বেড়ায় কভু ভাসাইয়া তরী॥ বিশেষতঃ সিকারেতে সাহস বিস্তর। সসজ্জা হইয়া ফিরে কানন ভিতর॥ দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন। এক দিন অকস্মাৎ হইল ঘটন॥ মৃগয়া করিতে রাজা বাঞ্ছা

করি মনে। পাত্র মিত্র আদি লয়ে চলিল কাননে ॥ হয় গজ পদাতিক অসংখ্য সঙ্গেতে। অশ্বারূঢ় সেনা সব চলিল রঙ্গেতে ॥ রাজধানী ছাড়াইয়া যায় কত দূর। নানা স্থানে নানা শোভা হেরিল প্রচুর ॥ দৈবাৎ দেখিল রাজা বিদ্যুতের প্রায়। অশ্বারোহী নব ভব্য কয় জন যায় ॥ পুনরপি চতুর্দ্দিগ করে নিরীক্ষণ। অন্ধকার ভিন্ন অন্য না হয় দর্শন ॥ সে ভাবে চিন্তিত চিত্ত হয়ে মহীপাল। পাত্রে জিজ্ঞাসিল কিবা ঘটিল জঞ্জাল ॥ শরীরের সার বস্তু নয়ন রতন। সে ধন বিহীন হৈল কিসের কারণ ॥ যোড় করে কহে মন্ত্রী ত্যজি দীর্ঘশ্বাস। স্বীয় সুতে হেরি চক্ষু হয়েছে বিনাশ ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইতে সাধ্য কার। পূর্ব্ব সাবধনে নাহি হৈল উপকার ॥ শুনিয়া ক্রোধিত রাজা হইয়া অস্থির। কহিল কুমারে কর নগর বাহির ॥ নিকেতনে আসি পরে ভাবিত অন্তর। কি যোগে এমন রোগে করিবে অন্তর ॥ বৈদ্য সবে ডাকি তবে কহেন বিশেষ। কি ঔষধি দ্বারা অক্ষি হইবে বিশেষ ॥ হকিম ডাক্তর আদি হয়ে একত্তর। নানা গ্রন্থ মতে তর্ক করিয়া বিস্তর ॥ শেষে উক্তি মতে যুক্তি করিলেন সার। বকাওলী পুষ্পেতে হইবে প্রতিকার ॥ স্থানে স্থানে পুষ্প অন্বেষণে লোক যায়। নানা গ্রামে ভ্রমি শ্রমে সন্ধান না পায় ॥ নরপতি রাত্রি দিন পুষ্পের কারণ। রাজ্য কার্য্য অবধারে নাহি দেয় মন ॥ দিবা নিশি ভাবে বসি হইয়া উদাস। কবে পুষ্প পাব বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ প্রথমা প্রেয়সী পক্ষে পুত্র চতুষ্টয়। রাজার ঔদাস্যে হয়ে দুঃখিত হৃদয় ॥ সভান্তরে নিবেদিল নৃপতি চরণে। আমরা সকলে যাব পুষ্প অন্বেষণে ॥ প্রতিজ্ঞা করিল তবে করিয়া মন্ত্রণা। আরোগ্য করিয়া ভূপে ঘুচাব যন্ত্রণা ॥ যেই দেশে পাব সেই পুষ্পের সন্ধান। উনার চরণ চিন্তি করিল পয়ান ॥

অথ রাজপুত্রগণের বকাওলি পুষ্পান্বেষণার্থে গমন ।

দীর্ঘত্রিপদী। ভূপতির অনুমতি, লয়ে আনন্দিত মতি, পুত্রগণ আসিয়া সভায়। ডাকিয়ত বন্ধু জনে, আর সেনাধ্যক্ষ গণে, সবিশেষ সবারে জানায়॥ যাব পুষ্প অন্বেষণ, কর তার আহরণ, বিলম্বে নাহিক আর ফল। যে আজ্ঞা বলিয়া সায়, দিয়া সেনাপতি ধায়, আহরণ করিতে সকল॥ আনিল জা-হাজ চারি, আর তার সহচারী, পিনাশ বজরা শত শত। বোট পান্সি অগণন, নানা রঙ্গে সুশোভন, শুলুপ ভাউলে কত মত॥ হয়ে অতি তৎপর, আনিলেক তার পর, বেগে গতি পবন দোসর। মাস্তুর উপরে তার, শ্বেত পীত নীল আর, রক্ত বর্ণ পতাকা সুন্দর॥ নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য, লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য, করিলেক পূর্ণ কত তরী। দাঁড়ি মাঝি বীর নাদ, দাঁড়েতে বান্ধিল বাঁজ, পতাকা তুলিল শোভা করি॥ কেহবা সারিন্দা লয়ে, গান করে মত্ত হয়ে, কেহবা বাজায় বসে বাঁশি। কেহ করে আল্লা আল্লা, তোবা তোবা তাল্লা তাল্লা, কেহ তুষ্ট তাল দিয়া কাঁশি॥ কেহবা নমাজ পড়ে, পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে, কেহ ডাকে লেয়ামত বাই। কি কাম করিছ বয়্যা, হাসন মামুরে লয়্যা, আহো মোরা বেড়াবার যাই॥ এই রূপে দাঁড়ি মাঝি, কেহ তার মধ্যে কাজি, পরস্পর করে গণ্ডগোল। দামামা নগড়া ঢাক, বাজিতেছে মহাজাঁক, সৈন্য সবে সদা করে রোল॥ উষ্ট্র আদি গজ বাজী, টাঙ্গন তুরকী তাজি, মণিপুরে টাটু বহু-তর। নানা বর্ণে সুশোভন, সিবিকাদি গাড়িগণ, ডুলি লয়ে জাহাজ ভিতর॥ শুভক্ষণে চারি জন, করি তরী আরোহণ, ছাড়াইয়া চলে স্বীয় দেশ। মিত্র কহে তোমাদের, অদৃষ্টের বক্র ফের, সব টের পাইবা হে শেষ॥

[illegible]লমলুকের ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে গমন
এবং ফের[illegible] মাঝে পঞ্চ[illegible]
ভ্রাতৃগণের [illegible] সহিত
[illegible]কীর্ত্তন।

রাগিণী ইমন্। তাল জিওট।

কেন চিন্তা কর মন অকারণ। পাইবে তাহারে
যথা করিবে গমন॥ না পাইয়া তার তত্ত্ব,
মিছে ভাব হয়ে মত্ত, সে যে ছাড়া স্বর্গ মর্ত্ত্য,
নহে কদাচন। যেখানে সেখানে যাবে, তার
সঙ্গে সঙ্গি পাবে, কেন সংসারে ভাবে, হতেছ
মগন। অতএব বলি সার, ত্যজি সংসারের
সার, সেই সর্ব্ব সারাৎসার, কর রে স্মরণ॥

পয়ার। তাজলমলুক পরে নৃপ আজ্ঞা মানি। পুরে
বাহির হৈল মনে ধিক মানি॥ অভিমানে অশ্রুধারা বহে
অনুক্ষণ। কাননে কাননে সদা করয়ে ভ্রমণ॥ শিরে করে
করাঘাত অধীর শরীর। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে করিলেক
স্থির॥ মিছা চিন্তা চিন্তে চিন্তে চিৎ হারাইব। অপমানে
বনে বনে কেমনে ভ্রমিব॥ পুষ্প অন্বেষণে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে
যাই। যদ্যপি মনসি সিদ্ধ হইবেক তাই॥ ত্বরান্বিত হয়ে
তবে কত দূরে গিয়া। দেখে ভ্রাতৃগণ আছে তরী লাগা-
ইয়া॥ সৈয়দ নামেতে এক মাঝির নিকটে। [illegible]
কহে রক্ষা করহ সঙ্কটে॥ নিজ বিপরীত বুদ্ধি [illegible]
ক্রমে। দেশে দেশে ত্যজি দেশে দেশে [illegible]
করি লহ যদি হই চরিতার্থ। তুমি [illegible]
হে যথার্থ॥ রাজপুত্রে দেখে মাঝি হইয়া মোহিত। আগা[illegible]

...অতি মনোহর। বেলোয়ারি ঝাড় কত জ্বলিছে ...র।। ডবল ব্রাকেট ওয়ালশেজ জ্বলে কত। বর্ত্তিকিরি ঝাড় ...র আর্শি শত শত।। স্থানে স্থানে আছে ক্লাক চলে নিশি ...। ঘন্টায় ঘন্টায় তাহা বাজয়ে আসিয়া।। চতুরা আয়ারা ...বে রাখিয়া সম্মান। আসুন আসুন বলি করিল আহ্বান।। ...ইল যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে। পরিচয় জানি ধনী আ- হ্লাদিত মনে।। পরে খাদ্য দ্রব্য আনি বিবিধ প্রকার। ...জপুত্রগণে সুখে করায় আহার।। পরে সখীগণে সব ...ন্ত্র মিলাইল। নানা রাগ রঙ্গে গান বাদ্য আরম্ভিল।। কেহ সুমধুর স্বরে মারিতেছে তান। হা হা হা করিয়া কেহ তাহে দেয় সায়।। বেহালা শারঙ্গ বাজে সুরব তবল। মৃদ- ঙ্গের চাটি তাহে বড়ই প্রবল।। এই সুখে গত দুই প্রহর যামিনী। রাজপুত্রগণে পরে কহিছে কামিনী।। ছক পাশা আনি যদি অনুমতি হয়। ক্রীড়াচ্ছলে হয় তবে জয় পরা- জয়।। বাজি প্রতি লক্ষ মুদ্রা স্থির করি পণ। খেলিতে বসিল ক্রমে রাজপুত্রগণ।। মিত্র কহে ত্যজ ক্রীড়া নৈলে ...বে সারা। ফন্দি করি বন্দি করে রাখিবে আয়ারা।

অথ রাজপুত্রগণ খেলায় হারিয়া আয়ারার কারারুদ্ধ হওয়া।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

মিছা খেলা ফাঁদেরে মন করো না পদ অর্পণ।
সুখ আশে খেলি শেষে হারাবে সঞ্চিত ধন।।
তবে আসি স্বীয় কার্য্য, বল কি করিলে কার্য্য,
বড় দেখ ধনরাজ্য, হবে অকারণ।।

মনুষ্য নহে বুঝিল নিশ্চিত ॥ সম্ভাষণ পুরঃসর বিনয়ে
কয়। আমার সঙ্গেতে তবে চল মহাশয় ॥ দেহ মধ্যে য
বধি থাকিবে জীবন। প্রাণপণে যোগাইব যাহা লয় মন
এই রূপে ছদ্মবেশে হইয়া গোপন। ভ্রাতৃগণ সঙ্গে চ
ভূপতিনন্দন ॥ কত দেশ ছাড়াইয়া কিছু দিন পরে। উ
রিল সবে আসি ফেদৌস নগরে ॥ দিবা অবসানে চা
নৃপতি তনয়। বেশ করি অশ্বোপরি আরোহণ হয় ॥ শ
রের স্থানে স্থানে ফিরিয়া বেড়ায়। সুনির্ম্মিত বাড়ী এ
দেখিবারে পায় ॥ মনে ভাবে হবে বুঝি রাজার ভবন
ইতিমধ্যে হেরিল পথিক এক জন ॥ জিজ্ঞাসিল এ ভব
সুশোভনকার। কি জাতি বলহ শুনি কি নাম তাহার
পথিক কহিছে শুন নিবেদন করি। আয়ারা নামেতে কন
পরম সুন্দরী ॥ অকলঙ্ক আস্য জিনি শরদের শশী। বি
তাহার রূপে মেনকা উর্ব্বশী ॥ ধরাতলে নাহি হেরি তাহ
সমান। স্থির সৌদামিনী প্রায় হয় অনুমান ॥ পাশা খে
করিয়াছে বিবাহের পণ। যে জন জিনিবে তারে করি
বরণ ॥ এই পুরীমধ্যে থাকি সময় সত্বরে। ঘণ্টা এক রা
আছে দ্বারের উপরে ॥ বাজাইবে খেলা আশে আসিবে
জন। বাজি প্রতি লক্ষ মুদ্রা পণ নিরূপণ ॥ রাজপুত্রগণ শু
এ সব বৃত্তান্ত। আয়ারার প্রেম আশ হইল একান্ত ॥ শী
চারি ভাই উপনীত হয়ে দ্বারে। ঘন ঘন ঘণ্টারব করে না
ধারে ॥ গৃহ হতে ঘণ্টারব যুবতী শুনিয়া। বলে যোগ
ইল বিধি শিকার আনিয়া ॥ দাসীগণে হাসি হাসি ক
রসবতী। কে আইল আন তারে করিয়া সংহতি। খাদ্য
নানা জাতি কর আয়োজন। গোলাব আতর আদি
আহরণ ॥ সখী সব সজ্জা করি সহাস্য বয়ানে। উপ
রাজপুত্রগণ সন্নিধানে ॥ সমাদরে করে ধরে হয়ে
সর। অন্তঃপুরে লয়ে গেল আনন্দ অন্তর ॥ কি কব

দীর্ঘ-ত্রিপদী। ধন মদে হয়ে মত্ত, না জানিয়া সার তত্ত্ব, জ্ঞান বুদ্ধি হইয়া বিহীন। ক্রমে সহোদর চারি, অর্দ্ধ-কোটি মুদ্রা হারি, ক্রীড়া সাঙ্গ করিল সে দিন॥ বিদায় হইয়া তবে, বাসায় আসিয়া সবে, নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন। মধ্যাহ্ন কালেতে উঠি, সকলে একত্রে জুটি, নানা রসে করিল ভোজন॥ ঘড়ি প্রতি ঘন ঘন, করে সবে নিরীক্ষণ, দিবা শেষ হইবে কখন। ধৈর্য্য নাহি মানে মনে, হেরিতে সে চন্দ্রাননে, নিরন্তর মন উচাটন॥ পলকে প্রহর জ্ঞানে, দণ্ডে বর্ষ অনুমানে, কোন ক্রমে দিবা অবসান। তদন্তর হরষিত, হয়ে সবে সুসজ্জিত, অশ্বারূঢ়ে করিল পয়ান॥ পুলকে হইয়া পূর্ণ, উত্তরিল গিয়া তূর্ণ, মনোহরা আহারার ঘরে। দেখি ধনী সম্ভাষিয়া, কর যোড়ে দাণ্ডাইয়া, বসাইল অতি সমাদরে॥ অশনীয় দ্রব্য যত, আনাইয়া পূর্ব্ব মত, একত্রেতে করিল ভোজন। সখীগণ গান করে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত চারি জন॥ যে ধন সঙ্গেতে ছিল, ক্রমে জলাঞ্জলি দিল, হয় গজ তরণী প্রভৃতি। অন্য কিছু নাহি আর, শরীর রহিল সার, নাহি গেল খেলার কুরীতি॥ রসবতী রাখি ক্রীড়া, কহিতেছে ত্যজি ব্রীড়া, মৃদু মৃদু হাস্য আস্য হয়ে। পণ বিনা খেলা নয়, এখন কর্ত্তব্য হয়, দেশে যাও নাসা কর্ণ লয়ে॥ তবে রাজপুত্রগণে, চিন্তা করি মনে মনে, অধোমুখে কহে ধীরে ধীরে। করিতেছি অঙ্গীকার, যদি জিনি এইবার, তবে সব ধন লব ফিরে॥ নচেৎ এই নির্য্যাস, হয়ে রব তব দাস, যদবধি থাকিবে জীবন। এই পণ সারোদ্ধার, খেলিবেছে পুনর্ব্বার, দেখি কিবা অদৃষ্টে লিখন। যুবতী হইয়া রাজি, হারাইয়া সেই বাজি, ধন সব আনিল ভাণ্ডারে। নৃপতির পুত্রগণে, অন্য অন্য বন্দি সনে, আজ্ঞা দিয়া রাখে কারাগারে॥ হারাইয়া এই রূপে, আর কত শত ভূপে,

রাখিয়াছে কারারুদ্ধ করি। মিত্র কহে রূপবতী, দেখ কিবা হয় গতি, কিছু দিন থাকহ সুন্দরী॥

অথ তাজলমলুককর্ত্তৃক পায়ারার সহিত পাশা খেলায় পরাজয় হওয়া।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া ঠেকা।

জান যাবে যত যুক্তি যুবতী তোমার। যুবরাজ কর জয় কেমনে এবার॥ জান না সে গুণমণি, চতুরের চূড়ামণি, তোমার চাতুরী ধনী, না রহিবে আর॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। রাজপুত্রগণ সঙ্গে, যত লোক ছিল রঙ্গে, স্থানে স্থানে করিল গমন। তাজলমলুক পরে, চিন্তিত হয়ে অন্তরে, নগরেতে করয়ে ভ্রমণ॥ গিয়া কোন নিকেতন, হেরি এক মহাজন, সকাতরে কহিছে তাহারে। পূর্ব্ব দেশে মম বাস, মনে এই অভিলাষ, দাস হয়ে রব তব দ্বারে॥ রাজপুত্রে নিরীক্ষণ, করি সেই ধনীজন, সমাদরে নিকটে বসায়। রূপ হেরে হয়ে বাধ্য, বলে আছে কিবা সাধ্য, দাস করি রাখিব তোমায়॥ তবে যদি আপনার, গুণেতে করি স্বীকার, স্থিতি কর সদনে আমার। যাহা ইচ্ছা হবে মনে, যোগাইব সযতনে, অন্যথা নাহিক তাহে আর॥ কথা শুনি নৃপসুত, মনে হয়ে হর্ষযুত, সেই স্থানে করিল বসতি। নগরীয় লোক সঙ্গে, নিত্য পাশা খেলি রঙ্গে, তাহে হৈল পরিপক্ক অতি॥ কেহ নাহি পারে তার, খেলি সকলে হারায়, মনে মনে ভাবয়ে তখন। কিবা করিব উপায়, কি

প্রকারে আয়ারায়, পরাজয় করিব এখন॥ সেই তথ্য জানি-বারে, সদা ফিরে তার দ্বারে, প্রবেশিতে সভয় অন্তরে॥ নিত্য করে দরশন, বৃদ্ধা নারী এক জন, পুরী মধ্যে গতা-য়াত করে॥ এক দিন অকস্মাৎ, করি তাহে প্রণিপাত, পিসী পিসী কহিল আদরে। মায়াপূর্ণ নারী দেহ, রাজপুত্রে করি স্নেহ, ভাইপো বলে লয়ে গেল ঘরে॥ বলে সুপ্রসন্ন বিধি, আনি মিলাইল নিধি, থাক বাপু আমার ভবনে। পরে যত অর্থ ছিল, ভ্রাতৃষ্পুত্রে সমর্পিল, বলে কর যাহা লয় মনে॥ এক দিন কাছে আসি, রাজপুত্র কহে হাসি, শুনি পিসী একি সমাচার। তুমি বিনা সার তথ্য, কেহ নাহি জানে সত্য, অতএব কহ সারাৎসার॥ আয়ারা নামেতে কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা, কিবা গুণ জানে সে রমণী। খেলিবারে যত জন, যায় তার নিকেতন, সকলে সে হারায় অমনি॥ শুনি সেই পিসী কয়, এ কথা প্রকাশ্য নয়, তবে কহি শুন বিবরণ। পালিত মূষিক আছে, রাখয়ে আপন কাছে, অন্য সবে করিয়া গোপন॥ মনোমত যেই বার, পাষি নাহি পড়ে তার, অমনি ছাড়িয়া দেয় তায়। তবে সে ইন্দুরবর, যাইয়া অতি সত্বর, পাষি সব উলটি ফেলায়॥ এই মত ব্যবহার, করে ধনী বার বার, বিশেষতঃ খেলয়ে যে জন। হেরে সে বিধুবদনে, অনঙ্গ উথলি মনে, হয় চিত্র পুত্তলি যেমন॥ রাজপুত্র শুনি সব, মনে করি অনুভব, আনি এক বিড়াল পুষিল। দিন স্থির করি শেষ, সাজি মনোহর বেশ, আয়ারার ভবনে চলিল॥ দ্বারে হয়ে উপ-নীত, জানিয়া তাহার নীত, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইল। শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি, সখীগণে কহে ধনী, শীঘ্র গিয়া আন কে আইল॥ সখীগণ ত্বরা করি, নানা আভরণ পরি, সজ্জা করি দ্বারে উপনীত। রাজপুত্রে নিরীক্ষিয়া, অনঙ্গেতে শিহ-রিয়া, সকলেতে হৈল চমকিত॥ পরে যত সহচরী, অন্তর

সুন্দরি পুরি, নৃপসুতে তুমি মিলি ভাগে। হয়ে সবে অগ্রসর, করি সমাদর, লয়ে গেল আয়ারার বাসে ॥ আয়ারা হেরিয়া রূপ, মনে হইল বিরূপ, ভাবে আজি ঘটিবে জঞ্জাল। সম্ভাষণ পুরঃসরে, দাঁড়াইল যোড় করে, শিহরিল হেরিয়া বিড়াল ॥ মৃদুস্বর চন্দ্রাননে, কহে বৈস সিংহাসনে, পরে করে খাদ্য আহরণ। নানা জাতি ফল জল, মিষ্টান্নের নাহি তুল, বর্ণেবিয়া না হয় বর্ণন ॥ ভোজনান্তে পরস্পর, হাস্য পরিহাসান্তর, পাশা লয়ে খেলায় বসিল। বাজি প্রতি লক্ষ তঙ্কা, পণ রাখি ত্যজি শঙ্কা, রাজপুত্র প্রথমে হারিল ॥ তদন্তরে আয়ারায়, প্রতি বাজিতে হারায়, মূষিক করিল পলায়ন। যুবতীর জারি জুরি, যতেক ছিল চাতুরী, কিছু নাহি খাটিল তখন ॥ এই রূপে অল্পক্ষণ, পরেতে বাড়িয়া পণ, সব ধন হারিল সুন্দরী। উদ্যান সহিত বাড়ী, হাতি পাল্কি ঘোড়া গাড়ি, ক্রমে সব হারে সহচরী ॥ শেষেতে যৌবন ধন, খেলায় রাখিয়া পণ, কামিনী হইল পরাজয়। দ্বিজ কহে রসবতী, বিধি মিলাইল পতি, লও নৃপসুতের আশ্রয় ॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি পুষ্পান্বেষণে গমনোদ্যোগ।

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল আড়া ঠেকা।

আমার যৌবন রথে তুমি হও রথী প্রাণ। মন অশ্বে প্রেম রজ্জু বান্ধি তাহে দিব টান ॥ রথি হীন হেরে স্মর, সদা হানে পঞ্চশর, তুমি তার প্রাণেশ্বর, মার তীক্ষ্ণ বাণ ॥ মন [illegible] করে,

তিনি সৌদামিনী ॥ অতি ভয়ানক দেও আটার হাজার। প্রহরী হইয়া কাছে উদ্যোগ যাহার ॥ দুর্জ্জয় পরাক্রমী পরী আছে অগণন। প্রবেশিতে পক্ষীগণে করে নিবারণ ॥ ধরা জল রক্ষা সদা করিতেছে হরি। মুসিক তাহার সঙ্গে আছয়ে প্রহরী। দেবের অগম্য সেই মনোরম স্থান। কেমনে যাইবে তথা মনুষ্য পরাণ ॥ বিশেষ দুর্গম পথ বন ভয়ঙ্কর। হিংস্রক জন্তু তাহে আছয়ে বিস্তর ॥ কেন প্রাণ হারাইতে বৃথা তথা যাও। কেমন নিষ্ঠুর মম প্রতি নাহি চাও ॥ শুনি নৃপসুত কন কেন কহ অন্যথা। ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হতে থাকি যথা। তুমি হে অবলা বালা না জান বিষয়। ঈশ্বর আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ॥ তাহার দৃষ্টান্ত বলি কর প্রণিধান। যিনি রক্ষে শুন কহে তাহার প্রমাণ ॥

এক ব্রাহ্মণ এবং ব্যাঘ্রের ইতিহাস।

পয়ার। বিস্মৃত হইয়া পথ দ্বিজ এক জন। কাননে কাননে ভ্রমে করিয়ে ভ্রমণ ॥ দৈবাৎ দেখিল এক প্রকাণ্ড শার্দ্দূল। পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ আছয়ে ব্যাকুল ॥ ব্রাহ্মণে হেরিয়া ব্যাঘ্র অতি সকাতরে। অমিয় বচনে তারে ডাকে মৃদুস্বরে ॥ বিনয়েতে বাধ্য দ্বিজ নিকটে আইল। শার্দ্দূল তাহারে তবে কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন দ্বিজবর করি হে মিনতি। কৃপায় করহ নাশ আমার দুর্গতি ॥ ভারতে আ-শিরা কর পর উপকার। উপকার বিনা ধর্ম্ম অন্য নাহি আর ॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে দয়াল ব্রাহ্মণ। বদ্ধ ছিল ব্যাঘ্র তাহে করিল মোচন ॥ বদ্ধ হতে মুক্ত হয়ে ব্যাঘ্র দুরাচার। উদ্যত হইল দ্বিজে করিতে আহার ॥ ব্রাহ্মণ কহেন আরে কি কর

দুর্ম্মতি। উপকার করি তোর মম এই গতি॥ কোন অপ-রাধে দুষ্ট করহ সংহার। উপকার পেয়ে বুঝি দেহ পুরস্কার॥ ব্যাঘ্র কহে যাও যাও এ নহে কুকর্ম্ম। উপকারে উপকার কালের স্বধর্ম্ম॥ কালের রীতি যাহা করিব সাধন। তোমারে ব্যাঘাত কেন করহে ব্রাহ্মণ॥ এইরূপে দ্বন্দে, দ্বন্দ্, করে বহু ক্ষণ। দ্বিজ কহে মধ্যস্থ মানহ তিন জন॥

লঘু-ত্রিপদী। উভয়ে তখন, করিল গমন, মধ্যস্থের অন্বেষণে। ব্যাঘ্র হৃষ্ট মন, চিন্তিত ব্রাহ্মণ, কি করেন নারা-য়ণে॥ বৃক্ষ এক বট, আছিল নিকট, তাহে কহিছে ব্রাহ্মণ। হইয়া স্বপক্ষ, বৃক্ষ রক্ষ রক্ষ, ব্যাঘ্রেতে করে ভক্ষণ। তুমি বিচক্ষণ, শুন বিবরণ, পিঞ্জরে ছিল এ বাগ। দয়ালি তথা গিয়া, আনি উদ্ধারিয়া, পিঞ্জর করায়ে ত্যাগ॥ শোধিতে সে ধার, এই দুরাচার, আহার করিতে চায়। ওরে দুরাশয়, নাহি ধর্ম্ম ভয়, হায় বিধি হায় হায়॥ বৃক্ষ তবে কয়, শুন মহাশয়, এ কর্ম্ম করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, কহিব বৃত্তান্ত, অপকার উপকারে। তপন কিরণে, তাপি সব জনে ভ্রমণে হইয়া ক্লান্ত। মম তলে আসে, বৈসে অনায়াসে, দূর করে সবে শ্রান্ত॥ লাভ এই তায়, কহিব কি হায়, তলায় প্রস্রাব করে। কেহ রৌদ্র ভয়ে, ডাল ভাঙ্গি লয়ে, জ্বলাইয়া যায় পরে॥ অতএব ভাই, ইথে দোষ নাই, তোমারে খাইতে পারে। কর প্রবিধান, এইত বিধান, দেশ কাল ব্যবহারে॥ ব্যবস্থা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ চিন্তিয়া, পুনর্ব্বার কহে তবে। আর এক জন, অতি বিচক্ষণ, মধ্যস্থ মানিতে হবে॥ শার্দ্দূল তখন, সঙ্গেতে ব্রাহ্মণ, গিয়া এক সরোবরে। যাহা ঘটেছিল, তাহারে বলিল, সাক্ষি করি দিবাকরে॥ কহে সরোবর, শুন দ্বিজবর, ত্যজহ আপন রোষ। সময়ের নীত, হিতে বিপরীত, শার্দ্দূলে দিব কি দোষ। তাহার কারণ, করি

নিবেদন, দেখ আমি সরোবর। আমার জল বন, জগত জীবন
পশুপক্ষি আদি নর॥ সবে উপকারি, করি অনিবার, এই
তার প্রতিকার। বিষ্ঠা মূত্র যত, ফলে অবিরত সহ্য করি সে
প্রকার॥ অতএব সার, মন এ বিচার, দ্বিজবর হবে নাশ।
তুমি ব্যাঘ্রবর, হইল তৎপর, ব্রাহ্মণে করিতে গ্রাস॥ দ্বিজ
সকাতরে ডাকিছে ঈশ্বরে, ধ্যান করি মনেমনে। দৈবে
হেন কালে, একই শৃগালে, উপনীত সেই বনে॥ হেরিয়া
তাহারে, ব্রাহ্মণ ত্বরায়, বলে ব্যাঘ্র এই বার। ইনি যদি কন,
সেরূপ বচন, আমারে কর সংহার॥ এ কথা বলিয়া, শৃগালে
ডাকিয়া কহে যত বিবরণ। ধূর্ত্তশিবা কয়, প্রত্যয় না হয়,
কভু যেই প্রকরণ॥ যদি স্বীয় চক্ষে, দেখি হে প্রত্যক্ষে,
কোথায় শার্দ্দূল ছিল। কিরূপে ব্রাহ্মণ, খুলিয়া বন্ধন-
মোচন করিয়া দিল। তাহা না দেখিয়া, কেমন করিয়া,
যথার্থ বিধান কব। অন্যায় বিধানে, ধর্ম্ম সন্নিধানে,
অযোগ্য হবে রব॥ ব্যাঘ্র ব্যগ্রমতি, হইয়া সম্মতি,
ভাল বলি দিয়া সায়। লয়ে দ্বিজবরে, চলিল সত্বরে
শিবা পিছু পিছু যায়॥ দূরেতে থাকিয়া, বিপ্রে সম্বোধিয়া,
শিবা কহে উচ্চৈঃস্বরে। শরীর বিপুল, এমন শার্দ্দূল, কে-
মনে ছিল পিঞ্জরে॥ পুনঃ যদি ভাই, দেখিবারে পাই,
উহার ভিতরে যেতে। তবে এ বিধান, শাস্ত্রের প্রমাণ, তো-
মারে পারিব দিতে॥ শুনিয়া বচন, ব্যাঘ্র হৃষ্টমন, পিঞ্জ-
রেতে প্রবেশিল। কহিছে সুবোধ, কর দ্বার রোধ, পূর্ব্বে
যেই রূপ ছিল॥ দ্বিজ একবার, রুদ্ধ করি দ্বার, খুলিবার
চাহে পরে। শিবা কহে ঠেকো, আলগানু থেকো, প্রাণ
লয়ে যাও ঘরে॥ পরে দুই জন, করি পলায়ন, যায় নিজ
নিজাগারে। কহিছে কুমার, কি ভয় তাহার, ঈশ্বর সহায়
যারে॥ অতএব প্রিয়া, ভয় কি লাগিয়া, যাই অনুমতি কর।
দিবস শর্ব্বরী, শুনহে সুন্দরী, শিব হেতু শিবে স্মর॥ হাসি

যত জন, তাজিলমুল্লুক নন্দন, আছে তব কারাগারে। আনি ডা-
কাইয়া, ধন ফিরে দিয়া, বিদায় কর সবারে। মম ভ্রাতৃগণে,
রাখিবে যতনে, যাইতে দিও না দেশে। স্বকার্য্য সাধিয়া,
আসিব ফিরিয়া, দেখা হয় হবে শেষে॥ শুনি রসবতী, হয়ে
ম্লানমতি, নয়নে বহিছে ধারা। বলে প্রাণকান্ত, যাইলে নি-
তান্ত, একান্ত হইব সারা॥ নিদারুণ পণ, করিয়া যৌবন,
অর্দ্ধেক যাইল প্রায়। তুমি হলে বাম, কে পূরাবে কাম, এ
দুঃখ জানাব কায়॥ এপ্রাণ থাকিতে, তোমারে যাইতে, নগর
কহিতে নারি। যদি হে এখন, করহে গমন, হত্যা হবে এই
নারী॥ নৃপতিনন্দন, ভাবিয়া তখন, কামিনীর ধরি করে।
বলে প্রাণপ্রিয়ে, প্রফুল্ল হইয়া, বিদায় দেহ সত্বরে॥ মিষ্ট
কহে ধনী, পুনঃ গুণমণি, আসিবে কি ভয় কর। নাগরে বি-
দায়, করিয়া হৃদয়, মনেতে ধৈরয ধর॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি পুষ্পান্বেষণে গমন
এবং দৈত্যের সহ মিলন।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া॥

কেমনে নিষ্ঠুর হয়ে যাইতে চাহ ত্যজিয়ে। প-
ঙ্কজিনী পেয়ে সখা অলি কি যায় ফিরিয়ে॥
আমি কমলিনী প্রায়, তুমি মধুকর তায়,
বঁধুসঙ্গে মধু খায়, দেখ না চাহিয়ে। না জানি
কি গুণে তবে, পুরুষেরে কহে সবে, ভ্রমরের
জাতি সেত তবু মধু পিয়ে, অন্য ফুলে বসে
গিয়ে, এ যে নিদারুণ হিয়ে, অমনি যায় ত্য-
জিয়ে॥

পয়ার। কামিনী বলিছে নাথ হারাইব জীবন। কে-
মনে কাহর কর দুর্গমে গমন॥ একান্ত হে কান্ত যদি ত্যা-
জিয়া যাইবে। নিবারণ করা নহে অশুভ হইবে॥ কিন্তু
অধিনীরে যেন থাকে হে স্মরণ। তব আশা আশা করি
রাখিল জীবন॥ রাজপুত্র কহে ধৈর্য্য হও রসবতী। আসিব
ত্বরায় প্রিয়া দেহ অনুমতি॥ বিদায় হইয়া তবে রাজার
নন্দন। পুষ্প অন্বেষণ হেতু করিল গমন॥ নানা গ্রাম নগ-
রেতে ভ্রমি নিরন্তর। উপনীত হৈল শেষে অরণ্য ভিতর॥
কত শত বৃক্ষ তাহে আছয়ে শোভিত। শাল তাল তমাল
হেন্তালে পূর্ণিত॥ সভয় অন্তর বনে যাইতে যাইতে। আ-
শ্চর্য্য বিষয় এক পাইল দেখিতে॥ রজত পর্ব্বত প্রায়
আকার বিশাল। সম্মুখে আসিছে যেন কালান্তের কাল॥
নৃপসুত প্রাণ ভয় ত্যজি একেবারে। ডাকিতে লাগিল অতি
উচ্চৈঃস্বরে তারে॥ ওহে দৈত্যবর তুমি আসি শীঘ্রগতি।
আমারে বিনাশ করি ঘুচাও দুর্গতি॥ এ কথা কহিল যদি
নৃপতি তনয়। দয়া উপজিয়া দৈত্য হইল সদয়॥ কহে কেন
স্বীয় জীবনের ত্যজ আশ। তাহার বিশেষ তথ্য করহ প্র-
কাশ॥ দেখিয়া দৈত্যের দয়া সাহস পাইল। আদ্যন্ত বৃত্তান্ত
তাকে কহিতে লাগিল॥ বকাঅলি নামে আছে কন্যা এক
জন। দেখিতে উদ্যান তার মম আকিঞ্চন॥ শুনিয়া ক-
হিছে দৈত্য এ সাধ্য কাহার। প্রবেশ করিতে পারে উদ্যানে
তাহার॥ চারি দিগে আছে দৈত্য প্রচুর প্রহরী। শূন্য রক্ষা
করিতেছে কত শত পরী॥ মহীতলে অহি কত কে করে
গণন। মণিকের সহ সদা করয়ে রক্ষণ॥ পক্ষী প্রবেশিতে
নারে কঠিন এমন। যাইবে কেমনে সেই করিয়া ধারণ।
তোমারে দেখিয়া দয়া হতেছে আমার। যথাসাধ্য করিব
তোমার উপকার॥ এত বলি দৈত্য তবে রাজার নন্দনে।
যত্ন করি লয়ে গেল নিজ নিকেতনে॥ যথাযোগ্য খাদ্য

দ্রব্য আনিয়া যোগায়। কোনক্রমে রাজপুত্র কষ্ট নাহি পায়॥ দৈত্য রাজ পুত্রে সদা মৈত্র ভাব ভাবে। মহাসুখে দোঁহে অতি থাকয়ে সদ্ভাবে॥ এক দিন দৈত্যবর নৃপতি নন্দনে। শিখায় সঙ্কেত এক অতি সঙ্গোপনে॥ যাহে প্রবিধান হয় পশু পক্ষি ভাষ। বিদ্যা পেয়ে রাজ পুত্র হইল উল্লাস॥ তদন্তর এক দিন রাজার তনয়। সুমধুর বচনেতে দৈত্য প্রতি কয়॥ ঘৃত চিনি আটা যদি কর আহরণ। করাইতে পারি তবে উত্তম ভোজন॥ এমন সুখাদ্য সেই কি কহিব আর। জন্মাবধি কর নাই তেমন আহার॥ শুনি সানন্দেতে দৈত্য যাইয়া সত্বরে। ঘৃত আদি দ্রব্য সব আহরণ করে॥ নানাবিধ খাদ্য তাহে রাজার কুমার। প্রস্তুত করিয়া দিল পর্ব্বত আকার॥ তদন্তর দৈত্যবর আহার করিল। সুখাদ্য ভক্ষণে অতি সম্প্রীতি পাইল॥ বলে যদি আর এক দিন এই মত। প্রস্তুত করিয়া দেহ খাদ্য দ্রব্য যত॥ আত্মীয় বান্ধবগণে করি নিমন্ত্রণ। এমন সুখাদ্য ভক্ষ্য করাই ভোজন॥ শুনি রাজ পুত্র তাহে সম্মত হইয়া। দিলেক অনেক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া॥ মহাহর্ষে দৈত্য তবে সবান্ধবগণে। আহ্বান করিয়া আনে আপন ভবনে॥ কেহ খর্ব্ব কেহ স্থূলে কেহ দীর্ঘাকার। বসিল সকলে পরে করিতে আহার॥ আম মাংস ভক্ষি যারা করয়ে আহ্লাদ। মহাতুষ্ট পেয়ে লুচি কচুরি আস্বাদ॥ নৃপসুতে হেরি তারা দৈত্যে জিজ্ঞাসে। আহা-রের বন্ধ নর রাখ কি প্রবাসে॥ ভোজনের পরে তবে দৈত্য বলে তত্ত্ব। কুমারের বিবরণ কহে আদি অন্ত॥ তাহার মধ্যেতে এক দৈত্য মহামতি। কুমারের দুঃখ শুনি দুঃখী হৈল অতি॥ বলে তপোবর দয়া হইল আমার। সাধ্য মতে উপকার করিব তোমার॥ আছে যত বকাঅলি উদ্যানে প্রহরী। মম ভগ্নী হামালা প্রধান সর্ব্বোপরি॥ তোমারে পাঠায়ে দিব তার সন্নিধান। সচেষ্ট হইবে সবে দেখিতে

আছয়ে কেমনে ॥ উত্তর না করে দোঁহে রহে মৌনভাবে। হামালা ব্যাকুল হয়ে বিবরণ ভাবে॥ কি ভাবে এ ভাব ভেবে নাহি পাই ভাব। কি জন্য এ কন্যা সহ নাহি করে ভাব॥ বিরলে বৃত্তান্ত বিধুমুখীরে জিজ্ঞাসে। নাহি জানি মর্ম্ম নম্রমুখে ধনি ভাসে॥ পরে কুমারেরে ডাকি জিজ্ঞাসে কারণ। নৃপসুত কহিলেন যত বিবরণ॥ এই মম অভিলাষ কর প্রবিধান। বারেক হেরিব বকাঅলির উদ্যানে॥ শুনিয়া হামালা কহে রাজার কুমার। আমরা যাইতে নারি ভিতরে তাহার॥ দেবতা অগম্য তুমি কেমনে যাইবে। পরের সন্তান কেন প্রাণ হারাইবে॥ নৃপের নন্দন বলে তুমি সর্ব্বময়ীন তব দয়া হলে হই সর্ব্বত্রেতে জয়ী॥ হাসিয়া হামালা বলে হইল কি দায়। দেখি যদি পারি কিছু করিতে উপায়॥ এত বলি মূষিকের প্রধানে ডাকিয়া। কহিল তাহারে অতি গোপন হইয়া॥ তাজলমলুক এই জামাতা আমার। উদ্যান দেখিতে চাহে কহিব কি আর॥ তুমি যদি কৃপা করি করহ উপায়। তবে অনায়াসে যেতে পারিবে তথায়॥ উদ্যান ভিতর আর আমার সদন। সুড়ঙ্গ খুঁড়িলে হবে কার্য্যের সাধন॥ মূষিক কহিল তাহে কি আছে আটক। প্রকাশ হইলে পরে কে হবে রক্ষক॥ হামালা কহিছে তাহে চিন্তা না করিবে। তুমি আমি সেই ভিন্ন অন্য কে জানিবে॥ এ কথা শুনিয়া তবে উন্দুর যাইল। সুড়ঙ্গ নির্ম্মিতে লক্ষ মূষিকে কহিল॥ তৃতীয় দিবসে হৈল সুড়ঙ্গ প্রস্তুত। হেরিয়া হরিষ চিত্ত হয় রাজসুত॥ মিত্র রাজ পুত্রে লয়ে উদ্যানে যাইল। কোন বকাঅলি তবে জিজ্ঞাসা করিল॥

অথ রাজপুত্রের বকাঅলির উদ্যানে গমন।

পয়ার। উদ্যানে উঠিয়া তবে রাজার কুমার। অম-

কিন্তু হৈল হেরে আশ্চর্য্য ব্যাপার॥ হরিষে ভ্রমণ করে নরেশনন্দন। উদ্যানের শোভা জিনি ইন্দ্রের নন্দন॥ বর্ণনে অতীত সে উদ্যান মনোরমা। ভেবে নাহি পাই কিছু করিতে উপমা॥ তথাপি বাসনা কিছু বর্ণিতে নিশ্চয়। সহস্র অংশের অংশ যদি তার হয়॥ মৃত্তিকা কোথায় সেই উদ্যান ভিতরে। সুবর্ণের পাত মোড়া আছয়ে উপরে॥ চতুঃপার্শ্বে তার যত দেয়ালে বেষ্টিত। সুবর্ণে সুবর্ণ হয় সে সব নির্ম্মিত॥ কোটের গঠন তার কিবা মনোহর। স্বর্ণ স্তম্ভ তাহে মণি মুক্তার ঝালর॥ সংখ্যাতীত ফল বৃক্ষ কেবা জানে নাম। আকরোট লিচি পিচ শেও আম্র জাম॥ নারিকেল বেল তাল কাঁঠাল খর্জ্জুর। বেদানা দাড়িম্ব পেঁপে পিয়ারা আঙ্গুর॥ বাদাম মনেক্কা কিশমিশ আমরুদ। আতা রম্ভা আনারস কামরাঙ্গা কুল॥ আমড়া গোলাবজাম লেবু নানা মত। কমলা কাগজি কলম্বক কত শত॥ করুণ বাতাবি গোঁড়া পাতি জগণন। এলাচি নারাঙ্গি কত করিব বর্ণন॥ পুষ্পোদ্যানে আছে নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত। মল্লিকা মালতী জাতি অতি মনোনীত॥ অতসী শেঁওতী চাঁপা জবা শ্বেত পীত। গোলাব রজনীগন্ধা গন্ধে আমোদিত॥ কামিনী টগর যূথি কুসুম কাঞ্চন। সূর্য্যমণি গন্ধরাজ দোপাটী দোলন। কদম্ব কেশর গাঁদা তবহা পারুল। নরগী মোরগ ফুল্ল পলাশ বকুল॥ চিড়িয়াখানায় আছে কতেক চিড়িয়া। ফাকলা ময়না দুরী কাকাতুয়া টিয়া॥ হিবেমোন নরিয়াদি কোকিল ময়না। কত পক্ষী লক্ষ লক্ষ কে করে গণনা॥ পারাবত সেরোবাজ লেরাক্ক লোটন। লক্কা মুখি গলাফুলা পরপাও ঝোঁটন॥ কত শত নানা মত আছে পক্ষিচয়। হরি করী হরিণ গণ্ডার গাধা হয়॥ উল্লুক ভল্লুক ব্যাঘ্র মহিষ খচর। বনরুহ কৃষ্ণসার বর্ণিতে বিস্তর॥ উদ্যানের মাঝে এক আছে সরোবর। সুবর্ণে নির্ম্মিত তার সোপান সুন্দর॥

চারিদিকে খচিত মধ্যে মধ্যে সংমর্ম্মর। জলে স্থলে চিকমিক হীরার কাঁকর॥ নানা বর্ণ মৎস্য তায় ভাসিছে কাতার। হংস হংসী উল্লাসেতে দিতেছে সাঁতার॥ সারস সারসী প্রেমোল্লাসে ভাসে নীরে। ময়ূর উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করে তীরে॥ নীল পীত শ্বেত সরোরুহ নীরে ভাসে। ভাস্করের কিরণেতে প্রফুল্ল প্রকাশে॥ অলিকুল ব্যাকুল মধুর লোভে ধায়। গুণ গুণ গুঞ্জ রবে ঝঙ্কারে তাহায়॥ কুহু কুহু অহর্নিশি কোকিল কুহরে। পাপিয়া ডাকয়ে সদা পিউ পিউ স্বরে॥ বসন্ত সামন্ত সঙ্গে সদাই সেখানে। এক ঋতু ভিন্ন অন্য নাহি সে উদ্যানে॥ মিত্র বলে বকাওলি কহ কহ কহ। কান্ত বিনে কেমনে এখানে একা রহ॥

অথ রাজ পুত্রের বকাওলি দর্শন।

রাগিণী সোহিনী বাহার। তাল মধ্যমান।

কে ও কার কামিনী। ভুবন মোহিতে বিধি সৃজিল মোহিনী॥ হায় কিবা বর্ণ প্রভা, ত্রিজগত মনোলোভা, বুঝি হেরি এই শোভা, সচঞ্চলা সৌদামিনী॥ হেরে মুখ মনোহর, সকলঙ্ক সুধাকর, লাজ ভয়ে সকাতর, বনেতে পদ্মিনী। উহার কটাক্ষ শরে, পুরুষে কি প্রাণ ধরে, এ নয়নে লাজ ভরে, কাননে হরিণী॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী। নৃপসুত স্থানে স্থানে, ভ্রমণ করি উদ্যানে, বকাওলি করে অন্বেষণ। শেষে এক দিগে যায়, দেখে এক হৌজ তায়, গোলাপেতে আছয়ে পূরণ॥ তার মধ্যে কি সুন্দর, পুষ্প এক মনোহর, শোভান্বিত আছে প্র-

জাগিয়া। বিচারিল মনে তবে, এই বকাওলি হবে, ইহা তারি লইল তুলিয়া ॥ রাখি বসনে বাঁধিয়া, পুনঃ এক দিগে গিয়া, হেরিয়া হইল চমকিত। পুরী এক চমৎকার, কি শোভা কহিব তার, নানা বিধ মণিতে খচিত ॥ স্থানে স্থানে সূর্য্যকান্ত, তার মধ্যে নীলকান্ত, পদ্মরাগ কে করে গণন। চন্দ্রকান্ত চন্দ্র সম, মরকত নিরুপম, প্রজ্বলিত যেমন তপন ॥ মনেতে হতেছে ভ্রান, কিন্তু দেখিবার আশ, না দেখিলে থেকে আরে মরে। কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া মনে, প্রবেশিল সে সদনে, দেখে এক পালঙ্ক উপরে ॥ স্বর্ণলতা উপর, নানা পুষ্প সুসুন্দর, রাজপুত্র হইল বিস্ময়। পুনঃ চমৎকার একি, কোরকে ভ্রমর দেখি, ত্যজি নানাজাতি পুষ্প ময় ॥ মন বুঝে দ্বিজ হাসি, কহে নহে পুষ্পরাশি, রসরাজ বকাওলি অই। ফুলময় দেহধারী, চিনিতে নারিলে নারী, শুন তবে বিশেষিয়া কই ॥ ব্যাপি এই ত্রিভুবনে, নাহি হেরি কোন জনে, ও রূপে করিতে প্রতিরূপ। ও রূপ ও রূপ সমা, অপরূপ নিরুপমা, কিবা সাধ্য কহিতে স্বরূপ ॥ তব যেই অভিপ্রায়, স্বর্ণলতা পুষ্প প্রায়, তাহা নহে পুষ্পেতে জড়িত। শিরোরুহ নীলাম্বর, জিনি নব জলধর, অঙ্গ আভা তাহাতে তড়িৎ ॥ কিমাশ্চর্য্য অতঃপর, পুষ্পময় পুষ্পোপর, কলিকা সহিত নানাজাতি। মুখপদ্ম মনোহর, তাহে অক্ষি ইন্দীবর, কুন্দ কলি রদনের পাঁতি ॥ নাসিকা সে তিলফুল, ওষ্ঠ বান্ধুলি তুল, পারুল পল্লবক শ্রুতিযুগ তায়। করদ্বয় রক্তাম্বুজ তাহার মৃণাল ভুজ, কণ্টকবিহীন শোভা পায় ॥ সেই রক্ত অরবিন্দে, রক্তবর্ণ ফুল নিন্দে, অঙ্গুলি হয়েছে চাঁপা কলি। কমল কোরকদ্বয়, কুচযুগ হয়ে রয়, তদগ্রে চম্পক নহে অলি ॥ পাদতল নিরমল, যুগল স্থল কমল, অঙ্গুলি তাহাতে বিম্ব ফল। দ্বিজ বলে তদুপর, শুভ মল্লিকা নখর, নিশাকর জিনিয়া উজ্জল ॥

অথ তাজলমলুকের বকাওলি সহ হারাঙ্গুরীয় বিনিময় এবং মহাম্মুদাকে লইয়া হামলার নিকট হইতে বিদায়॥

রাগিণী সোহিনি বাহার। তাল মধ্যমান

হেন রূপ যে নয়নে না হলো দর্শন। সে জনে
দিয়াছে বিধি আঁখি কি কারণ॥ সুন্দরাঙ্গি
সবার তরে, বুঝি বিধি নিজ করে, নির্ম্মে এ
নির্জ্জন ঘরে, করেছে গোপন। যদি দেবে
যোগিগণ, করে ইহা নিরীক্ষণ, ভুলিয়া যোগ ধ্যান॥
মদনে হইয়া মত্ত, তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মত্ব, ত্যজি
নিজ ইষ্টতত্ত্ব, যাচয়ে মিলন॥

লঘু-ত্রিপদী। সে রূপ হেরিয়া, মোহিত হইয়া, নৃপ-সুত চিন্তা করে। মন হারা হয়ে, দেহমাত্র লয়ে, কেমনে যাইব ঘরে॥ যদি বিধি হয়, আমারে সদয়, বাসনা পুরাবে তবে। নতুবা জীবন, যন্ত্রণা কারণ, চির দিন হয়ে রবে॥ একি বিপরীত, হেরি এই রীত, নাহি জানি কি চাতুরী। গৃহস্থ জাগ্রত, চোর নিদ্রাগত, তথাপি করিল চুরি॥ নৃপতিনন্দন, ভাবয়ে তখন, এই সে উচিত হয়। এখানে আসিয়া, চিহ্ন না রাখিয়া, ফিরে যাওয়া ভাল নয়॥ ইহা করি স্থির, নিজাঙ্গুরি ধীর, তাহার করেতে দিল। পুনঃ স্বীয় হার, গলেতে তাহার, মন সাধে পরাইল॥ হারাঙ্গুরী তার, হরিয়া কুমার, পরি নিজ কর গলে। আইল সত্বর, হইয়া কাতর, প্রাণ রাখি সেই স্থলে॥ প্রবেশি সুড়ঙ্গে, মূষিকের সঙ্গে, হামলা নিকটে গিয়া॥ করি যোড় কর, কহে গুণধর, সকল

হয়েছে ক্রিয়া॥ কৃপা করি নাশি, মম দুঃখ রাশি, পুরাইলা যেই কারণ॥ নিজ কর্ম দিয়া, পাদুকা নির্মিয়া, পরাইলে তবে পারে॥ মনে এই আশ, যাইব নিবাস, যদি অনুমতি কর। মম পিতা মাতা, আর ভগ্নীভ্রাতা, চিন্তান্বিতনিরন্তর॥ সবে কাঁদাইয়া, আসি ছাড়াইয়া গণিলে মাসেক হবে। কিন্তু সর্ব্বদায়, জানিও নিশ্চয়, হেরি নাই সেই সবে॥ এই অভিপ্রায়, তোমার কন্যায়, সঙ্গে করি যাব লয়ে। যাবৎ জীবন, করিব ধারণ, রব তব বাধ্য হয়ে॥ শুনি এ বচন, হামিদা তখন, বিস্মিত হইল মনে। বলে কি কারণ, হয়ে উচাটন, ত্যজিতে চাহ এ জনে॥ তোমায় হেরিয়া, দুঃখ পাসরিয়া, করিতেছি সুখে বাস। যেন অকস্মাৎ, শিরে বজ্রাঘাত, করিলে হতেছে ত্রাস॥ তুমি আঁখি তারা, তারা হয়ে হারা, কেমনে বাঁচিবে প্রাণ। নাহি জানি কবে, শুভ দিন হবে, এ দুঃখে পাইব ত্রাণ॥ আগে যদি গণি, ঘটিবে এমনি, তবে না বাড়াতু মায়া। যাইবে এখন, লয়ে প্রাণ মন, থাকিবেক মাত্র কায়া॥ এরূপ আক্ষেপ, করিয়া নিক্ষেপ, সম্মতি হইল পরে। আনিয়া কন্যারে, দিল জামাতারে, সমর্পিয়া করে করে॥ শিরহতে শেষ, তুলি দুই কেশ, দিয়া কহে দুই জনে। যখন আমারে, ইচ্ছা দেখিবারে, হইবেক স্বস্থ মনে॥ শুনহ বচন, এ কেশ তখন, ধরিবা অনলোপরি আমে দৈত্যগণ, অগণ্য গণন, যাব আমি ত্বরা করি॥ দৈত্য এক জন, ডাকি ততক্ষণ, দম্পতীর সঙ্গে দিয়া। সজল নয়নে, তুষিয়া বচনে, দিল ধনি পাঠাইয়া॥ মিত্র কহে সার, আছে ব্যবহার, পূর্ব্বাপর এই রীতি। কন্যা পিত্রালয়, কভু নাহি রয়, কেন কাঁদ অনুচিত॥

অথ তাজলমলুকের ফেদোষ নগরে
আয়ারার সহিত পুনর্মিলন।

রাগিণী বাহার তাল ঝাঁপতাল॥

এস হে নাবিক কেন বিলম্ব এখন। বিচ্ছেদ
সাগরে তরি রাখি করিয়া মগন॥ প্রচণ্ড পব-
নানঙ্গ, বাড়ায় তরঙ্গরঙ্গ, ধর্ম্ম ধ্বজি করিভঙ্গ,
অকুলে করে গমন। যুগল মাস্তুল ধরি,
আশা পানি ভর করি, রয়েছে এখন॥ ভাগ্যে
এলে কর্ণধার, নহিলে মাস্তুলে আর, রক্ষা
করা হতোভার, ডুবিত নব যৌবন॥

পয়ার। হামালা নিকটহতে হইয়া বিদায়। দম্পতী
দৈত্যের সহ শূন্য ভরে যায়। কত নদ নদী আর পর্ব্বত
লঙ্ঘিয়া। ফেদোষ নগরে পরে উত্তরিল গিয়া॥ আয়ারার
পুরী তবে করি নিরীক্ষণ। দৈত্যের সহিত দোঁহে করিল
গমন॥ সমাচার শুনি রসবতী পুলকিত। অগ্রসর হয়ে
আসি দ্বারে উপনীত॥ গলবস্ত্র যোড় পাণি হইয়া তখন।
আনন্দ নীরেতে ভাসমান দুনয়ন॥ বলে অদ্য সুপ্রভাত
রজনী আমার। তব অদর্শনে ছিল সব অন্ধকার॥ নব
জলধর আশে চাতকী যেমন। উর্দ্ধমুখে তব আশে ছিলাম
তেমন॥ ঈশ্বর উদ্দেশে ধনী করি ধন্যবাদ। মঙ্গলাচরণ
করে পরম আহ্লাদ॥ দরিদ্র দুঃখিত যত আছিল নগরে।
বহু ধন বিতরণ করিল স্বকরে॥ রাজ পুত্র হামালার তোষের
কারণ। পত্র লিখে দৈত্যকরে পাঠায় তখন॥ পরে কামি-
নীর কর করিয়া ধারণ। সুমিষ্ট বাক্যেতে তার তুষিলেন
মন॥ যেইরূপ ঘটেছিল অরণ্য মাঝারে। যে রূপে দৈ-

তোর দশা হয়েছিল তারে ॥ যেই হেতু মহাম্মুদার বিবাহ করিল। যেই রূপে বকাওলি পুষ্প হরেছিল ॥ আদিঅন্ত বিবরণ কহিল বিশেষ। বকাওলি পুষ্প তারে দেখাইল শেষ ॥ হেরিয়া কামিনী হৈল অতি চমৎকার। বলে সামান্যতঃ নহে ক্ষমতা তোমার ॥ রাজপুত্র অঙ্গীকার করিয়া স্মরণ। বিবাহ করিয়া তায় করিল পালন ॥ সেই স্থানে কিছু দিন থাকি নানা সুখে। হাস্য পরিহাসে নাশে ভ্রমণের দুঃখে ॥ এক দিন কারাধ্যক্ষ করি যোড়পাণি। রাজপুত্র সন্নিধানে কহে মৃদুবাণী ॥ যত কারারুদ্ধ জনে আপনি কৃপায়। বন্ধন হৈতে মুক্ত করে দিলেন বিদায় ॥ কিন্তু পূর্ব্বস্থান বাসী রাজপুত্রগণে। সর্ব্বস্ব খেলায় হারি আছয়ে বন্ধনে ॥ তাঁদিগের পক্ষে যাহা হয় অনুমতি। সেই মত করি তবে তাহাদের গতি ॥ শুনি রাজপুত্র কিছু করি বিবেচনা। তাহারা সমীপে গিয়া কহিল মন্ত্রণা ॥ যে মতে আমারা জানি কহি চারি জনে। যদ্যপি বাসনা থাকে যাইতে সদনে ॥ উরুদেশে লহ ছাপ লিখি মম নাম। আমারার আছিলাম চিহ্নিত গোলাম ॥ তবে সবে গৃহে যাবে লয়ে যত ধন। নতুবা থাকিবে বদ্ধ যাবৎ জীবন ॥ শুনি নৃপাত্মজগণ করে বিবেচনা। সদয়া হইল কন্যা বিনা উপাসনা ॥ কি দোষ তাহাতে দিলে উরুদেশে ছাপা। বসনে গোপনে সদা রহিবেক ছাপা। বিশেষ আমরা হই রাজার নন্দন। কেবা দেখিবেক বল খুলিয়া বসন ॥ পরামর্শ পরস্পর করিয়া বিস্তর। সম্মতি হইল ছাপ লইতে সত্বর ॥ মিত্র কহে না বুঝিয়া হইলা স্বীকার। শেষে যা ঘটিবে পরে হইবে প্রচার ॥

অথ তাজলমলুকের ভ্রাতৃগণকে কারামুক্ত
করিয়া ছলে পুষ্প প্রদান করা এবং
মহারাজার চক্ষু আরোগ্য হওয়া।।

পয়ার। স্বীকৃত হইল যদি রাজপুত্রগণ। রসবংশ ছাপা দিতে করে আহরণ।। লৌহময় ছাপা করি অনলে দহন। উরুদেশে নবাদার দিলেক তখন।। তদন্তরে সকলের বরি ফিরে দিয়া। স্বদেশে যাইতে দিল বিদায় করিয়া।। তদবধি ভর্টেকে আসি নৃপপুত্রগণ। আপন জাহাজে সবে করে আহোহন।। এখানে রসিকরাজ ভাবিছে বসিয়া। কি ফল আমার আছে এ পুষ্প লইয়া।। ছল ক্রমে এই পুষ্প দিব ভ্রাতৃগণে। আরোগ্য হবেন রাজা এ ফুল পরশনে।। আমার বিলম্ব আছে যাইতে ভবন। কাজ ক্ষেপে নষ্ট কষ্ট পাবেন রাজন।। এই স্থির করি বীর যায় যোগীবেশে। পুষ্প লয়ে চলে ভ্রাতৃগণের উদ্দেশে।। নগর সাগর তীরে আসিয়া সত্বরে। চাই গোলেবকাওলি বলে উচ্চৈঃস্বরে।। শুনি রাজপুত্রগণ হয়ে চমৎকার। বলে পুষ্প আন দেখি কি গুণ উহার।। যোগিবর বলে দেখ দেখ মহাশয়। এ পুষ্প পরশনে অন্ধ অক্ষি যুক্ত হয়।। শুনিয়া সকলে অতি সানন্দ হইয়া। অন্ধ এক নাবিকেরে আনি ডাকাইয়া।। পুষ্পের পরীক্ষা হেতু কহে যোগীবরে। মোচন করহ ব্যাধি হেরিব গোচরে।। শুনি দিগম্বর অতি হইয়া হরষ। তাহার নয়নে পুষ্প করিল পরশ।। পুষ্প পরশনেতে চক্ষু হৈল পুনর্ব্বার। হেরি রাজপুত্রগণ হয় চমৎকার।। বলে কি লইবে বল এ পুষ্পের মূল্য। যোগী বলে লব হীরা মম ভারতুল্য।। শুনি চারি জন বলে এ বেটা পাগল। মারি কাড়ি লও পুষ্প বিভূতি বালক।। আজ্ঞামাত্র ভৃত্যগণ সত্বরে যাইয়া। কুসুম কাড়িয়া লয়ে দিল তাড়াইয়া।। স্বস্থানে প্রস্থান

তবে কন্যে যুবরাজ। মনে ভাবে কোন ক্রমে সিদ্ধ হৈবে কায॥ পরে নৃপাত্মজগণ প্রফুল্ল অন্তরে। স্বদেশ যাইতে আর বিলম্ব না করে॥ আপন পিতার আজ্ঞা করি আগমন। শুভ সমাচারে তোপ দাগে অগণন। দূত গিয়া সমাচার কহিল নরেশে। রাজপুত্রগণ সদা আইলেন দেশে॥ শুনি রায় আনিলেন বকাওলি ফুল। শুনি অকূলেতে নৃপ পাইলেন কুল॥ মঙ্গল চরণ কর রাজা আজ্ঞা দিল। শুনিয়া প্রত্যেক ভৃত্য প্রবৃত্ত হইল॥ বারিপূর্ণ স্বর্ণ ঘট অতি মনোহর। সারি সারি রাখে রাম পুষ্করের উপর॥ তদুপর আম্রশাখা করিল স্থাপন। দুই পার্শ্বে রম্ভাতরু করিল রোপণ॥ এই মত কত হৈল মঙ্গলাচরণ। বাটী প্রবেশিল আসি রাজপুত্রগণ॥ পিতার চরণে করিলেক প্রণিপাত। আশীর্বাদ করে রাজা শিরে দিয়া হাত॥ যেই মাত্র বকাওলি পুষ্প আনাইয়া। নৃপ চক্ষে দিল চিন্তামণিরে চিন্তিয়া॥ পুষ্প স্পর্শ মাত্র চক্ষু পাইল নরেশ। যেন লৌহ স্বর্ণ হৈল পরশি পরেশ॥ কহিছে সার্থক পুত্র তোমারা জন্মিলে। অসাধ্য সাধিয়া লোকে সুখ্যাতি রাখিলে॥ পুত্রং পুত্র ছিল পূর্ব জন্মার্জিত। অতএব পেয়েছি চারি পুত্র গুণান্বিত॥ এইরূপ করি ভূপ পুত্রে সমাদর। মনানন্দে এই আজ্ঞা দিল নরবর॥ যত প্রজা আছে মম রাজ্যের ভিতর। এক বর্ষাবধি কেহ নাহি দিবে কর॥ সতত সানন্দে রবে না হইবে ম্লান। সকলের বাটী হবে নৃত্য বাদ্য গান॥ বৎসর অবধি সবে রবে এই ভাবে। ব্যয়জন্য ধন রাজকোষ হইতে পাবে॥ রাজ্য ব্যাপি এই আজ্ঞা হইল প্রচার। প্রজাগণ আরম্ভিল আনন্দ ব্যাপার॥ কোথাও মৃদঙ্গ বাজে বীণা মনোহরা। স্থানে স্থানে সপ্তস্বরে বাজে সপ্তস্বরা॥ কালোয়াত কাওয়াল কথক টপ্পাবাজ। তম্বুরা ধরিয়া সবে দিতেছে আওয়াজ॥ ঝিঝিওয়ালি বাই কত নাচে স্থানে স্থানে। শ্রোতাগণ বসে

রঙ্গে ধরিতেছে তান। নানা তালে নাচিতেছে যতেক সুন্দরী। ঘোমটা ছেকা কার্বা পোস্তা কাওয়ালি ঠুমরি।। খেয়াং খেলা বাটা টী তবলার চাটি। কোটি কোটি নটী নাচে পরিধান সাটী।। কোথা রণবাদ্য বাজে হতেছে কাওয়াজ। কোথা পেশানা পোটি বাজি নাচিছে ইংরাজ।। কোথা বা আর্গিনে বাজে বিলাতের বোল। আনন্দ উৎসবে সবে করে মহারোল।। মহানন্দে আছে সব সব প্রজাবর্গ। নরাতল হৈল যেন অদ্বিতীয় স্বর্গ। এইরূপে সহরেতে সদা হয় ধুম। পাত্রীর যাইয়া নিদ্রা তাজাইল ঘুম।।

অথ বকাওলির নিদ্রাভঙ্গে আক্ষেপ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল কাওয়ালি।

বলনা বলনা সখী কি করি উপায়। সদা মন
উচাটন একি হলো দায়। নাহি জানি কোন
জন, হরিল আমার মন, স্থির নহে এক ক্ষণ
না হেরে তাহায়।।

ঝম্পক। এখানে পরেতে শুনহ রঙ্গ। বকাওলির হলো নিদ্রাভঙ্গ।। হঠাৎ অঙ্গুলি হেরিয়া ধনী। চিন্তিত অন্তর হৈল তখনি।। আমার অঙ্গুরি লইয়া হরি। রেখেছে কাহার বদল করি।। পুনঃ বক্ষস্থলে ফিরিয়া চায়। দেখিতে আপন হারে না পায়।। মৌন হয়ে রামা ভাবে তখন। গৃহেতে আইল কেমন জন।। ঘুমের ঘোরেতে হার অঙ্গুরী। পরিবর্ত করি করিল চুরি।। চোর বা তাহারে কেমনে বলি। কাল বায়ু ভরে যাইত চলি।। এতেক রজনী ঘরেতে ছিল।। কি

জানো সে সব নাহিক নিল ॥ চোরের সমস্ত ধনের আশ। না
করিল কেন তাতে প্রয়াস ॥ হারের গঠন হেরিয়া তবে। মন-
েতে ভাবিল মনুষ্য হবে ॥ তাহা না কেমনে বলিব তারে।
তবে কি এখানে আসিতে পারে ॥ চারি দিগে আছে দৈত্য
প্রহরী। শূন্য রক্ষা করে যতেক পরী। ভাবয়ে সামান্য ন-
হেত সেই। এমত স্থানেতে প্রবেশে যেই ॥ কি জাতি হইবে
দেব কি নর। গন্ধর্ব্ব অপ্সর যক্ষ কিন্নর ॥ যে জন সে জন
হউক মেনে। চোর নৈলে মন হরিল কেনে ॥ না জানি সে
জন কি গুণ জানে। বিকল করিল বালার প্রাণে ॥ আগার
স্বরূপ শরীর মম। মন ছিল তাহে রতন সম ॥ সে ধন লইল
কি রূপ করি। ছিলাম নিদ্রায় কেমনে ধরি ॥ নিদ্রাভঙ্গ যদি
হতো তখন। তবে কি হরিতে পারিত মন ॥ কি বলিব ছিল
ঘুমের ঘোর। নৈলে বুঝিতাম কেমন চোর ॥ প্রেম রজ্জু
দিয়া বান্ধিয়া তারে। রাখিতাম ধরি যেতে কি পারে ॥ ক-
রিয়া বন্ধ হৃদি কারাগারে। সমুচিত দণ্ড দিতাম তারে ॥ এ
দুঃখের কথা কহিব কায়। কেবা আছে আনি দিবে তাহায় ॥
কি করি উপায় না জানি কিছু। মম অদৃষ্টে কি হইবে
পিছু। কে কহিতে পারে তার কি নাম। কি জাতি কি রূপ
কোথায় ধাম ॥ ভাবিয়া কিছুই না পাইল কূল। কেমনে
পাইবে ইহার মূল। কি হইবে চিন্তা করি অবশেষ। বিধাতা
জানেন যা হবে শেষ ॥ কামিনী এতেক ভাবিয়া পরে।
আপন মনেতে ধৈরয ধরে ॥ উদ্যানে আসিয়া হউজে চায়।
বকাওলি ফুল না দেখে তায় ॥ বিস্ময় হইয়া ভাবিছে মনে।
কেবা লয়ে গেল পুষ্প রতনে ॥ যে জন এমন চুরি করিছে।
নিশ্চিত এ ফুল সেই হরেছে ॥ ভাল হলো এবে পেলেম
ছল। চোর ধরিবারে বাড়িল বল ॥ ছলে রাগ তবে করিয়া
ধনী। প্রহরী বলিয়া তবে করিল ধ্বনি ॥ হামলা শুনিয়া সভয়
হয়। অমনি আইল কাঁপে হৃদয় ॥ কামিনী গর্ব্বিত নেত্রকে

কর। কিঞ্চিৎ মনেতে নাহিক ভয়॥ এতেক রক্ষক উদ্যানে থাক। কেবা আসে যায় তত্ত্ব না রাখ॥ গোলেবকাওলি হয়েছে চুরি। ইহাতে তোদের আছে চাতুরী॥ কৈসে কার সাধ্য প্রবেশ করে। অনায়াসে আসি এ ফুল হরে॥ সম্প্রতি আপন কল্যাণ চাহ। চোর অন্বেষণে এখনি যাহ॥ আন সেই চোরে যেখানে পাবে। নতুবা সবার পরাণ যাবে॥ পিতারে কহিয়া দেওয়াব তবে। একে একে শূলে চড়াব সবে॥ শুনিয়া হামলা কাঁপিছে ডরে। নিবেদিল যোড় করিয়া করে॥ আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রয়ে। আছি এ উদ্যানে রক্ষক হয়ে॥ তাহাতে না জানি কেমনে করে। আমি বকাওলি লইল হরে॥ মিত্র কহে ধনী মনানুরোধে। ক্ষম হামলায় সম্বর ক্রোধে॥ যদি মন চোর ধরিতে চাও। সখী সঙ্গে লয়ে আপনি যাও॥

অথ বকাওলি এবং সেমনক পুষ্প চোর অন্বেষণে গমন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

বল গো সজনী কোথা পাব সেই জন। যে জন হলেতে মন করেছে হরণ॥ বিলম্বে কি প্রয়োজন, চল করি অন্বেষণ, যথা লয়ে যাবে মন, করিব গমন॥

পয়ার। বকাওলি বিবেচিয়া ত্যজি নিজ রোষ। ক্ষমা করে হামালায় জানিয়া নির্দোষ। সেমনক নামে সখী প্রিয়তমা অতি। সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা বিচক্ষণমতি॥ ডাকিয়া

অন্যো সে সব নাহিক নিল ॥ চোরের সতত ধনের আশ। না করিল কেন তাহে প্রয়াস ॥ হারের গঠন হেরিয়া তবে। মনেতে ভাবিল মনুষ্য হবে ॥ তাহা না কেমনে বলিব তারে। তবে কি এখানে আসিতে পারে ॥ চারি দিগে আছে দৈত্য প্রহরী। শূন্য রক্ষা করে যতেক পরী। ভাবয়ে সামান্য সঙ্কেত নেই। এমত স্থানেতে প্রবেশে যেই ॥ কি জাতি হইবে দেব কি নর। গন্ধর্ব্ব অপ্সর যক্ষ কিন্নর ॥ যে জন সে জন হউক মেনে। চোর নৈলে মন হরিল কেনে ॥ না জানি সে জন কি গুণ জানে। বিকল করিল বালার প্রাণে ॥ আগার স্বরূপ শরীর মম। মন ছিল তাতে রতন সম ॥ সে ধন লইল কিরূপ করি। ছিলাম নিদ্রায় কেমনে ধরি ॥ নিদ্রাভঙ্গ যদি হতো তখন। তবে কি হরিতে পারিত মন ॥ কি বলিব ছিল ঘুমের ঘোর। নৈলে বুঝিতাম কেমন চোর ॥ প্রেম রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া তারে। রাখিতাম ধরি যেতে কি পারে ॥ করিয়া বন্ধ হৃদি কারাগারে। সমুচিত দণ্ড দিতাম তারে ॥ এ দুঃখের কথা কহিব কায়। কেবা আছে আনি দিবে তাহায়॥ কি করি উপায় না জানি কিছু। মম অদৃষ্টে কি হইবে পিছু ॥ কে কহিতে পারে তার কি নাম। কি জাতি কি রূপ কোথায় ধাম ॥ ভাবিয়া কিছুই না পাইল কূল। কেমনে পাইব ইহার মূল ॥ কি হইবে চিন্তা করি অবশেষ। বিধাতা জানেন যা হবে শেষ ॥ কামিনী এতেক ভাবিয়া পরে। আপন মনেতে ধৈরয ধরে ॥ উদ্যানে আসিয়া হউজে চায়। বকাঅলি ফুল না দেখে তায় ॥ বিস্ময় হইয়া ভাবিছে মনে। কেবা লয়ে গেল পুষ্প রতনে ॥ যে জন এমন চুরি করিছে। নিশ্চিত এ ফুল সেই হরেছে ॥ ভাল হলো এবে পেলেম ছল। চোর ধরিবারে বাড়িল বল ॥ হলে রাগ তবে করিয়া ধনী। প্রহরী বলিয়া তবে করিল ধ্বনি ॥ হামলা শুনিয়া সভয় হয়। অমনি আইল কাঁপে হৃদয় ॥ কামিনী গর্জ্জিত সে চণ্ডে

কয়। কিঞ্চিৎ মনেতে নাহিক ভয়॥ এতেক রক্ষক উদ্যানে থাক। কেবা আসে যায় তত্ত্ব না রাখ॥ গোলেবকাঅলি ক রেছে চুরি। ইহাতে তোদের আছে চাতুরী॥ নৈলে কার সাধ্য প্রবেশ করে। অনায়াসে আসি এ ফুল হরে॥ যদ্যপি আপন কল্যাণ চাহ। চোর অন্বেষণে এখনি যাহ॥ আন সেই চোরে যেখানে পাবে। নতুবা সবার পরাণ যাবে॥ পিতারে কহিয়া দেখাব তবে। একে একে শূলে চড়াব সবে॥ শুনিয়া হামলা কাঁপিছে ডরে। নিবেদিল যোড় করিয়া করে॥ আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রয়ে। আছি এ উ-দ্যানে রক্ষক হয়ে॥ তাহাতে না জানি কোন জনে। আসি বকাঅলি লইল হরে॥ মিত্র কহে বলী মর্যানুরোধে। ক্ষম হামলায় সম্বর ক্রোধে॥ যদি মন চোর ধরিতে চাও। সখী সঙ্গে লয়ে আপনি যাও॥

অথ বকাঅলি এবং সেমনক পুষ্প চোর অন্বেষণে গমন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ

বল গো সজনী কোথা পাব সেই জন। যে জন ছলেতে মন করেছে হরণ॥ বিলম্বে কি প্রয়োজন, চল করি অন্বেষণ, যথা লয়ে যাবে মন, করিব গমন॥

পয়ার। বকাঅলি বিবেচয়। ত্যজি মিত্র রোষ। ক্ষমা করে হামালায় জানিয়া নির্দোষ॥ সেমনক নামে সখী প্রিয়তমা অতি। সর্বগুণে গুণান্বিতা বিচক্ষণ মতি॥ ডাকিয়া

তাহারে মনী হইয়া খোপন। বিশেষিয়া কহিতেছে যত বিবরণ॥ শুন শুন প্রাণসখী বলি গো তোমায়। গৃহেতে ছিলাম আদ্য দিবসে নিদ্রায়॥ নাহি জানি কোন জন এসে খেলি আগারে। পরিবর্ত্ত করে নিল মম রত্নহারে॥ অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় বদল করিয়া। পরে বকাওলি পুষ্প লয়েছে হরিয়া॥ কেমনে আইল চোর না জানি কারণ। মম মন ভয় কেন এত উচাটন॥ উদ্যানে রক্ষকগণ আছয়ে বিস্তর। কেমনে আইল বল গৃহের ভিতর॥ দ্বারপালগণে জিজ্ঞাসিলে নাহি বলে। নাহি জানি বলে করে শপথ সকলে॥ তাহার পর্শেতে তনু হয়েছে বিকল। না হেরিয়া তারে তনু হতেছে চঞ্চল॥ না জানি কি গুণে মম করিয়া হরণ। চাতুরী করিয়া কেবা করিল গমন॥ সে জনে কেমনে বল পাইব এখন। তার দরশন বিনে স্থির নহে মন॥ অতএব চল দোঁহে ধরিব তাহায়। যেখানে সন্ধান পাব যাইব তথায়॥ শুনি সেনমন্দ সখী বলে শিহরিয়া। এমন উন্মত্তা হলে কাহার লাগিয়া॥ না দেখে এমন দশা হয়েছে তোমার। না জানি দেখিলে হতো কি মত প্রকার॥ কেমনে দুজনে যাব হয়ে জেতে নারী। বিদেশেতে কুলবালা হয়ে যেতে নারী॥ যদ্যপি যাইতে তব একান্ত মনন। পুরুষের বেশে চল করিব গমন॥ এই পরামর্শ দোঁহে নিশ্চয় করিয়া। পুরুষের বেশভূষা আনন্দে ধরিয়া॥ মনোহরা মনোহর হইয়া তখন। অঙ্গরীকে দোঁহে করে শূন্যে ভ্রমণ॥ নানা দেশবিদেশ করিয়া পর্য্যটন। শেষে এক নগরেতে করিল গমন॥ অধিক আশ্চর্য্য দেখে আসি সেই রাজ্য। নীতবোধ্য বিনা কেহ নাহি অন্য কার্য্য॥ তাহা হেরি বকাওলি আলি প্রতি কয়। ভ্রমিলাম অনেক দোঁহে নানা দেশচয়॥ কোথাও না হেরিলাম এমন ব্যাপার। জানিলেন তথা আছে উচিত ইহার॥ সখী সহ এই যুক্তি করি নির্দ্ধারিত শহরের,

প্রান্তভাগে হৈল উপনীত ॥ ক্রমে ক্রমে নগরেতে করিয়া প্রবেশ। নাগরীয় প্রজাগণে জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥ কিবা চমৎ-কার হেরি আসি এ শহরে। সদানন্দ গানবাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে ॥ বালক বৃদ্ধ যুবাদি আছে যত জন। আহ্লাদ সাগরে মগ্ন আছে জনে জন ॥ নগরের কিবা নাম কি নাম রাজার। কি কারণে অহরহ এই ব্যবহার ॥ শুনি প্রজাগণ কহে কর প্রবিধান। খ্যাত আছে এই দেশ নামে শর্কস্তান ॥ জৈনলমলুক হয় নৃপতির নাম। ভূপতির চারি পুত্র অতি গুণধাম ॥ দৈবযোগে অন্ধ হয়েছিলেন রাজন। তাহে অতি ম্লানমতি হয়ে পুত্রগণ ॥ চারি জনে কতদিনে ভ্রমি নানা দেশ। বকাঅলি পুষ্প আনি করেছে বিশেষ। তারা চক্ষু পেয়ে রাজা আনন্দ অপার। স্বরাজ্য ব্যাপিয়া আজ্ঞা করিল প্রচার ॥ রাজ্যের মধ্যেতে আছে যত প্রজাগণ। বর্ষাবধি সদানন্দে রবে সর্ব্ব জন ॥ ইহাতে প্রজার যত কার্য্য ব্যয় হবে। অনিবার রাজার ভাণ্ডার হতে লবে ॥ সেই হেতু নগরেতে সদা নৃত্যগীত। নগরীয় প্রজা যত পুলকে পূর্ণিত ॥ এ সব বৃত্তান্ত শুনি নৃপতির সুতা। অকূলে পাইল কূল মনে হর্ষযুতা ॥ সখীরে সম্ভাষ ভাষে সহাস্যবয়ান। বিধি সানুকূল হয়ে দিলেন সন্ধান ॥ ত্বরায় চলহ যাই ভূপের ভ-বন। রাজপুত্রগণে হেরি স্থির করি মন ॥ এতবলি নৃপবালা সখীর সহিত। রাজার নিকটে আসি হইল উপনীত ॥ রীতি মত প্রণিপাত করিয়া চরণে। করযোড়ে দাণ্ডাইয়া কহে দুই জনে ॥ পশ্চিম প্রদেশে হয় আমাদের বাস। চাকরী ক-রিতে মনে আছে অভিলাষ ॥ যদ্যপি সদয় হয়ে করেন নিযুক্ত। আমারা সকল কর্ম্মে হই উপযুক্ত ॥ শুনিয়া মিনতি রাজা করিয়া বিশ্বাস। রূপে মুগ্ধ হয়ে দোঁহে করেন আশ্বাস ॥ আমার নিকটে তবে থাক দুই জন। যথাযোগ্য মাসে মাসে পাইবে বেতন ॥ অন্য কোন কর্ম্ম আর করিতে না হবে।

দুঃখ সব ॥ করো না ছলনা বলনা কি করি। সহে না যাতনা ভাবনাতে মরি ॥ কেমনে সে জনে বল পাব কবে। বিদেশে কি শেষে কোথা সার হবে। শুনি সখী কহে পাবে সেই জনে। থাক এখানেতে স্থির করি মনে ॥ সদা উমাচরণেতে রাখ মন। তব কর্ম্ম তবে হইবে সাধন ॥

অথ তাজলমলুকের আজ্ঞা এবং মহলদার সহিত স্বদেশ গমন ও সাড়ী প্রস্তুত করণ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। এইরূপ বকাবলি, ছদ্মবেশে নৃপে ছলি, রহিলেন হইয়া গোপন। মনে এই অভিলাষ, করে পূর্ণ হবে আশ, আশা পথ করে নিরীক্ষণ ॥ এখানেতে যুবরাজ, ত্যজিয়া যোগীর সাজ, আয়রার নিকটে আসিয়া। কহে যত বিবরণ, যেইরূপে পুষ্প ধন, ভ্রাতৃগণে দিলেন ছলিয়া ॥ দেশে যাইবার তরে, সচেষ্ট হইয়া পরে, প্রেয়সীগণেরে হাসি কয়। এই অভিপ্রায় মনে, তোমাদের দুই জনে, লয়ে যাব আপন আলয় ॥ শুনিয়া সুন্দরীগণ, প্রফুল্ল হয়ে তখন, বলে নাথ তবাধিনী হই। তব প্রতি দেহ মন, করিয়াছি সমর্পণ, তব ইচ্ছা ছাড়া কভু নই ॥ তব সুখে হই-সুখী তব দুঃখে হই দুঃখী, আছে মাত্র কায়ার প্রভেদ। তবে যদি অনুমতি, সেই আমাদের গতি, প্রাণ দিতে নাহি করি খেদ ॥ বুঝিয়া নারীর মন, পরে নৃপতি নন্দন, ভৃত্যগণে করিল আদেশ। কর সব আয়োজন, আছে কিছু প্রয়োজন, যাইতে হইবে নিজদেশ ॥ আজ্ঞামাত্র ভৃত্য সবে, ত্বরান্বিত হয়ে তবে, জাহাজাদি আনয়ে ত্বরায়। বজরা পিনাশ কোটী, জাহাজের সঙ্গে জোটে, ডাউলে পানসি

জগণন ॥ মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত, গাড়ি পাল্কি শত শত, আয়ারা ভবনে যত ছিল। মণিমুক্তা আদি ধন, করিয়া অতি যতন, ক্রমে সব জাহাজে তুলিল ॥ শুভ ক্ষণ করি স্থির, মনের আনন্দে বীর, দুই নারী সঙ্গেতে লইয়া। আয়ারার সহ বাসী, লয়ে যত দাস দাসী, জাহাজেতে উঠিলেন গিয়া ॥ অনিবার উঠে রোল, কি কব তাহার গোল, চলে অতি হয়ে বেগবান ॥ ছাড়াইয়া কত দেশ, আসি তবে অবশেষ, উপনীত হৈল শর্কস্তান ॥ তথা আসি নিজ ধাম, তটে উঠি গুণধাম, কহিলেন নাবিক সকলে। যাব আমি কোনস্থানে, রহ সবে সাবধানে, যদবধি না আসি এ স্থলে ॥ সবে বলি এ ভারতী, পরে রাজার সম্প্রতি, গিয়া কানন বিপুলে। অতি করি অন্বেষণ, হয়ে অতি কষ্ট মন, উপনীত [illegible] চুলে ॥ তখনি [illegible], দশ দিক অন্ধকার, করি এলে [illegible] যুবতী। সঙ্গে জগণন দৈত্য, বলে শুন নৃপপতে, কি করিব কর অনুমতি ॥ তাজলমলুকয়, শুন কহি সুনিশ্চয়, মম এই আছে অভিলাষ। বকাঅলি সম তুল্য, উদ্যান কর অমূল্য, সেইরূপ নির্ম্মাও সকাশ ॥ সেইরূপ বৃক্ষশোভা, পশুপক্ষি মনোলোভা, সরোবর হবে নির্ম্মাইতে। শুনি যত দৈত্যগণে, দশ দিগে জনে জনে, গেল দ্রব্য যোটনা করিতে স্বর্ণখানে কোন জনে, কেহ মুক্তা অন্বেষণে, কেহ গেল আনিবারে মণি। জিনিয়া মনের গতি, যেয়ে স্বরান্বিত অতি সব দ্রব্য আনিল অমনি ॥ ভ্রমি নানা উপবন, আনি নানা বৃক্ষগণ, উদ্যানেতে করিল রোপণ। যত রেল চতুর্ভিত, সুবর্ণে করে নির্ম্মিত, সেইরূপ সেতের গঠন ॥ তার মধ্যে সে প্রকার, গড়িল সুন্দরাকার, মণি মুক্তা প্রবালে খচিত। সেই রূপ মনোহর, মধ্যে শোভে সরোবর, হংসহংসী নীরে শোভান্বিত ॥ সেই মত পশু যত, পক্ষিগণ নানামত, আনিয়া রাখিল শোভা করি। এরূপ হৈল নির্ম্মাণ, [illegible]না।

হয় জ্ঞান, হেরিলে মনেরে লয় হরি।। পরে স্থানে স্থানে কত, নিকেতন অবিরত, দৈত্যগণে নির্ম্মিল নগর। প্রস্তরে নির্ম্মিত পথ, শ্বেত পীত নানা মত, করিলেক প্রকাণ্ড শহর॥ কর্ম্ম শেষ হইলে পরে, তারা যত দৈত্যবরে, রাজপুত্র দিলেন বিদায়। মনে হয়ে হরষিত, নৃপসুত ত্বরান্বিত, তাহাদের সমীপেতে যায়॥ যত লোক ছিল সঙ্গে, সকলে লইয়া রঙ্গে, চলিলেন অতিনবালয়। সঙ্গে যত সহচরে, মঙ্গল আচার করে, সর্ব্ব দ্রব্য সঙ্গে করি লয়॥ অন্তরে হয়ে উল্লাস, রাখিয়ে আপন বাস, মহাসুখে রহয়ে তথায়। এই চিন্তা সদান্তরে, প্রজা নাহি এ নগরে, কি করিব ইহার উপায়॥ এত ভাবি মনে মনে, আজ্ঞাকিল দূতগণে, প্রচারকরিতে স্থলে স্থলে। এই রাজ্যে যত জন, প্রজা হইবে স্থাপন, নানা ধন দিব সে সকলে॥ নিস্তারে করিবে বাস, না থাকিবে কোনত্রাস, বাস স্থান পাবে মনোনীত। মিত্র আসিয়া নিকটে, কহে পরামর্শ বটে, নূতন রাজার এই নীত॥

অথ রাজপুত্রের নূতন নগরে প্রজার বসতি।

পয়ার। শর্কস্তান অধিবাসি দুঃখিত জন যত। সেই বনে আসি কাষ্ঠ কাটে অবিরত॥ বিক্রয় করিয়া পরে কইয়া নগর। তাহে পরিবার সহ দিন পাত করে॥ কুমারের এক জন দূত্য এক দিন। সে সবার কাছেতে আসিয়া দৈবাধীন॥ কহে কি কারণ কর এ প্রকার ক্লেশ। যাহা বলি কর না রাজ্যের দুঃখক্লেশ॥ আমাদের ভূপতির নগরে আসিয়া। সুখে বাস কর সব দুঃখ বিনাশিয়া॥ ভূপতির অনুমতি আছয়ে প্রকাশ। নানা ধন পাবে রাজ্যে যে করিবে বাস॥ ধনভির গৃহ পাবে অতি মনোহর। সুখেতে করিবে

পশ্চাৎ হউক যাহা ভাগ্যেতে আমার॥ ইহা মনে ভাবি রাজমন্ত্রী সন্নিধানে। জানাইল সবিশেষ বিহিত বিধানে॥ শুনি মন্ত্রীবর তবে নিশাচরে কয়। প্রজাগণ যায় কোথা জানহ নিশ্চয়॥ ইহার কারণ নাহি জানিয়া কি রূপে। এই সমাচার গিয়া জানাইব ভূপে॥ অতএব কোতোয়াল এই সে উচিত। জানিয়া আইস অগ্রে ইহার নিশ্চিত॥ মন্ত্রীবাক্যে নিশাচর সন্ধান জানিয়া। অচক্ষে দেখিয়া আসে কাননেতে গিয়া॥ পরে ফির আসি কহে শুন মন্ত্রীবর। আশ্চর্য্য হেরেছি গিয়া অরণ্য ভিতর॥ মনোহর উদ্যান এক সুবর্ণে রচিত নানাবিধ বৃক্ষ তাহে ফলেতে শোভিত॥ তাহার মধ্যেতে এক আছে নিকেতন। মণি মুক্তা মাণিক্যেতে হয়েছে শোভন॥ চতুঃপার্শ্বে তার আছে অপূর্ব্ব শহর। স্থানে স্থানে কত শত আগার সুন্দর॥ না জানি কে আসি তথা করিলেন বাস। অপরূপ শোভা তাতে হয়েছে প্রকাশ॥ প্রজাগণ এই রাজ্য ত্যজিয়া সংপ্রতি। সেই স্থানে গিয়া সবে করিছে বসতি॥ মন্ত্রী কহে আমি কিছু না বুঝি তদন্ত। অল্পদিনে কেবা হেন হৈল ভাগ্যবন্ত॥ নিশাচর কহে মন্ত্রী আশ্চর্য্য কেমনে। ঈশ্বরের অসাধ্য কি আছে ত্রিভুবনে॥ অপাঙ্গেতে ত্রিভুবন যে জন সৃজিল। পবন তপন যার আজ্ঞা নিয়োজিল॥ হইলে তাহার ইচ্ছা পুরুষ স্ত্রী হয়। রমণী পুরুষ হয় এ কথা নিশ্চয়॥ কোন তুচ্ছ তাঁর কাছে ইহা কোন ছার। কহি শুন বলি এক প্রমাণ তাহার॥ মন্ত্রী কহে কোতোয়াল বলহ স্বরূপ। কেমনে রমণী হৈল পুরুষের রূপ॥

অথ রমণী পুরুষ হইবার ইতিহাস।

কোটাল কন্যা [illegible] তামস্ত্রী।

রাগিণী কামদ মল্লার। তাল জলদ তেতালা।

অনিত্য জীবেতে তত্ত্ব কি জানিবে তাঁর।
ব্রহ্মাদি আমার যাঁর মুক্ত আছে অনিবার॥ কে
পায় তাঁহার মর্ম্ম, সকলি তাঁহার কর্ম্ম, লোকে
বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিন্তু নাহি জানে সার॥ গুণা-
তীত গুণময়, তারি কুলাচারে হয়, বিশ্বের আ-
ধার॥ অনন্ত শক্তি আছে তাঁর, তিনি সে জা-
নেন সার, ইচ্ছাক্রমে যে কল্পে, সৃজন হলো
সংসার॥

পয়ার। পূর্ব্বেতে আছিল এক গুণ নরপতি। সুখেতে
করিত রাজ্য বিচক্ষণ অতি॥ এক সীমন্তিনী তার সবে প্রিয়-
তমা। সর্ব্বগুণে গুণবতী রূপে অনুপমা॥ কিন্তু এক দুঃখে
সদা দুঃখিত নৃপতি। কন্যা বিনা নাহি আর আছিল সন্ততি॥
কন্যা সন্তানেতে নৃপ কলঙ্ক ভীত। কনিষ্ঠা কামিনী পরে
হইল গর্ভবতী॥ শুনিয়া সক্রোধ রাজা করে অঙ্গীকার।
এই গর্ভে হেরি যদি কন্যা পুনর্ব্বার॥ সভাজন সবাকারে
করিয়া সংহার। অরণ্যে যাইব রাজ্য ত্যজিয়া সংসার॥ নৃপ
আজ্ঞা শুনি সবে সভয় হইল। পুত্রের প্রার্থনা পরে প্রত্যেকে
করিল॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা পরে প্রকাশ হইল। কনিষ্ঠা রা-
ণীর এক দুহিতা জন্মিল॥ সকলে চিন্তিত হয়ে ভয়েতে রা-
জার। সুপুত্র জন্মিল বলি করিল প্রচার॥ শুনি ক্ষিতিপতি
অতি হরিষ অন্তরে। নানাবিধ ধন দিতে বিতরণ করে॥ তো-
ষিল যতেক লোকে হর্ষিণী জন্মিল। সুপুত্র পাইয়ে মাত্র

রূপ ॥ দৈত্যেরে তখনি, নিবেদিল ধনী, আদি অন্ত পরিচয়। শুনিয়া তখন, যত বিবরণ, দৈত্য কন্যা প্রতি কয়॥ কি কলিব আর, দুঃখেতে তোমার, দয়া হইল অতঃপর। যত দুঃখ নাশ, হইবে নির্বাস, যাহা বলি তাহা কর। তব নারীকায়, যদ্যপি আমায়, এক বর্ষ জন্য দেহ। নাহি দ্বিধা তায়, আমি হে তোমায়, দিব পুরুষের দেহ। রাজার তনয়া, হইয়া সদয়া, সদয় দৈত্যেরে কয়। কৃপা সুপ্রকাশি, মম দুঃখ রাশি যদি নাশ মহাশয়॥ করি অঙ্গীকার, তব পুমাকার, যদি দেহ দয়া করে॥ এ স্থানে আসিয়া, নিজাঙ্গ লইয়া, ফিরে দিব সম্বৎসরে॥ এত বলি দৈত্য, করাইল সত্য, সাক্ষী করি দিবাকরে॥ নিজ অঙ্গ দিয়া, স্ত্রী অঙ্গ লইয়া, চলি গেল স্থানান্তরে। রাজার নন্দিনী, আছিল রমণী, পুরুষ হইয়া শেষে। লইয়া পুলক, প্রফুল্ল অন্তর, স্বস্থানে আসিল এসে॥ এথা লোক জনে, রাজার নন্দনে, না দেখে সন্ধান করে। দেখে অকস্মাৎ, [illegible] পরে, বসিয়াছে যুবাবরে॥ সবে বলে হায়, আছিলে কোথায়, ব্যস্ত যত বরযাত্র। বর বলে বটে, ছিলাম নিকটে, আইলাম এইমাত্র॥ যত লোক সঙ্গে, বহু লয়ে রঙ্গে, গেল কন্যা কর্তাগারে। হইল বিবাহ, বাড়িল উৎসাহ, সুরূপা হেরে কন্যারে॥ বিভাকরি শেষে, আইলেন দেশে, নৃপেরে কহিল দূত। হরষিত মন, হেরিয়া নন্দন, পুত্রবধূ সহ যুত॥ রাজারনন্দনে, হেরিয়া স্ত্রীগণে, [illegible] মনে মনে। আছিল রমণী সুধাংশুবদনী, পুরুষ [illegible] সমনে॥ রাজার তনয়, স্ত্রীগণে কয়, অরণ্যের বিবরণ। সে কথা শুনিয়া, অবাক হইয়া, চমৎকৃত নারীগণ॥ রাজপুত্র সনে, থাকয়ে কৌতুকে, রমণী পেয়ে যুবতী। কিছু দিন পরে, পরম সুন্দর, হইল এক সন্ততি॥ পরে সত্যবলে, [illegible] যে অরণ্যে, দৈত্যে ডাকি রাজসুত। নিজ নারী অঙ্গ, [illegible] সবার, তখনি হলো প্রস্তুত॥ গর্ভের সঞ্চার, আছিল

তাহার, না হইল নিজ অঙ্গ। কোতোয়াল কয়, শুন মহাশয় ঈশ্বরের এক রঙ্গ। ...রাম সার, কোন কর্ম্ম তার, ত্রিলোকে অসাধ্য আছে। ...মিত্র মন্ত্রীবরে, পাঠায় সত্বরে, জানিতে ভূপের কাছে।

... মলুকের নিকট গমন।

... কথা মন্ত্রী শুনিয়া তখন। ভূপতির সমীপেতে করিল গমন॥ কোটাল আসিয়া তায় কহিল যেমন। যোড় করে নরপরে করে নিবেদন॥ নগরের প্রান্তভাগে নিবিড় কানন। তাতে নির্ম্মিয়াছে কেবা অপূর্ব্ব ভবন কানন কাটিয়া সব করেছে নগর। রাজ্য ত্যাজি প্রজাবর্গ যেতেছে বিস্তর॥ শুনিয়া ভূপতি অতি ভাবিত অন্তরে। জানিয়া আসিতে আজ্ঞা দিল মন্ত্রীবরে॥ কেবা আসি মম রাজ্যে ...লেক বাস। বিশেষ জানহ তার কিবা অভিলাষ এ রাজ্যে আইল কেন কিবা তার নাম। প্রজা ভাবে রবে কিবা করিবে সংগ্রাম॥ শুনি মন্ত্রী বহু সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া। আপনি ... তথা সসজ্জ হইয়া॥ তাজলমলুক আছে সভায় বসিয়া। এমন সময়ে মন্ত্রী উত্তরিল গিয়া॥ পিতার প্রধান মন্ত্রী কুমার জানিয়া। বসাইল সমাদরে সভায় লইয়া॥ মিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসিল রাজার কুশল। মন্ত্রী বলে ভূপতির সমস্ত মঙ্গল॥ তদন্তর তাজলমলুকে মন্ত্রীবর। জিজ্ঞাসিল পরিচয় যুড়ি দুই কর॥ রাজপুত্র কহিলেন পশ্চিমে নিবাস। আসিয়াছি এখানে হইবে এক মাস॥ রাজার আশ্রিত প্রজা আমরা নিশ্চয়। তাহার রাজ্যেতে আসি লয়েছি আশ্রয়॥ প্রীত পাইলাম বড় তব আগমনে। কিন্তু এক বাসনা আছয়ে মম মনে॥ যদ্যপি রাজন কৃপা করি বিতরণ। বারেক করেন মমালয়ে পদার্পণ॥ মনের মানস

ভবে পরিপূর্ণ হয়। অনম সকল হয় নাহিক সংশয়॥ তৎ-পরে মন্ত্রীবরে তুষ্টির কারণ। দিলেক অনেক ধন রাজার নন্দন॥ রাজায় ভেটিতে দ্রব্য করিল প্রস্তুত। উষ্ট্র অশ্ব রথ গজ সহিত মাহুত॥ রজত কাঞ্চন মণি মুকুতা মাণিক। নানা বিধ রত্ন দিল বর্ণিতে অধিক॥ নিমন্ত্রণ পত্র এক রাজায় লিখিয়া। মন্ত্রীর সঙ্গেতে দূত দিল পাঠাইয়া॥ রাজার নিকটে মন্ত্রী করিল গমন। গেল রঙ্গে ছিল সঙ্গে যত সৈন্যগণ॥ মন্ত্রী আসি নরবরে করে নিবেদন। শুন হে রাজন কহি যত বিবরণ॥ কাননে যাইয়া হেরিলাম চমৎকার। আশ্চর্য্য উদ্যান তাহে অপূর্ব্ব আগার॥ সুবর্ণে নির্ম্মিত সেই ভবন সুন্দর। তাহাতে জড়িত কত মণি মনোহর॥ তাহে স্মর প্রায় এক পুরুষ রতন। আমারে পাইয়া বহু করিল যতন॥ নানা উপহারে ভেট দিয়াছে বিস্তর। স্বর্ণ মণি মুক্তা আদি অমূল্য প্রস্তর॥ পরে নিমন্ত্রণ পত্র পড়িয়া রাজন। স্বীকৃত হইল তথা করিতে গমন॥ সখী সঙ্গে বকাঅলি ছদ্ম বেশে ছিল। পাত্র প্রমুখাৎ সব বৃত্তান্ত শুনিল॥ মনে মনে ভাবে ধনী এই চোর হবে। ধরিব তাহারে বিধি মিলাইবে কবে॥ অরণ্য কাটিয়া সব করেছে শহর। উদ্যান করিল শুনি অতি মনোহর॥ এমন ক্ষমতা তার যদি না হইবে। দুর্গম হইতে পুষ্প কেমনে আনিবে॥ কবে সেই চোরে ধরি পূর্ণ হবে আশ। কবে তুর্কাদন বিধি করিবে প্রকাশ॥ সখী বলে বকিঅলী চাহ সেই ধন। মন প্রাণ কুক্ষ প্রতি করহ অর্পণ॥

অথ রাজার তাজলমলুকের বাটী গমন এবং পিতা পুত্রে পরিচয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী। পরদিন প্রাতঃকালে, আজ্ঞাদিল মন্ত্রী

নানাবিধ উপহারে, রাজপুত্রে ভোজন করায়। ভোজনান্তে নরবর নানামত সমাদরে, পুনরায় সভায় বসায়॥ রাজার তনয় শেষে, জিজ্ঞাসা করে সবিশেষে, সত্য মেনে স্তুতি তুষ্ট কর। কহ কহ নরপতি আপনার কি সন্ততি দয়া করি এ দাস উপর॥ ভূপাল কহেন শুন, কেন তুমি পুনঃ পুনঃ, কর এত মিনতি স্বীকার। তুমি কোন মহামতি, দয়া করে মম প্রতি, বাস কর রাজ্যেতে আমার॥ রাজার তনয় কয়, একি কথা মহাশয়, আমি তব দাস যোগ্য নই। যদি কর অনুগ্রহ, এই পরিচয় দেহ, তোমার কৃপায় ধন্য হই। শীলবান নরপতি, সন্তুষ্ট হইয়া অতি, চাহিয়া করেন প্রত্যুত্তর। এই চারি পুত্র মম, দেখ অতি নিরুপম, আছে বসি সভার ভিতর॥ পুনরপি যোড়করে, জিজ্ঞাসিল নরবরে, রাজপুত্র করিয়া বিনয়। এই চারি পুত্র বিনা, আর পুত্র আছে কিনা, বিশেষিয়া কহ মহাশয়॥ কহিছেন মহীপাল, কেন বাড়াও জঞ্জাল, ছিল এক অভাগা সন্ততি। রূপ গুণ তার যত, [illegible] জন অগোচর, দেখি নাই তাহার দুর্মতি। কেন নাম কর তার, তারে হেরে একবার, হারায়েছিলাম চক্ষুধন॥ এই চারি জন যত্নে, বকাওলি পুষ্পরত্নে, আনি আঁখি করিল মোচন॥ [illegible] পাছুয়ে শিক্ষক তার, জিজ্ঞাসা তাহারে সার, ছিলেন যত গুণাগুণ। বলিব তোমারে সত্য, আমি নাহি [illegible] কি বিদ্যায় ছিলেন নিপুণ॥ রাজপুত্র শীঘ্রগতি, ডাকাসে শিক্ষক প্রতি, কিবা কল গুণ ছিল তার। বিনয়ে [illegible] কয়, যদ্যপি মার্জনা হয়, কহিতে পারিব সার॥ [illegible] শিক্ষক প্রতি, করিলেন অনুমতি, যথার্থ কহিতে কিবা ভয়। যাহা জান সবিশেষ, না করিয়া শঙ্কা লেশ, কহ সবে শুনিব নিশ্চয়॥ শিক্ষক ভাবিয়া [illegible], অকপট বচনে কয়, নিবেদন শুন মহাশয়। [illegible] [illegible] কারে, মম বুদ্ধি অনুসারে, তাজমলুক আছে হয়॥

রাজার কনিষ্ঠ সুত, ছিল অতি গুণ যুক্ত, তোমার সমান রূপবান। সেই রূপ কলেবর, তদ্রূপ মধুর স্বর, ভিন্ন নাহি হয় অনুমান॥ ইহা শুনি তৎক্ষণাৎ, রাজপুত্র প্রণিপাত, নৃপতির চরণে করিয়া। বিনয়ে কহে সুবাণী, তব সেই কুপুত্র আমি, অন্ধ হৈয়া যাহারে হেরিয়া॥ আপন দুর্ভাগ্য জন্যে, সতত ভ্রমি অরণ্যে, হয়ে তব সেবায় বঞ্চিত। তব পদে অনুক্ষণ, করি মন সমর্পণ, আশা বাঞ্ছা হইল পূরিত॥ শুনি ভূপ চমৎকার, চক্ষে বহে প্রেমধার, স্নেহে পুলে ক্রোড়ে বসাইল। হেরি সবিস্ময় চিত্ত, সঙ্গে যত পাত্রমিত্র, চমৎকৃত হইয়া রহিল॥

অথ তাজলমলুকের ভ্রাতৃগণের [illegible] কর্ত্তৃক অপমান হওয়া॥

পয়ার। মনানন্দে মহীপাল কহেন নন্দনে। ঐশ্বর্য্য হেরিয়া তব হর্ষ হৈল মনে॥ কেমনে নির্ম্মিলে এই সুন্দর ভবন। কি রূপে পাইলে এত মাণিক কাঞ্চন॥ পশ্চাতে শুনিব এ সকল আদি অন্ত। কহ বিভা করিয়াছ কিনা এপর্য্যন্ত॥ শুনি রাজপুত্র অতি সানন্দ অন্তরে। নিবেদিল নরবরে যুড়ি দুই করে॥ মন দুঃখে নিরন্তর ভ্রমি নানা দেশ। বিবাহ করেছি দুই নারী অবশেষ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি পুলকে পূরিত। আজ্ঞা দিল পুত্রবধূ আনিতে ত্বরিত॥ হেরিয়া দোঁহার মুখ দূরে যাবে দুঃখ। অদ্য হইবেক পূর্ণ সংসারের সুখ॥ তাজলমলুক তবে অন্তঃপুরে গিয়া। কামিনীগণেরে ডাকি কহিছে হাসিয়া॥ শুন প্রিয়া তোমাদের হেরিতে নরেশ। সঙ্গে যেতে নিকটেতে করিল আদেশ॥ অতএব চল সবে যাইতে হইবে।

করিল প্রেরণ॥ সমাচার শুনি রাণী হয়ে হরষিত। তনয়ে দেখিতে তথা আইল ত্বরিত॥ রাজপুত্র মাতৃ পদে প্রণাম করিয়া। আদি অন্ত বিবরণ কহে নিবরিয়া॥ তদন্তর নরপতি হইয়া বিদায়। নিজালয়ে আইলেন লইয়া সবায়॥ বকাওলি সখী সহ করিয়া মন্ত্রণা। রাজার নিকটে গিয়া কহে দুই-জনা॥ বহুদিন দেশ ছাড়ি এসেছি এখানে। বাঞ্ছা হয় এক-বার যাইব স্বস্থানে॥ শুনিয়া ভুপতি হয়ে অতিম্লান মতি। স্বদেশে যাইতে দোঁহে দিল অনুমতি॥ অবিশ্রামে মায়া দেশ ছাড়ায়ে ত্বরিত। আপন উদ্যানে আসি হৈল উপনীত॥ হেরিয়া দোঁহারে পরে যত সখীগণ। মহানন্দে কোলাহল করে সর্ব্ব জন॥ বলে যবে গিয়াছিলা ছাড়িয়া সকলে। আশা পথ নিরীক্ষিয়া আছি এই স্থলে॥ না জানি কি জন্যে দোঁহে করিলা গমন। দিবানিশি চিন্তার্ণবে মগ্ন ছিল মন॥ অদ্যসুপ্রভাত হৈল ঘুচিল ভাবনা। ইহার বৃত্তান্ত এবে শুনিতে বাসনা॥ কথা শুনি বকাওলি সহাস্য বদন। সখী-গণে বিবরণ কহিল তখন॥ শুনি সবে চমৎকৃত হইয়া রহিল চোরের কেমন রূপ জিজ্ঞাসা করিল॥ মিত্র কহে সখী-গণ শুন সাবধানে। রাজ কন্যা তার রূপ যে রূপ বাখানে॥

অথ বকাওলি কর্ত্তৃক তাজলমলুকের রূপ বর্ণন॥

রাগ মাল কোস তাল আড়া।

যে রূপ এসেছি হেরে কহিতে না পারি তায়।
মনেতে উদয় হলে জ্ঞানশূন্য হয় কায়॥
ব্যাপি এই ত্রিসংসার, তেমন না দেখি আর,
কি রূপ সে রূপ তার, বল সখী বলা যায়। যে
হেরেছে চন্দ্রনাগরে, প্রশংসে কি সুধাকরে,

কলঙ্কী যে জন ; মনে হয় অনুমান, হেরে তার সে বয়ান, শশী হয়্যা দশখান অভিমানে শোভা পায় ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। কি কব স্বরূপ রূপ, সেরূপে নাহি স্বরূপ, কিরূপে কহিব অনুরূপ। যে রূপ যে রূপ বলে, নাহি হেরি মহীতলে, সে রূপ স্বরূপ অন্য রূপ ॥ কিবানন মনোহর, জিনি কোটি শশধর, চাঁচর কুন্তল শোভান্বিত। আঁখিকে অপার রহে, কুরঙ্গে কি আর সহে, বনে গেল হইয়া লজ্জিত ॥ অতসী কুসুম জিনি, হারিয়া নাসায় তিনি, মনদুঃখে হলেন নির্গন্ধ। নিম্ন ভাগে গোঁপতায়, মৃগচিহ্ন শোভা পায়, চন্দ্র বলি চকরীর দ্বন্দ্ব। কিবা ওষ্ঠাধর নব, জ্যোতি জিনি তপ্তস্বর্ণ, বিম্বফল রক্ত উৎপল। আহা সে দশন পাঁতি, জিনিয়া মুকুতা ভাতি, শুভ্র জিনি রজত উজ্জ্বল ॥ তাহার পাশেতে মিশি, রেখায় আছয়ে মিশি, যেন শশী মধ্যে নীলমণি। বুঝি বিধি নিজ করে, গঠেছে সে রূপ ধরে, মজাইতে কুলের রমণী ॥ কিবা আজানুলম্বিত, ভুজযুগ সুশোভিত, করে রক্ত পদ্ম শোভা করে। নাভি তার সরোবর, তাহে মৃণাল সুন্দর, রোমাবলি হৃদপদ্ম ধরে। মধ্যদেশ কিবা সরু, অতি ডরেতে ডমরু, শরণ লইল হর কর। উরুর যে ছিল তুলা, করিকর মাঝে ধুলা, সারহীন রম্ভা তরুবর ॥ পদতল নিরমল, জিনি রক্ত শত দল, মনোহর সুন্দর সে অঙ্গ। মিত্র কহে কামিনীর, হেরিলে কি প্রাণ স্থির, রতি ভ্রমে ভাবয়ে অনঙ্গ ॥

অথ বকাওলির প্রতি সখীগণের উক্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী। রূপ শুনি সখীগণে আনন্দিত হয়ে

মনে, বলে ধন্যা রাজার নন্দিনী। হেন কর্ম্ম করিবার, আর আছে সাধ্য কার, ভাগ্য বটে পেয়েছ সঙ্গিনী॥ দিয়া পুরুষের বেশে, ভ্রমি নানা দেশে দেশে, মন চোরে পরবাক্ত ধনী। সেই চোর অগ্রগণ্য, তাহে বলি ধন্য ধন্য, চোর নহে চোর চূড়ামণি॥ যে কহিলা রূপ তার, সুঠাম সুন্দরাকার, বোধ করি মনে বিচারিয়া। বুঝি নিজ করে বিধি, গঠেছে সে গুণনিধি, বহু দিন বিরলে বসিয়া॥ কি গুণ দিয়াছে তারে, কেহ না বুঝিতে পারে, অন্তরীক্ষে হরে লয় মন। যতেক চাতুরী আছে, সব তুচ্ছ তার কাছে, কভু নাহি শুনেছি এমন॥ তারে ছেড়ে কোন প্রাণে, ত্যজিয়া এলে এখানে, কেমন কঠিন তব হিয়া। হয়ে রমণীরতন, রমণীর আভরণ, পেয়ে নারী এলে কি ছাড়িয়া॥ যবে আনি এই স্থানে, মিলাইব তব সনে, তবে দূরে যাবে মন দুঃখ। করিবে এ রস কেলি, আমরা সকলে মেলি, গোপনেতে হেরিব কৌতুক॥ যতনে আনিয়া তুলে, গোলাব সেঁউতি ফুলে, জাতিযুতি বেল মল্লিকায়। মন মত গাঁথি মালা, পুরিয়া স্বর্ণের থালা, আনন্দেতে সাজাব দোঁহায়॥ আনিয়া চুয়া চন্দন, কুমকুমেতে লেপন, করিব সুগন্ধ নানা জাতি। নাগরে লইয়া সবে, কৌতুক করিব কবে, পরিহাসে পোহাইব রাতি। জ্বলন্ত যৌবনানল, সদা করিছে বিকল, শীতল হইবে বারি পানে। বৃথা ও সুন্দর অঙ্গ, না হইল পতি সঙ্গ, অঙ্গ জারে অঙ্গহীন বাণে॥ সেই নব জলধর, বারি বর্ষে নিরন্তর, জ্বালান্তর করিবে অন্তর। স্মরের শরের গর্ব্ব, সকলি করিলে খর্ব্ব, যাইবে যন্ত্রণা তদন্তর॥ হইল এত বয়স, যৌবন হতেছে শেষ, না জানিলে রতি সুখ লেশ। এ কাল বিফলে গেলে, কিবা ফল পতি পেলে, হায় কিছু না বুঝি বিশেষ॥ দীপ হইলে নির্ব্বাণ, করিলে হে তৈল দান, বল তাহে কিবা ফলোদয়। জীবন রক্ষার হেতু, লোকেতে

বান্ধয়ে সেতু, পয় গতে বাঁধেতে কি হয়। তোমারে হারালে ধন, পরে হলে সচেতন, সেখ তাহে ফল আছে গুণ। অতএব রাজনন্দ..., আর কত সবে জ্বালা, প্রাণে আসি নিতান্ত আগুন॥ সখীর শুনিয়া বাণী, ধনী মনে অনুমানি আলি প্রতি কহিছে তখন। মম এই অভিপ্রায়, পত্র এক লিখে তায়, অগ্রেতে বুঝিয়া দেখ মন॥ এত বলি চন্দ্রাননে, অতি হরষিত মনে, পত্র লিখে করিয়া যতন। মিত্র বলে যুক্তি এই, লিপির বৃত্তান্ত কই, রাজকন্যা লিখিল যেমন॥

অথ রাজ কন্যার পত্র।

তা পিতা তরুণী তব বিরহ অনলে।
জ লে জ্বলে এ যন্ত্রণা জুড়াই কি জলে॥
ল য় করি লোকলাজ লই হে শরণ।
ম ম যদি হারালয়ে মজাইলে মন॥
লু কায়ে কি লাভ লুটি লইয়া অন্তর।
ক হ কেনে কামিনীরে করিলে অন্তর॥
মো হি অহর্নিশি অতি অন্তরে আকুল।
সি কুসম নীরা শূন্য সন্তাপের কূল।
না রী নিবারিতে নারি নিদারুণ জ্বালা।
শা রীরে অঙ্গের অঙ্গ সদা দহে বালা॥
দু র্নিবার দুঃখ দলি দয়া করি দীনে।
শ তাও, এ ধর ক্ষোভ মনতা বিহীনে॥
রা খহ রসিকরাজ রমণীর মান।
শি ব স্মরি শীঘ্র আসি রক্ষ কর প্রাণ॥
ই ঙ্গিতে পদের আদ্য বর্ণ গুণধাম।
স্তি রোহিত তব নাম মম মনস্কাম॥

অথ তাজলমলুকের পত্র প্রাপ্ত হওয়া।

সুবদনী নাগরের বিশ্বাস কারণ। পত্র মধ্যে অঙ্গুরীয় করিল প্রেরণ।। সেমন্ত্র সখীরে ডাকি পত্র সমর্পিয়া। নাগর নিকটে দিল বিদায় করিয়া।। শূন্যভরে সেমনক্ক সুশীঘ্র চলিল। শর্কস্তান শহরে ত্বরিত উত্তরিল।। পুষ্পোদ্যানে রসরাজ করিছে ভ্রমণ। বকাওলি জন্য সদা মন উচাটন।। সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে মনোহর রূপ। শয়নে স্বপনে দেখে সে রূপ স্বরূপ।। পুষ্পের সৌগন্ধ্য তাহে মন্দ সমীরণ। অনঙ্গেতে অঙ্গ অতি হতেছে দাহন।। এমত কালেতে সখী সম্মুখে আসিয়া। রাজপুত্রে পত্র দিল সময় বুঝিয়া।। লিপি প্রাপ্তে রাজপুত্র অমনি খুলিল। তাহার মধ্যেতে নিজ অঙ্গুরী পাইল।। তদন্তর বিবরণ পড়িয়া কুমার। অন্তরে জ্বলিল আশা অগ্নি দুর্নিবার।। যদবধি ঘটনার না ছিল আশায়। কেবল আছিল সদা ভাবনা অপার।। এবে আশা পেয়ে আর বিলম্ব না সহে। উচাটন মন হয়ে সখী প্রতি কহে।। শুন শুন সখী তুমি যাহ শীঘ্রগতি। রাজার কন্যায় কবে আমার মিনতি।। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর পত্র দিব লিখে। সযতনে দিবে পাতি প্রিয়া প্রাণাধিকে।। পরে পত্র লিখে শীঘ্র পরিরে অর্পিল। কামিনীর অঙ্গুরীয় পত্র মধ্যে দিল।। উপনীত হয়ে সখী বকাওলি বাসে। পত্র লয়ে দিল রাজ নন্দিনীর বাসে।। পত্রে অঙ্গুরীয় পেয়ে ধনী হৃষ্টমতি। কহিতেছে মিত্র পাঠ করলো যুবতী।।

—৯৯—

অথ রাজ পুত্রের পত্র।

দ র্শনে অতীব তব ও বিধু বয়ান।
কা মনে কুরঙ্গী করে কটাক্ষে পয়ান॥
অ হবে আমার অন্ত আনন্দ অপার।
লি পির লিখনে মীন লোচন আমার।
দি বানিশি দহে দেহ দুঃখ দাবানলে।
বা সনা বারণ করি বারিধির জলে॥
নি শ্চয় নাশিব তায় নীরে নিমজ্জিয়া।
শি খাইব সন্তাপে সলিলে সমর্পিয়া॥
জা নি হে যৌবন তব জলধি জীবন।
দি য়া মগ্ন করি গাত্র জুড়াব জীবন॥
তে মন দুরায় হলে তাপেরে ধরিয়া।
হে দি ছিন্নভিন্ন করি প্রেমছুরি দিয়া॥
ম ন্মথে মজেছে মন মত্ত হেরে মন।
নে ত্রের নিতান্ত আশ নিত্য নিরীক্ষণ॥
আ নন মদনকে যাতে মিলন সত্বর।
ত্র স্ত চেষ্টা কর হেরি পদাম্বু [illegible]॥

অথ বকাওলি হামাকাকে রাজ পুত্রের নিকট পাঠান।

বিধুমুখী বিবরণ বিজ্ঞাত হইয়া। বিশেষ ব্যাকুলা হৈল বঁধুর লাগিয়া॥ মনে নাহি মানে মানা মিলনের তরে। কিঞ্চিৎ করেনা চিন্তা কি হইবে পরে॥ ত্বরান্বিত হয়ে হামা-শায় ডাকে ধনী। আজ্ঞা মাত্র অবিলম্বে আইল অমনি॥ কর যোড় করি কহে কহ গো কুমারী॥ কি আজ্ঞা করিবা কর আছি আজ্ঞাকারি॥ ইন্দুমুখী ঈষৎ হাসি ইসারা করিল।

বিশেষ বৃত্তান্ত কহে বিরলে বসিয়া॥ জ্ঞাত নাহি যেই জনে
জামাতা বলিয়া। করিলে কৌতুক কত কন্যা সমর্পিয়া॥
মোহন মায়ায় মজে মুগ্ধ হয়ে মনে। মূষিকে মন্ত্রণা দিলে
মহীর খননে॥ সেই জন সঙ্গোপনে সদনে আসিয়া। মন্ত্র
করি গেছে মম মানসে হরিয়া॥ সেমন্ত্র সখীর সঙ্গে হয়ে
সাবধান। পুরুষের পরিবেশ করি পরিধান॥ নানাদেশ
নগরেতে ভ্রমি নিরন্তর। বর্ষাবধি বহু দুঃখ বর্ণিতে বিস্তর।
শর্করাজান শহরেতে সখী সহ শেষ। যাইয়া এতেক জনে ক্রি-
য়ার উদ্দেশ॥ পরম পুলক পেয়ে পুষ্পের সন্ধান। ধরিতে
সে চোরে ধরাপতি সন্নিধান॥ কিঙ্কর রূপেতে কাল করিয়া
ক্ষেপণ। প্রচুর প্রযত্নে পরে পেলেম সে জন॥ জানিত তা-
হার তত্ত্ব তাবৎ জানহ। তূর্ণ তারে আনি তবে তাপেতে তা-
রহ॥ শুনি সব সবিশেষ শিহরে হামলা। মস্তকে দুষ্কর্ম্মে
দণ্ড নাহি দিলে বালা॥ জনরবে রাজা যদি জানিত এ সব।
মম মন্ত্রণায় এলো উদ্যানে মাধব॥ তবে তাপে তৎক্ষণে
তীক্ষ্ণ তলোয়ারে। প্রাণ নিত প্রহরীর প্রতি পরিবারে॥
নরেশ নন্দিনী নাহি করিলেন ক্রোধ। অন্তঃপুর আবশ্যক
রাখা অনুরোধ॥ দুর্গা বলি দৈত্য দ্বারা ত্বরা করি দূর। প্র-
স্থান করিল পরে রাজপুত্র শূর॥ বিশেষ বৃত্তান্ত বালা যাহা
বলেছিল। নৃপতির নন্দনেরে সব নিবেদিল॥ শুনিয়া সা-
নন্দে শীঘ্র সম্রাট সন্তান। কৌতুকে করিল তার স্কন্ধেতে
উত্থান॥ বেগবান বায়ুবান সবতুল্য হয়ে। শূন্যভরে গেল
শীঘ্র রাজসুতে লয়ে॥ উত্তরিল উদ্যানেতে উভয়ে তখন।
মিত্র বলে মহানন্দে করহ মিলন॥

অথ রাজপুত্রের সহিত সখীগণের রহস্য।
রাগিণী ভৈরব। তাল কং।

এসো হে চতুর রাজ কি কায তোমার। চাতুরি
করিয়া মন হর অবলার॥ এই সুরূপা লাবণ্য
রূপসীর অগ্রগণ্য, ত্যজি হেন রত্ন কন্যা, চুরি
কর হার॥

লঘুত্রিপদী। এখানে সুন্দরী, লয়ে সহচরী, আশাপথ চেয়েছিল। এমন সময়ে, রাজার তনয়ে, হামালা আনিয়া দিল॥ দেখি সুবদনী, উঠিয়া অমনি, লয়ে যত সখীগণে। মহা সমাদরে, রসিক নাগরে, বসাইল সিংহাসনে॥ সে মোহন রূপ, অনঙ্গ স্বরূপ, হেরি সহচরীগণ। মন্মথে মজিয়া মোহিত হইয়া, করে সবে নিরীক্ষণ॥ কন্যার সঙ্গিনী, যতেক রঙ্গিণী রঙ্গে করে পরিহাস। কতে যত্ন করি, পুষ্পচোরে ধরি পূর্ণ হলো অভিলাষ॥ কোন সখী কয়, এই মহাশয়, অঙ্গু-রীয় চোর বটে। আর কোথা যাবে, আজি বোঝা যাবে, পেয়েছি [illegible] নিকটে॥ ঠাকুরির মন, করিয়া হরণ, গোপ-নে ভবনে গিয়া। সভয় অন্তরে, পাছে কেহ ধরে, আছিলেন লুকাইয়া॥ কহে অন্য জন, তার কি কারণ, আর কি চাতুরী সাজে। ঠাকুরি ইহার, করিবে বিচার, তাহে কেহ যুবরাজে [illegible] নাগর [illegible], করিছে উত্তর, হয়ে প্রফুল্ল বদন। একি [illegible] [illegible] এদেশের রীত, চোর বল কি কারণ॥ একি অবিচার, [illegible] কাটিয়া সার, অনর্থক নিন্দা সবো কহি বিবরণ, শুন [illegible] জন, সন্দেহ যাইবে তবে॥ রাজার কন্যার, যে দিন [illegible], হেরিয়াছি একবার। [illegible] প্রাণ মন, করেছি অর্পণ, [illegible] মন [illegible] কার॥ রত্নহারাঙ্গুরী, করি নাই চুরি, করিয়াছি [illegible]নিময়। বরঞ্চ অন্তর, রাখিয়া অন্তর, যাইয়াছি নিজালয়॥

যদি বল ফুলে, লইয়াছি তুলে, তবে কি হইবে তায়। পূজার কারণ, কুসুম চয়ন, নাহি করে কে কোথায়॥ করিছ মন্ত্রণা, আমারে যন্ত্রণা, দিব রাজকন্যা পাশ। এত ভাগ্য বটে, কামিনী নিকটে, হইয়া রহিব দাস॥ এই সে উচিত, করিবে ত্বরিত, এখন আদেশ হবে। আছি উপস্থিত, যাহা মনোনীত, করুন এখন তবে॥ যত্নে কারাগারে, রাখিয়া আমারে, কটাক্ষে মারুন বাণ। প্রেম রজ্জু বেড়ি, দিয়া পদে বেড়ি, করুন দণ্ড প্রদান॥ কিঙ্কর হইলে, ক্ষমা নাহি দিলে, এই কোন ব্যবহার। চোর আমি নই, তাহে রসময়ী, করো না এ অবিচার॥ রাজার দুহিতা, হৈল হর্ষান্বিতা, বুঝিয়া রসিক বটে। হাসি কহে মিত্র, এ নহে বিচিত্র, সুজনে সুজন ঘটে॥

অথ বকাওলির সহিত রাজপুত্রের মাল্য বদল অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

মদনেরি সহায় তুমি হবে বুঝি প্রাণপ্রিয়ে।
তব অঙ্গে তার অস্ত্র আছে সব মিশাইয়ে॥
ভুরুযুগ শরাসন, অক্ষিবাণ সম্মোহন, কটাক্ষ শরতূণ, আছে সন্ধান পূরিয়ে। তব যুগ পয়োধর, মদনোন্মাদন শর, সদত করে জর্জ্জর, ধৈর্য্য নাহি ধরে হিয়ে। ওষ্ঠাধর হেরি প্রাণ, হয় এই অনুমান, হইবে হর্ষ বাণ, রুধিরাক্ত সেনা দিয়ে॥

চৌপদী। কামিনী নাগরে, পেয়ে অন্তঃপুরে, আনন্দ সাগরে, মগন হয়ে। বিভা কত ক্ষণে, হইবে দুজনে, এই

বিশেষতঃ দেখি নাথ তব মুখ ইন্দু। হইয়াছে ম্লান ঘামি-য়াছে বিন্দু বিন্দু।। বরং আপনার দুঃখ সহিবারে পারি। তব ক্লেশ আপনাপ সহিবারে নারি।। অতএব প্রিয় যদি কর অনুমতি। উদ্যানে যাইব চল তোমার সংহতি।। সরোবর তীরে গিয়া জুড়াব শরীর। এই বাক্য প্রাণকান্ত মানে কামিনীর।। অমনি তখনি তবে রসিক রতন। প্রেয়সীর অনুরোধ করিয়া গ্রহণ।। চলিল প্রেয়সী সঙ্গে যথা সরোবর যাইয়া বসিল ঘাটে সোপান উপর।। পবন গমন নহে বহে মন্দ মন্দ। [illegible] নানা পুষ্পে বসিছে [illegible]। শশিশীত কিরণেতে উদ্যান শোভিত। তাহে মনোনীত নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত।। ফুলের সৌরভে ফুলবাণে মত্ত হয়ে। কুমার কামিনী প্রতি কহিছে বিনয়ে।। তব অনুরোধে প্রিয়া রাখিয়া বচনে। এই স্থানে আইলাম হে বিধুবদনে।। শীতল হইব কোথা জ্বলিল সে অঙ্গ। এ আর কি হৈল দেখি আসি তব সঙ্গ।। তপনতাপের তুল্য চন্দ্রের কিরণ। বহ্নি প্রায় গাত্রে মম লাগিছে পবন। পুষ্পের আঘ্রাণে জ্বলি উঠিছে নাসিকা সকলে হইল যেন জীবন নাশিকা।। তব কাছে আছে প্রিয়া ঔষধ ইহার। দান দিয়া কর দূর দুর্গতি আমার।। রসিকা রমণী শুনে ইঙ্গিত বুঝিল। লাজে নতমুখে আর উত্তর না দিল।। সৌন্দর্যের মন বুঝে নাগর উল্লাস। মন সাধে আরম্ভিল অনঙ্গের বর্ত্ত।। প্রথমেতে আচমন করিল চুম্বন। পরে করিলেক দিব্য ঘটের স্থাপন।। কুচদ্বয় ঘট হয় অতি মনোহর। করু দিল আম্র শাখা তাহার উপর।। দৈব নখাঘাতে হৈল রুধির পতন। তাহে হইল সিন্দূর রক্তচন্দন।। পুষ্পময় দেহ সেই বকাওলি অঙ্গ। মহাসুখে যুবরাজ পূজয়ে অনঙ্গ।। বিধিমতে কাম ব্রত করি উদ্যাপন। শ্রান্তে দোঁহে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন।। প্রতিদিন এইরূপে তথায় আসিয়া। নানামতে কেলি করে প্রেমেতে মজিয়া।। প্রাণ

দায়। শূন্য হতে রাণী দেখিতে পায়॥ পরিমা উত্তরী উড়য় গন্ধে। নিদ্রায় অলস রাণী তন্দ্রে। বিশেষ জানিতে রাণীর পাশ। নিঃশব্দে আইল গোহার পাস॥ দেখে নিজ কন্যা নিদ্রা বিহ্বলে। অচেতন এক পুরুষ কোলে॥ হেরিয়া পরে-তে পুরুষে [illegible]। মহাক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠ অধর॥ তাজল-মলুকে ধরিয়া করে। [illegible] ফেলিল সাগর জলে॥ কন্যারে ধরিয়া তুলিয়া [illegible] রাজরাণী [illegible] করে॥ হেরি [illegible] লিপ্র। শক্ত হৈল [illegible] হইয়া গিয়া

অথ বকাওলির প্রতি রাণীর ভর্ৎসনা।

[illegible] রাণী মহাক্রোধে কহে, বকাওলি শোকে রহে। একি বিপরীত, হেরি তোর রীত, আমারে প্রাণে না সহে॥ দেবতার জাতি হয়ে, রহিলি মানুষ লয়ে। পরীর সমাজ, দুর্বিবেক লাজ, কি ফল জীবনে রয়ে॥ না জানিয়া কোন মর্ম্ম, করিলি কুৎসিত কর্ম্ম॥ মজ্জা হয়ে কামে, ডুবাইলি নামে, না বুঝিলি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ পরীর এমন রূপ, জগতে অতি অনুপ। তাহে না বরিলি, নরে মালা দিলি, কি কবে শুনিলে ভূপ॥ কি গুণ আছয়ে নরে, দেব জাতি তারে বরে। কেমনে যৌবন, করিলি অর্পণ, জ্বলিয়া অনঙ্গ শরে। মনে করে আছি আমি, কন্যা ধর্ম্ম পথগামী। সুঠাম সুন্দর, নানা গুণধর, হইবে তোমার স্বামী॥ কুটুম্ব বান্ধবগণ, করি সর্ব্ব নিমন্ত্রণ। করি সমারোহ, সুপাত্রের সহ, বিভা দিব ছিল মন॥ সে আশে পড়িল ছাই, অভা-গীর ভাগ্যে নাই। ইচ্ছা হয় মনে, গিয়া সঙ্গোপনে, জলে ডুবে মরে যাই॥ সহজে অবলা নারী, নাহি সম্বরিতে নারি। মনে হয় মেজে, তুলি তোরে শেলে, শিলায় আছাড়ি মারি॥

পরীর রাজার কন্যা, জগতে আছিলি ধন্যা। পরিহরি লাজ, কেমনে এ কাজ, করিলি কিসের জন্যে॥ নির্জ্জনে করিয়া ধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম। ধিক্ তোরে ধিক্, কি কব অধিক, এ কামে মজাইলি নাম॥ মানেতে পড়িল বজ্র, লাজ পাবে মহারাজ। নাহি কহ বাণী, কেনে লো ঢলানি, ঢলালি পরীর মাঝ॥ সেই প্রলয়ের কাল, যদি শুনে মহীপাল। এখান আসিয়া, তোমারে নাশিয়া, ঘুচাবে সব জঞ্জাল॥ বলিব কি হায় হায়, কেন প্রাণ নাহি যায়। আরে সখীগণ, তোরা বা কেমন, নাহি বলিলি আমায়॥ সর্ব্বদা থাকিয়া সঙ্গে, সকলে মাতিয়া রঙ্গে। ভাবিলি তখন, থাকিবে গোপন, জানালি না এ প্রসঙ্গে॥ তোদের যেমন গুণ, দিয়া গালে কালি চূণ। মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালি দিয়া, মুখেতে দিব আগুণ॥ কি কব মনের খেদ, দেখে হয় মর্ম্ম ভেদ। রাগ নাহি যায়, ধরিয়া সবায়, স্বহস্তে করিবে ছেদ॥ করেছ এতেক সুখ, তারসম দিব দুঃখ। এ কর্ম্মের ফল, জানিবে সকল, জন্মে না হেরিব মুখ॥ মন দুঃখ যাবে তবে, ভাল শাস্তি দিব যবে। গাধা চড়াইয়া, ঢোল বাজাইয়া, শহরে ফিরাব সবে॥ মিত্র কহে রাজরাণী, রাখহ আমার বাণী। করো না প্রচার, কলঙ্ক তোমার, লোকে হবে জানাজানি॥

অথ রাজপুত্রের বিচ্ছেদে বকাঅলির খেদ।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী। মাতার ভৎর্সনা শুনি ধনী, ধরাতলে পড়িল অমনি॥ লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি, বিচ্ছেদ অনলে জ্বলি, বলে কোথা গেলে গুণমণি॥ মাতা হয়ে কি এই করিলে, মম প্রাণনাথে বিনাশিলে॥ নাথ যেই পথ গামী, সেই পথে যাব আমি, তাতে হতে কন্যা হারাইলে॥ হায় হায়রে নিষ্ঠুর বিধি, প্রেমের কি এই বিধি।

আর কত দিবি জ্বালা, কেমনে বাঁচিবে বালা, হারা হয়ে সেই গুণনিধি ॥ ওহে কোথা গেলে প্রাণনাথ, আমারে কর হে তব সাথ। কি দোষে দোষী ছিলাম, তাই হে হইলে বাম, কোথা গেলে ত্যজি অকস্মাৎ ॥ সে চাঁদ মুখে অমিয় হাসি, আর না হেরিবে এই দাসী। কি কায এ ছার প্রাণ, হলাহল করি পান, কিম্বা গলে তুলে দিব ফাঁসি ॥ জগজন রূপ শিরোমণি, সেই মনোচোর গুণমণি। সে ধন হারা হলে পরে, থাকবে না প্রাণ ধরে, কি রূপেতে বাঁচিবে রমণী ॥ দুখিনীরে বধিয়া নিতান্ত, যদি চলি যাবে ওহে কান্ত, একি তব ব্যবহার, প্রাণে নাহি সহে আর, প্রাণ পাই সইতে কৃতান্ত ॥ পূর্ব্বে যার করে কত মন্দ, আহা বলেছি করেছি দ্বন্দ্ব। তাহা বুঝি ছিল মনে, শোধ দিলে এইক্ষণে, দশ দিগ করে গেলে অন্ধ ॥ ধনী নিরন্তর করে খেদ, শুনিয়া অন্তর হয় ভেদ। বলে বিধি নিদারুণ, অবলা করিতে খুন, কেন এ রীতি করিলি বিচ্ছেদ ॥ চক্ষে সদা অশ্রুধারা বহে, কখন বা অচেতনে রহে। কভু সচেতন হয়, কভু মৌনে বসি রয়, নিজমনেতে কত মত কহে ॥ হলো বালা পাগলিনী প্রায়, সখী সঙ্গিনী হেরিয়া উপায়। বন্ধ করিবারে তারে, রাখিলেক কারাগারে, খেদে মিত্র কহে হায় হায় ॥

অথ তাজলমলুকের সমুদ্রে পতনান্তে
অরণ্যে প্রবেশ ও পক্ষদ্বারা উপ-
দেশ প্রাপ্ত হওয়া।

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

অকূল সলিলে, পশিবে প্রেয়সী বিচ্ছেদ বাণ।
ত্রাণ পাই কোথা থেকে কেমনে বাঁচিবে প্রাণ ॥

আসিয়া অহি বৃক্ষের তলায় । মস্তক হইতে মণি রাখিয়া তথায় ॥ মণির কিরণে যত পশু কাছে আসে । সকলে মরয়ে প্রাণ উগ্রবিষ নিশ্বাসে ॥ সমুদ্রে যাইল পরে করিয়া আহার ॥ মনে মনে গুণমণি করিছে বিচার ॥ পুনঃ যদি সর্পবর এখানে আইসে । লইব মাণিক তার অন্যথা নহিবে ॥ যামিনী প্রভাতে বৃক্ষ হইতে নামিয়া । আনিল পঙ্কের তাল সিন্ধুতটে গিয়া ॥ নিকটে বৃক্ষে রাখে করিয়া যতন । আপনি রহিল অলক্ষ হইয়া গোপন ॥ এমন সময়ে এলো সর্প ভয়ঙ্কর । রাখিল তথায় মণি কিরণে ভাস্কর ॥ অমনি তখনি গুণমণি লক্ষ করি । ক্ষেপণ করিল পঙ্ক তাহার উপরি ॥ সকাতরে সর্পবর না হেরিয়া মণি । কি কব আছাড়ে এই মণিহারা ফণি ॥ মণিশোকে সর্পরাজ শরীর ত্যজিল । হেরিয়া রাজার সুত নীচেতে আসিল ॥ সর্প প্রতি এক দৃষ্টে করি নিরীক্ষণ । নিশ্চয় জানিল তার হয়েছে মরণ ॥ নির্ভয়ে যাইয়া তবে মাণিক লইল । পরদিন অন্য বৃক্ষে উঠিয়া রহিল ॥ তদন্তর কি কহিব আশ্চর্য্য কাহিনী । যখন হইল তথা অর্দ্ধেক যামিনী ॥ দুই শুক পক্ষী সেই বৃক্ষের উপরে । দিবানিশি মনোসুখে বাস করে ॥ শাবক গণেতে দেবে জিজ্ঞাসে দোঁহায় । কি কারণে এ কাননে আছহ বৃথায় ॥ উত্তম উত্তম বন আছে মহীতলে । এস্থান হইতে চল যাব সেই স্থলে ॥ শুনিয়া হাসিয়া শুক দিতেছে উত্তর । এমন কানন নাহি ভারত ভিতর ॥ অজ্ঞান শাবক শুন কারণ তাহার । আছে এক সরোবর পশ্চিমে ইহার ॥ তাহার তটেতে এক আছে বৃক্ষবর । সে বৃক্ষের গুণ যত বর্ণিতে বিস্তর ॥ দৈবে যদি হয় অস্ত্রে শরীর ছেদন । তার পত্র রসে সুস্থ হয় তত ক্ষণ ॥ আর সেই পত্রে টুপি নির্ম্মি কোন জন । শিরের উপরে যদি করয়ে ধারণ ॥ দেব নর রক্ষ যক্ষ দৃশ্য নাহি হয় । তথা তথা যেতে পারে নাহি

অথ তাজলমলুকের সরোবরে ডুব দিয়া নারীরূপ হওয়া।

এ প্রকারেতে এইরূপেতে রাজপুত্র বনেতে ভ্রমিয়া। কত
তাপেতে তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া॥ ঊর্দ্ধ হতে দেখে এক [illegible]
সরোবর। তাহার তটেতে কত বৃক্ষ ছায়াকর॥ নামিল
সে স্থানে গিয়া স্নানাদি করিয়া। শান্তি দূর করি পরে যাইব
উড়িয়া। এত জানি নৃপসুত নামিয়া তথায়। টুপি ছাড়ি
আর রাখে বৃক্ষের তলায়॥ সরোবরে গিয়া গাত্র করিয়া
মার্জ্জন। পরেতে দিলেক ডুব আনন্দিত মন। মস্তক তু-
লিয়া দৃষ্টি করে চমৎকার। সরোবর বৃক্ষ আদি নাহি কিছু
আর॥ বিপর্য্যয় মাঠ এক শস্যেতে পূর্ণিত। হেরিয়া সে
ভাব চিত্ত হইল শঙ্কিত॥ তাহাতে নিজ অঙ্গকরে নিরীক্ষা।
দেখিল সকলি হয় নারীর লক্ষণ॥ কুচযুগ বক্ষস্থলে আছয়ে
শোভন। শিরেতে সুদীর্ঘ কেশে কবরী বন্ধন॥ নানা
আভরণ অঙ্গে অতি মনোহর। পরিধান নীলাম্বর দেখিতে
সুন্দর॥ পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন হইয়া বর্জ্জিত। তৎপরিবর্ত্তে
নারী অঙ্গ মনোনীত॥ এরূপ হেরিয়া তবে রাজার কুমার।
বিস্ময় হইয়া চিন্তা করিছে অপার। পুন যদি প্রিয়া সহ
হয় দরশন। দুই রমণীতে হবে কি হবে কখন॥ এমন
সময়ে দূরে তার দরশন। অশ্বারোহী আসিতেছে পুরুষ এক
জন॥ অল্প কাল মধ্যে সেই নিকটে আইল। রমণীর রূপ
হেরি মোহিত হইল॥ অশ্ব হতে উত্তরিয়া করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কাহার নারী কিবা তব আশা॥ এমন সুন্দরী
তাহে এ নব যৌবন। বিশেষত অঙ্গে শোভে নানা আভরণ
এই মাঠে একাকিনী কিসের কারণ। মলিন বদন হয়ে
করিছ ভ্রমণ॥ পতির সহিত বুঝি বিবাদ করিয়া। বি-
চ্ছেদ বাণেতে তারে এসেছ বধিয়া॥ কি জন্য পাইছ

উপায় কিছু কি করি অন্ত্রণা ॥ মনোমোহিনী ছিলা যত, সকলি হইল হত, আর বা বিধাতা কত, দিবেক লাঞ্ছনা।

ললিত ত্রিপদী। এ প্রকারে রূপবতী, উপযুক্ত পেয়ে পতি, নিত্য সুখে বঞ্চয়ে সুজনী। রমণী হইয়া, পুরুষ চাহিয়া, রতি সুখ পায় ধনী ॥ কিছু দিন এইমত, থাকে সদা সুখে রত, শেষে হৈল গর্ভের সঞ্চার। প্রসবের ভয়, মনেতে উদয়, ভাবনা হৈল অপার ॥ দশ মাস বহিভূতে, প্রসব হইল সুতে, দূরে গেল মনের হুতাশ। ভাবে অনুক্ষণ, কে মনে মোচন, পাইলা পুরুষ আশ ॥ সদা মনে চিন্তা করে এ দেশের সরোবরে, বুঝি হয় এ রূপ ঘটন। পরীক্ষা কারণ, নিত্যাবগাহন, করে যথা দেখে বন। পরে কোন হ্রদে গিয়া, এক দিন ডুব দিয়া, অপরূপ হৈল চমৎকার। বিষম বিকৃতি, পুরুষ আকৃতি, নারীরূপ নাহি আর ॥ কৃষ্ণ বর্ণ দীর্ঘাকার, তাম্র বর্ণ কেশ তার, পরিধান কৃষ্ণবর্ণ বাস। ভয়ঙ্কর রূপ, দেখিতে বিরূপ, হেরিলে বাড়য়ে ত্রাস ॥ দেবে হয়ে এই বেশ, মনদুঃখে অবশেষ, বনমধ্যে করিল গমন। হেন সময়েতে, সেই অরণ্যেতে, নারী এলো এক জন। কি কব রূপের ছটা, শিরেতে শোভিত জটা, বিকট দশনা প্রাণহরা। নাসা বুঝি নাই, অঙ্গে উড়ে ছাই, উর্দ্ধকেশী ভয়ঙ্কর ॥ সঙ্গে পুত্র চতুষ্টয়, অজ্ঞান গর্জ্জনে কয়, বিরূপ কুমারে করে ধরি। তিনদিনাবধি, ভাবি নিরবধি, কোথা ছিলা ত্যাজ্য করি ॥ উপবাসী তিন দিন, ক্ষুধায় শরীর ক্ষীণ, বিশেষত, তব পুত্রগণে। ক্ষুধায় আকুলিয়া, বেড়ায় কান্দিয়া, দিবানিশি বনে বনে ॥ ইহা শুনি রাজসুত, ভাবে কিবা অদ্ভুত, সৃষ্টি স্থিতি কারকের লীলা। এ কোন

[illegible] মধুর ধ্বনী। এরূপে তখন, নৃপতি নন্দন, শূন্যতলে
উড়ে যায়। ইদরে কোন স্থান, করিয়া পয়ান, হঠাৎ শুনি
তে পায়॥ যেন কোন জন, করিছে ক্রন্দন, অতিশয় উচ্চ
স্বরে। ভাব শুনি, বুঝিল রমণী, নিশ্চয় এ জন হবে॥
এই যে ধ্বনি, জানিতে নিশ্চিত, হেথা আছে কোন জন।
কাহার ভয়েতে, হইয়া সভয়া, করিতেছে এ ক্রন্দন॥ অতি
ব্যগ্র মন, জানিতে কারণ, ক্রমেতে নামে কুমার। দেখে
শৈল পরে, নির্ম্মিত প্রস্তরে, পুরী এক চমৎকার॥ স্থানে
স্থানে তার, অস্থি আকার প্রাণিমাত্র তথা নাই। [illegible]
ধ্বনি, যেমন শ্মশান [illegible] দেহ কত তাই॥ যত্নেক অনুসন্ধি
অন্বেষণ, প্রতি গৃহে গিয়া শেষ। দেখে এক কন্যা, [illegible]
দশায়, রোদন [illegible] শেষ॥ রাজার কুমার, নিকটে তাহ-
ার, যাইয়া করে জিজ্ঞাসা। কিবা তব নাম, কোন স্থানে
ধাম, এখানে কেমনে আসা। কাহার হৃদয়, করি শূন্যময়,
হানি দিচ্ছ দর শূল। কেনে অকস্মাৎ, করি বজ্রাঘাৎ, এ-
সছে করে আকুল॥ কিসের কারণ, করিছ রোদন, কাহার
রমণী হও। রোদন ত্যজিয়া, বদন তুলিয়া, বিশেষিয়া সব
কও॥ শুনিয়া বচন, কামিনী তখন, লজ্জায় বাধিতা হয়।
বসন টানিয়া, বদন ঢাকিয়া, অধোমুখ হয়ে কয়॥ তুমি
কোন জন, হেথা কি কারণ, প্রাণের না কর আশ। যদি
ভাল চাও, এখনি পলাও, নতুবা হবে বিনাশ॥ আপন
ইচ্ছায়, মরিতে কে চায়, কেন হারাইবে প্রাণ। রাক্ষস
আসিবে, এখনি নাশিবে, তার হাতে নাহি ত্রাণ॥ কহিছে
কুমার, রাক্ষসে আমার, কিছু শঙ্কা নাহি হয়। যদি দ্বন্দ্ব
করি, তবে তারে ধরি, সংহার করি নিশ্চয়॥ শমন সদন
করিয়া প্রেরণ, ভাল শিখাতে পারি। ভয়েতে ভুলিয়া, যাইব
চলিয়া, আমিত নহে যে নারী॥ হইয়া অবলা, কেন কর
ছলা, শীঘ্র দেহ পরিচয়। তব রসবতী, তব [illegible] দুর্গতি

[illegible] আইল আমার। তখনি সম্মতি, হইয়া যুবতী, স্বর হয়ে [illegible] এমন সময়, সেই দুরাশয়, রাক্ষস এলো তথ গভীর [illegible]রে, কহে দুই জনে, করিছ কোথা পলাব। [illegible]হবে, এখনি মরিবে, খড়্গাঘাতে সব প্রাণ।। শু সম্মুখে, কহে নিশাচরে, নির্ভয়ে রাজনন্দন। কার আছে, আসে মম কাছে, সংহারিব এইক্ষণ।। শুনি মতি, রাক্ষসের পতি, ঘুর্ণিত লোচনে কয়। হয়ে সমে নাহি কর ভয়, যাও এই যমালয়।। এ কথা বলিয়া গর্জ্জিয়া, সাজ সাজ [illegible]। ক্রোধে [illegible] [illegible], এখনি [illegible] রণে।

অথ রাক্ষসগণের সহিত [illegible]লুকেরযুদ্ধ।

অস্ত্র-ধনক মালঝাঁপ। নিশাচর ঘোরতর, ভয়ঙ্ক করে রণে, মম সনে, কে জীবনে, রবে।। সৈন্যদল, বে হল, করে। কত মাল, ঠোকে তাল, খাঁড়া ঢাল, ক কোন জন, আভরণ, সুবসন, পরে। কুতূহলে, সবে রণ স্থলে, পড়ে।। মলে গুলি, দিয়া ধূলি, মাথে ঝুলি, কিবা ভয়, হব জয়, কেহ কয়, ভালে।। মহাজাক, শাঁখ, রণ ঢাক বাজে। শুনে কাণে, অপমানে, শত্রু এ বাজে।। ত্রিভুবনে, কোন জনে, জীবে রণে, বল। মার আছে কার, বুঝিবার বল।। যোদ্ধাগণে, ক্রোধ মনে, র রণে হর। রণ স্থল, টলমল, যেন জল, হয়।। যত বীর স্থির, করে তীর, করি। লয়ে চাপে এসে ঝাপে, কেহ করি।। সবে আসে, রণ আশে, চারি পাশে, চায়। ব কোথা নর, কে সমর চায়।। রসময়, সে সময়, হাসি সবে। কর পণ, কোন জন, মম রণ, সবে।। হুঙ্কি করে, [illegible], মারে কাহে, পায়। চতুর্দ্দিকে, [illegible]কে, মা

ফরোজ রাজার পত্র পাঠে মহীপতি হরিষ অন্তরে।
রাণীর নিকটে গিয়া কহেন সত্বরে॥ বকাওলি জননীকে শু-
নায় বিবরণ। রুহাফজারে দেখিবারে করিতে গমন॥
ভূপতির নিকটেতে চাহে অনুমতি। যাইতে আদেশ সুখে
দিল ক্ষিতি পতি॥ বকাওলি বিবরণ শুনিয়া তখন। মাত্র
হৈল মাতা সঙ্গে করিতে গমন॥ কন্যারে লইয়া সঙ্গে রাজার
রমণী। অন্তরীক্ষে দুই জনে চলিল অমনি॥ উপনীত হৈল
আসি রুহাফজা সদনে। স্নেহেতে চুম্বিল রাণী কন্যার বদনে
আনন্দ সলিলধারা বহে দু নয়নে। ক্রোড়েতে করিয়া রাণী
জিজ্ঞাসে যতনে॥ কহ বাছা কিরূপেতে বিপাকে পড়িয়া
কেমনে আইলা পুন উদ্ধার হইয়া॥ রুহাফজা প্রণমিয়া তবে
রাণীর চরণে। কহিল বৃত্তান্ত যত ঘটেছে কাননে॥ কিন্তু
সেই উদ্ধারিয়া আনিল আলয়। না কহিল তাহার বিশেষ
পরিচয়॥ সেই দিন রাজরাণী রহিয়া তথায়। পর দিন
প্রভাতেতে চাহিল বিদায়॥ কৃতাঞ্জলি পুরঃসর রুহাফজা
সুন্দরী। মৃদু মৃদু স্বরে কয় কর যোড় করি॥ এক অভিলাষ
আমি করিয়াছি মনে। ভগ্নীরে রাখিয়া যাও আমার সদনে
দুইজনে দিবানিশি হাস্য পরিহাসে। একত্র থাকিলে দুঃখ
যাবে অনায়াসে॥ ভগিনীর দেখিয়াছে মন উচাটন। সদা
নানা ক্রীড়া রসে হইবে মোচন॥ শুনিয়া সম্মত হয়ে রাজ-
কার বনিতা। নিজালয়ে চলিলেন রাখিয়া দুহিতা॥ দুই
ভগ্নী একেত্রেতে হইয়া মিলন। পরস্পরে করে পরে মিষ্ট
আলাপন॥ কথায় কথায় কহে রুহাফজা যুবতী। একি ভগ্নী
শুনি এক আশ্চর্য্য ভারতী॥ তুমি নাকি মনুষ্যেরে গোপনে
আনিয়া। যৌবন সঁপিয়া ছিলা প্রেমেতে মজিয়া॥ শুনি
কহে বিধুমুখী হেসে ক্রোড়ে করি। কোথায় শুনিলে ইহা
আহা মরি মরি॥ কুলের কামিনী আমি রাজার নন্দিনী।
কভু উদ্যানেতে বসি মনেতে সঙ্গিনী॥ দেখি নাই মনুষ্যের

থাকি দুখানলেতে দহে ॥ বকাওলি বকাওলি বিনা নাহি মুখে নিরাধার নিরাধার চক্ষে বহে দুখে ॥ কভু প্রিয়া প্রিয়া বলি করয়ে রোদন। কভু ধরাতলে পড়ে হয়ে অচেতন ॥ কখন না বলে বিধি সাধিলি কি বাদ। দিয়ে হরে নিয়া কেন ঘটালি প্রমাদ ॥ ইহা বলি মৃদুস্বরে করিছে ক্রন্দন। দৈবে ধনী সেই ধ্বনি করিল শ্রবণ ॥ সচঞ্চলা বিধুমুখী রুহাফজারে কয়। কহ দিদি গৃহমধ্যে কিবা শব্দ হয় ॥ শুনিয়া রুহাফজা কহে শুন বিবরণ। যতনে করেছি এক মনুষ্য পালন ॥ তুমি ত ভগিনী কভু দেখ নাহি নর। যদ্যপি দেখিতে চাহ আইস সত্বর ॥ শুনি অতিব্যগ্র মতি হইয়া যুবতী। ভগির সহিত বালা ধায় শীঘ্রগতি ॥ উপনীত হৈল যথা রাজার কুমার। উভয়ে উভয়ে হেরে বহে প্রেমধার ॥ অধীরা হইয়া ধীরা লাজ পরিহরি। রোদনে হইল মগ্ন কান্ত গলে ধরি ॥ চির দিন বিচ্ছেদেতে বিচ্ছেদ অনল। দুজনের হৃদয়েতে আছিল প্রবল ॥ নির্ব্বাণ করিতে সেই বহ্নি দুর্নিবার। উথলিল দোঁহাকার প্রেম নিধিবার ॥ শোকানলে আঁখি জলে দিয়া নিভাইয়া। পরস্পর অনুভব দেহ গোহাইয়া ॥ বিরহে বিদীর্ণ তনু আছিল অকূলে। নাথে পেয়ে কূলবালা পাইলেক কূলে ॥ রঙ্গ দেখি ব্যঙ্গ করে রুহাফজা তখন। তবে নাকি নাহি জান মনুষ্য কেমন ॥ কুলবালা হয়ে ভয় না কর কিঞ্চিৎ। ধরিলেক নরের গলে এ কেমন রীত ॥ অনুভাবে নাহি বুঝি এই কোন ভাব। মনুষ্য সহিত করে করেছিলা ভাব ॥ শুনিয়া ঈষৎ হাসি শশিবদনী কয়। হারায়ে পেয়েছি মণি নাহি লজ্জা ভয় ॥ যদি অনুকূলা হয়ে বাঁচাইলে প্রাণ। তবে কেন হান আর বাক্য অগ্নিবাণ ॥ কি রূপে পাইলে কান্তে কহ বিবরণ। শুনিয়া সুস্থির করি চিন্তাযুক্ত মন ॥ রাজপুত্রে কহিবারে রুহাফজা কহিল। বল২ কামিনীরে কিবা ঘটে ছিল ॥ শুনি রসরাজ কহিলেন আদিঅন্ত।

সমুদ্রে পতনাবধি মিলন পর্য্যন্ত ॥ শুনি বিবরণ ধনী বিস্ময় অন্তরে। ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ করে॥ বহু দিনান্তরে কাছে পাইয় সুন্দরী। পরম কৌতুকে রঙ্গে সুখেতে শর্ব্বরী॥ সপ্তাহ পরেতে তবে ফিরেছে রাজন। কন্যারে আনিতে দূত করিল প্রেরণ। শুনি বকাঅলি হয় মলিন বদন। কান্তেরে ত্যজিয়া যেতে নাহি সরে মন॥ রূহাফজা আসিয়া পরে বুঝায় তাহারে। কেন বিষাদিতা হও মিলাব তাহারে॥ জনক জননী তব সম্মতি করিয়া। রাজপুত্র সঙ্গে তব পুন দিব বিয়া॥ এত বলি ভগিনীরে বিদায় করিল। পুনরপি রাজপুত্র একাকী হইল॥ কিছু দিনান্তরে তবে রূহাফজা জননী। কুমারের মূর্ত্তি চিত্র করিয়া আপনি॥ বকাঅলি মাতার নিকটে গিয়া রাণী। কহিতে লাগিল তবে সুমধুর বাণী॥ শুন দিদি বকাঅলি হইল বয়স্কা। নাহি দেয় বিভা তার এ কোন ব্যবস্থা॥ আমি এক পাইয়াছি কন্যাযোগ্য বর। পরম সুন্দর রূপ কিন্তু জাতি নর॥ তাহার ক্ষমতা কত কহিব কি আর। রাক্ষসহস্তে সব কন্যা করিল উদ্ধার॥ বিক্রমে বিপুল সেই রাজার কুমার। ক্ষণেকে রাক্ষস কত করেছে সংহার॥ এত বলি দেখাইল প্রতি মূর্ত্তি তার। হেরি মনোহর রূপ রাণী চমৎকার॥ মনুষ্য বলিয়া তার না করিয়া মনে। জনকেতে ছবি লয়ে দেখায় রাজনে॥ হেরিয়া মূরতি মহীপতি হৃষ্ট মন। বিশেষে শুনিল তার ক্ষমতা যেমন॥ কুমারে আনিল পরে পাঠাইয়া দূত। সুরাজ সে রূপ হেরি হর্ষযুত॥ জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় জানিল রাজন। এ নহে সামান্য নর রাজার নন্দন॥ তদন্তর বিবাহের করে আয়োজন। নিরুপম বলে এই উক্তি এখন॥

কবরী। আভরণ পরাইল অতি শোভা করি॥ নানাজাতি খাদ্য দ্রব্য করায় ভোজন। কন্যারে পাঠায় রাণী চুম্বিয়া বদন॥ জনক জননী পদে প্রণমি কামিনী। স্বামির সহিত গেল লইয়া সঙ্গিনী॥ শূন্য ভরে যায় সবে তাজি কত দেশ। কুমারের উদ্যানেতে উত্তরিল শেষ॥ সমাচার শুনি তবে আয়ারা রূপসী। হস্তেতে পাইল যেন গগণের শশী॥ সহ- মদারে ডাকি তবে সঙ্গেতে লইয়া। অগ্রসর হয়ে ধায় হর্ষিত হইয়া॥ নৃপসুত ভার্য্যাদ্বয়ে করি আলিঙ্গন। সুমধুর বচনেতে তুষিলেন মন॥ বকাঅলি সহ পরে সাক্ষাৎ করায় রূপ হেরি দোঁহে হয় পুত্তলিকা প্রায়॥ মনে ভাবে নাহি আর ইহার সমান। সবে লজ্জা দিতে বিধি করেছে নির্ম্মাণ॥ রতির সৌন্দর্য্যে ছিল অনঙ্গের গর্ব্ব। ইহারে সৃজিয়া বিধি করিয়াছে খর্ব্ব॥ পরেতে নৃপতি সুত লয়ে নারীগণ। নিত্য নব সুখে করে যামিনী বঞ্চন॥ মিত্র বলে বকাঅলি নগরে পাইয়া। বাসবের সভা বুঝি গিয়াছ ভুলিয়া॥

অথ বকাঅলি ইন্দ্রের সভায় গমনাগমন॥

রাগিণী ভূপালি তাল সুর ফাকতাল॥

কোথা বকাঅলি তারে আন এইক্ষণ। এমন আস্পর্দ্ধা তার মনুষ্যে করে বরণ॥ অমরপুরে আমার বুঝি না আসিবে আর, কিসে করে অহঙ্কার, না বুঝি কারণ॥

পয়ার। এক দিন দেবরাজ অমর নগরে। সভায় বসিলা লয়ে অনেক অমরে॥ বকাঅলি নৃত্যকারে হইল আজ্ঞা।

পরীগণে ডাকি জিজ্ঞাসেন ততক্ষণ ॥ কহ কহ পরীগণ
জিজ্ঞাসি সবায় । কি কারণে বকাওলি না আসে সভায় ।
অধিক দিবস নিত্য দেখি নাই তায় । কি জন্যে সে কন্যা
স্বর্গে নাহি আসে আর ॥ শুনিয়া সতেক পরী কর যোড়ে
কয় । কহিবারে পারি সত্য যদি আজ্ঞা হয় ॥ সুরপতি
অনুমতি দিলেন তখন । সম্মুখে যুবতীগণ করে নিবেদন ॥
ধরাতলে ধরাপতি জৈনলমলুক । তাহার কনিষ্ঠ পুত্র তাজ-
লমলুক ॥ সুন্দর পুরুষ তাহে হেরে বকাওলি । বরিয়াছে
নর কুলে দিয়া জলাঞ্জলি ॥ তাহার প্রেমেতে মজে মত্ত
অনিবার । স্বর্গের নৃত্যকী বলে মনে নাহি তার ॥ শুনি সু-
রপতি ক্রোধে ধৈর্য্য নাহি ধরে । এখনি আনহ তারে
বলি আজ্ঞা করে ॥ অমনি তখনি ধায় পরী চারি জন ।
সিংহাসন লয়ে মর্ত্যে করিল গমন ॥ এখানে কান্তের
ক্রোড়ে রসিকা কামিনী । মহাসুখে নিদ্রা যায় গভীরা যা-
মিনী ॥ এমন সময় শীঘ্র পরী চারি জন । আইল উদ্যান
মধ্যে যথা নিকেতন ॥ বকাওলি পতি সহ ছিল যেই ঘরে ।
গবাক্ষের দ্বার দিয়া ডাকে মৃদুস্বরে ॥ নিদ্রাভঙ্গে যুবতী
জিজ্ঞাসে তখন । কেবা ডাকে কোথা হতে কহ বিবরণ ॥
পরীগণ কহে ধনী এই কোন কায । প্রেমে মজে বুঝি
পাসরিলে দেবরাজ ॥ শীঘ্র চল ইন্দুমুখী ইন্দ্রের সভায় ।
তোমারে লইতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায় ॥ শুনি সভয়েতে
অতি শিহরে যুবতী । কি জানি দেবেন্দ্র হয়েছেন ক্রোধমতি
ধীরে ধীরে খীড়কা পরে বাহিরে আইল । সাবধানে সিংহাসনে
শীঘ্র আরোহিল ॥ সিংহাসন লয়ে পরী উঠিল আকাশে ।
মন্দ গমনে গেল বাসবের বাসে ॥ যথা শচীপতি বসি
লয়ে দেবগণ । উত্তরিল সেই স্থানে পরী পঞ্চ জন ॥ লোহিত
লোচনে ইন্দ্র কন্যারে হেরিয়া । অনলে নিক্ষেপ করি কহিল
গর্জিয়া ॥ আজ্ঞা মাত্র কন্যারে ধরিয়া সবে [illegible] নিষ্ঠুর

কেবল তোমার গুণে প্রিয়ে অধীনী হই॥
তব মুখ সুধাকর, আমি হে চকর বর, তব
প্রেমে নিরন্তর, তাই বদ্ধ হয়ে রই। তব পী-
রি তত্তে [illegible], মজিয়াছে হে এখন, পালিত
পাকি যেমন, যাহা বল তাহা কই॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। পর দিন গুণমণি, জাগিয়া রহে রজনী
ছল করি কপট নিদ্রায়। গভীর হৈল সর্ব্বরী, পূর্ব্ব রূপ ধরি
পরী, কামিনীরে সঙ্গে লয়ে যায়॥ শিরে পরি [illegible] তাজ,
সঙ্গোপনে যুবরাজ, সিংহাসন পার্শ্বেতে বসিল। [illegible] না
দেখিতে পায়, কুমার বসিল তায়, পরীগণ লইয়া [illegible]॥
অতিশীঘ্র [illegible] করে, উপনীত হৈল পরে, স্বর্গপুরে যথা
শচীপতি। অগ্নি মধ্যে সে প্রকারে, ফেলিয়া দিল কন্যারে
হেরিয়া কুমার চিন্তামতি॥ স্তব্ধ হয়ে ভাবে মনে, অগ্নি
মধ্যে কি কারণে, নিক্ষেপিল মম প্রাণপ্রিয়া। বিনা প্রাণ-
প্রিয় জন, জীবনে কি প্রয়োজন, ত্যজি প্রাণ অনলেতে
গিয়া॥ হেন কালে বজ্রপাণি, অমৃত কুণ্ডের পানি, লইয়া
আনিয়া সেইস্থান। কৃপা করি ভস্মোপর, নিক্ষেপিয়া তদন্তর
করিল কন্যারে প্রাণদান॥ প্রাণদানে কামিনীর, নাগর হইয়া
স্থির, সঙ্গোপনে সভায় চলিল। বকাওলি সজ্জা করি
সঙ্গে লয়ে সহচরী, সভামাঝে নৃত্য আরম্ভিল॥ কভু সুমধুর
গানে, কভু কটাক্ষ সন্ধানে, কভু নৃত্য করি হরে মন।
মোহিত যত অমরে, অন্তরে নাহি ধৈর্য্য [illegible] মুখ পদ্ম করে
নিরীক্ষণ॥ কিন্তু বাজনার ভ্রম, গাইনার ন [illegible] হয়, বকাওলি
বিরক্তা অন্তরে। মর্ম্ম বুঝি রসময়, তবলা চাহিয়া লয়,
সাইত করয়ে তদন্তরে॥ বাজনায় বিধুমুখী অধিক হইয়া
সুখী, নানারঙ্গে করে নৃত্য গান। দেবরাজ তুষ্ট হয়ে, পারি-
জাত মালা লয়ে, উত্তমের করিল সম্মান॥ অবসান বিভা-

বরী, মনেতে জানি সুন্দরী, আরম্ভিল গাইতে ললিত। ইন্দ্রভাব বুঝি পরে, গান ভাঙ্গিবার তরে, কামিনীরে করিল ইঙ্গিত। নাগরে না সহে ব্যাজ, শিরোপরি পরি তাজ, শীঘ্র সিংহাসনেতে বসিল। নৃত্য ত্যজি শীঘ্রগতি, সখীসঙ্গে রসবতী অবিলম্বে তথায় আইল॥ যতেক বাহক পরী, লয়ে গেল ত্বরা করি, উত্তরিল গেহে নিজ ধাম। সঙ্গোপনে পুনরায়, গিয়া আপনার শয্যায়, ছলে নিদ্রা যায় গুণধাম॥ গৃহেতে আসিয়া সতী, হেরিল আপন পতি, পরিয়াছে পারিজাত হার। সবিস্ময় রাজবালা, কোথায় পাইল মালা, নাহি বুঝি তদন্ত ইহার॥ চিন্তিয়া সুন্দরী কয়, উঠ উঠ রসময়, বাল শুন আছে প্রয়োজন। এ সুন্দর পারিজাত হার, কোথা পেলে অকস্মাৎ, বল শুনি দিন গেল জলে। নয়ন মার্জ্জনা করে, নাগর উঠিয়া পরে, কহে হয়ে সহাস্য বদন। কহ প্রিয়া কি প্রসঙ্গ, কেন কর নিদ্রাভঙ্গ, দেখিতে ছিলাম সুস্বপন॥ যেন তুমি স্বর্গে গিয়া, ইন্দ্রের সভায় প্রিয়া, নৃত্য গান করিতেছে রঙ্গে। আমি যেন সঙ্গোপনে, গিয়া তথা তব সনে, বসা করিতেছি তব সঙ্গে॥ বাদ্য গানে আনন্দর, তুষ্ট হয়ে পুরন্দর, উক্তয়ে দিলেন এই হার। এমন সময়ে প্রিয়া, তুমি নিকটে আসিয়া, নিদ্রাভঙ্গ করিলে আমার॥ চতুরা কামিনী শেষে, ছল জানিয়া উদ্দেশে, রাজপুত্রে কহিছে তখনি। তুমি হে চতুরসার, অধিনীরে কেন আর, বিড়ম্বনা কর গুণ-মণি॥ অমর নগরে গিয়া, আসিয়াছ হে দেখিয়া, তব জন্য বড় পাই দুঃখ। করি দেহ দগ্ধানলে, কত লোকে কত বলে, পাসরি হেরিয়া তব মুখ॥ যথা গোলাব চয়নে, যে জন যায় কাননে, কণ্টকেতে নাহি ভীত হয়। সেই রূপ তব প্রেমে এ অধিনী কোন ক্রমে, নাহি করে যাতনার ভয়॥ কহ কহ গুণময়, কি প্রকারে ইন্দ্রালয়, কার সঙ্গে করিয়া গমন। পাইয়াছ এই হার, বল সখা সারোদ্ধার, অবলারে

করো না গোপন॥ শুনি তবে গুণবন্ত, প্রকাশিল আদিতান্ত শুনিয়া কাহিনী চমৎকার। কহে ধন্য রসরাজ, করিলে অদ্ভুত কায, ধন্য ধন্য ক্ষমতা তোমার॥ তব বাদ্যে সুরবর, তুষ্ট আছে ভবোপর, অতএব এই অভিপ্রায়। কহি শুন সারোদ্ধার, তোমায় হে পুনর্ব্বার, লয়ে যাব ইন্দ্রের নিবাস। তাঁহার গোচর করি, তোমারে আবার বরি এড়াইব দহনের দায়। মিত্র কহে সমুচিত, হিতে হবে বিপরীত, শেষেতে করিবে হায় হায়॥

অথ বকাওলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক শাপ প্রাপ্ত হয়।

রাগিণী ভৈরবী তাল তেতালা।

কেনে বিধাতা প্রাণে না করিলি ক্ষয়। কি
জন্যে বিচ্ছেদ শূলে হানিলি হৃদয়॥ যার
প্রেমে নিরন্তর, জড়াইয়ে আছি অন্তর, তাহার
বিচ্ছেদ শর, প্রাণেতে কি সয়॥

পয়ার। রাজপুত্র সহ ধনী মন্ত্রণা করিয়া। পরিনাশ গেল স্বর্গে নাথেরে লইয়া॥ বাসবের সন্নিধান যাইয়া সুন্দরী। গল বস্ত্র হয়ে কহে কর যোড় করি। সঙ্গে আনিয়াছি এক বাদক উত্তম। সর্ব্ব যন্ত্রে যন্ত্রিবর গুণে নিরুপম॥ অতএব যদি আজ্ঞা কর দেবরাজ। সভাতে আসিয়া সে বাজায় পাখোয়াজ। শুনিয়া দেবেন্দ্র তাহে সম্মতি দইল। আজ্ঞামাত্র বিধুমুখী নৃত্য আরম্ভিল॥ পাখোয়াজ যুবরাজ সুসাজে বাজায়। তুষ্ট হয়ে দেবগণ প্রশংসে তাহায়॥ সে দিন কামিনী নৃত্য করে মন সাধে। হেরিয়া অমরবর্গ মগন আহ্লাদে॥ তুষ্ট হয়ে কামিনীরে কহে সুরপতি।

অথ ... র ... দ্বীপে গমন

এবং ... সহ সাক্ষাৎ।

রাগিণী ... তাল মধ্যমান।

প্রেমোদয় হতে মন বিচ্ছেদ যে ভাল ছিল।
নব প্রেমে মজে পুন বিচ্ছেদ সার হইল॥
বিবাদী হইয়ে বিধি, মথিল এ প্রেমনিধি,
লাইয়া বিচ্ছেদ বিষ, এ অধীনে পিয়াইল॥

পয়ার। চতুর্থ দিবসে তবে নৃপতি তনয়। চেতন পাইয়া ভাবে হইয়া বিস্ময়॥ কোথা বা সে প্রিয়তমা প্রাণের সমান। কোথা বা হেরিব পুন সে বিধু বয়ান॥ কান্দিতে ভাবিতে হয়ে উন্মাদের প্রায়। বৃক্ষগণে জিজ্ঞাসয়ে প্রেয়সী কোথায়॥ পশুপক্ষি পক্ষকাদি সম্মুখে যা পায়। কৃতাঞ্জলি পুরঃসর সকলে সুধায়॥ যত্তপি দেখিয়া থাক প্রেয়সী আমার। অনুকূল হয়ে তবে কহ সমাচার। এইরূপে স্থানে স্থানে কাননে ভ্রমিয়া। এক সরোবর তটে উত্তরিল গিয়া॥ নানাজতি বৃক্ষ চতুর্দ্দিগে সুশোভিত। শ্বেত পীত প্রস্তরেতে সোপান নির্ম্মিত॥ নির্ম্মল সলিলে ভাসে প্রফুল্ল কমল। মধুলোভে গুঞ্জরবে ভ্রম ভৃঙ্গদল॥ সে শোভা হেরিয়া তবে রাজার নন্দন। সোপান উপরে রহে হয়ে অচেতন॥ হেন কালে সেই স্থলে পরী চারি জন। জল হেতু সবে করে আগমন॥ তাজলমলুকে হেরি কহে ... র। এই জন যেন বকাওলির নাগর॥ বকাওলি নাম কর্ণে প্রবেশিল। অমনি কুমার ব্যস্ত উঠিয়া বসিল প্রিয়া কোথা কোথা বলি চারি পাশে চায়। দেখে পরীগণ নাহে সলিল ক্রীড়ায়। বিনয়ে কামিনগণে কহিছে তখন।

ঘোড়া গাড়ি কাদি কিঙ্কর বিস্তর। দাসদাসী কত জন রাখে তদন্তর॥ নিত্য নিত্য নিশাকালে নরেশ নন্দন। বনে বনিতার বাসে করয়ে বঞ্চন॥ এই রূপে কিছু কাল করিয়া যাপন। নগরীর লোক সঙ্গে হইল মিলন॥ অশ্বে আরোহণ করি সঙ্গে সহচর। প্রত্যহ ভ্রমণ করে নগর ভিতর॥ এ রূপেতে একাদশ বর্ষ হৈল গত। প্রিয়ার উদ্ধার জন্য ভাবে অবিরত॥ কুমারে একক দেখি মিত্রের ভাবনা। বিবাহের জন্য পুন করিছে ঘটনা॥

অথ তাজলমলুকের উপর রাজা চিত্রসেনের কন্যা চিত্রবতীর আসক্ত হওয়া।

রাগিণী পরজ তাল তিওট।

কেও যায় পরম সুন্দর। রমণী চকর জনা
এই বুঝি সুধাকর॥ যুবতীর মনধন, হরে শফরী
যেমন, ধাইয়া লয় স্মরণ, ওর নাহি গরোবর॥

হ্রস্ব ত্রিপদী। এ রূপে নাগর, সঙ্গে সহচর, একদিন সন্ধ্যা করি। নগর ভ্রমণে, যায় হৃষ্ট মনে, আরোহিয়া অশ্বোপরি॥ ভ্রমি নানা স্থান, করিল পয়ান, যথা রাজ নিকেতন। দেখে তথা গিয়া, বিক্রয়াশে [illegible], সন্ন্যাসী কএক জন॥ সহচরগণ, কহিল তখন, বিশেষ করিয়া কয়, প্রেমের কারণ, এই কয় জন, দণ্ডধারী হয়ে রয়॥ চিত্রসেন নাম, রাজা গুণধাম, এ দেশের অধিপতি। তাহার দুহিতা,

অতি রূপান্বিতা, গমনে গজেন্দ্র গতি ॥ সে কন্যাস্বরূপা,
নাহি হেরি রূপ, ত্রিজগতে যাহা আছে । মেনকাদি রতি,
যত রূপবতী, বিরূপ তাহার কাছে ॥ হেরে সে কামিনী,
ভুবন মোহিনী, যত রাজপুত্রগণ । মোহিত হইয়া, করিবারে
বিয়া, করেছিল প্রাণপণ ॥ কিন্তু রসবতী, তাহাদের প্রতি,
সম্মতি নাহি হইল । খেদে যত জন, ত্যজি রাজ্য ধন, সন্ন্যাসী
হয়ে রহিল ॥ শুনি বিবরণ, রাজার নন্দন, অন্তঃপুরে চলি
যায় । গবাক্ষ হইতে, রাজার দুহিতে, দেখিতে পাইল তায় ॥
হেরি সুগঠন, মন উচাটন, কামিনী মোহিত হয় । সখীদের
পাশে, গদগদ ভাষে, বিবরণ ধনী কয় ॥ হেরি ঐ জন, পুরুষ
রতন, মোহিত হয়েছে মন । শীঘ্রগতি যাও, উহারে সুধাও,
কেবা কোথা নিকেতন ॥ সখীরা যাইয়া, বিনয় করিয়া, কহে
শুন মহাশয় । কোথায় নিবাস, কর হে প্রকাশ, হেথা আছ
কি আশয় ॥ কহ কি কারণ, কর নিরীক্ষণ, রাজার কন্যার
প্রতি । যদি দ্বারী গণ, হেরিত তখন, তবে কি হইত গতি ॥
শুনিয়া হাসিয়া, আশয় বুঝিয়া, কহিতেছে রসরাজ । তুমি
যা কহিলে, যেন হে ছলিলে, এ নহে আমার কায ॥ মম বাস
স্থল, নামে শারস্তান, তাজলমলুক নাম । ত্যজি নিজ ধাম,
ভ্রমি অবিশ্রাম, সংসারেতে নাহি কাম ॥ সম্প্রতি এ দেশে,
আসি অবশেষে, বাজারে করেছি বাসা । নাহি পরিবার,
বৈরাগ্য আচার, করিতেছি ত্যজি আশা ॥ তোমারে যে জন,
করেছে প্রেরণ, কহ গিয়া তার পাশ । শুন কহি সার,
সংসারেতে আর, নাহি মম অভিলাষ ॥ শুনি সখী কয়,
শুন মহাশয়, একি পুরুষের রীত । কামিনী রতন, পুরুষ
ভূষণ, ত্যাগকরা অনুচিত ॥ আলি এত বলি, দ্রুত যায় চলি,
যথা আছে রাজসুতা ॥ যতেক শুনিল, সব নিবেদিল হইয়া
বিরস যুতা ॥ শুনিয়া অমনি, শশাঙ্কবদনী, মলিনা হইয়া

রহে। রূপ মনোহর, দহে নিরন্তর, অনলের পাশে রহে॥ চন্দ্রের মালা, রাজার কুমার, নিত্য যায় সেই পথে। যত হেরে বালা, তত বাড়ে জ্বালা, অন্তর দহে শপথে॥ হেরিয়া চঞ্চলা, নির্ম্মলা চপলা, দুই সখী তদন্তর। রাণী কাছে গিয়া, কহে বিবরিয়া, যুগল করিয়া কর॥ সখীমুখে বাণী শুনি রাজরাণী, যাইয়া নৃপতি পাশে। যতেক কথন, করিল শ্রবণ, মৃদু২ ভাষে ভাষে॥ পূর্ব্বে কত বর, পরম সুন্দর, বিভা হেতু এসেছিল। তাহে চিত্রাবতী, হইয়া সম্মতি, বর মালা নাহি দিল॥ কিন্তু এইক্ষণে, হেরি সেই জনে, ইচ্ছা আছে বরিবার। যে রূপে তাহারে, পারি আনিবারে, কর তার প্রতিকার॥ রাণীর বচন, শুনিয়া রাজন, সত্বরে আসি সভায়। ঘটকে কহিয়া, দিল পাঠাইয়া, কুমার আছে যথায়॥ রাজার আজ্ঞায়, ঘটক ত্বরায়, রাজপুত্র কাছে গিয়া। রাজ অভিলাষ করিল প্রকাশ, সমস্ত মেতে বিবরিয়া॥ বিবাহে কুমার, না হলো স্বীকার, ভাট গিয়া কহে ভূপে। শুনি নরবর, চিন্তিত অন্তর, বিবাহ হবে কি রূপে॥ রাজার ভাবিত, হেরি ত্বরান্বিত, মন্ত্রী কর যোড়ে কয়। তাহারে স্বীকার, করাতে কি আর, আছে বল মহাশয়॥ কোন ছল করি, আনি তারে ধরি, বদ্ধ কর কারাগারে। দায়েতে ঠেকিয়া, সম্মত হইয়া, বিবাহ করিতে পারে॥ শুনিয়া মন্ত্রণা, পাইল ভাবনা, কষ্টচিত্ত মহারাজ। মিত্রদ্বয় কয়, উচিত না হয়, মহতের এই কায॥

অথ রাজপুত্রের চিত্রাবতীর সহ বিবাহ।

রাগিণী রামকেলী তাল একতালা।

কহিব সজনী কারে। যে করে আমার মন

হেরিয়া উহারে।। যদি ও রূপরে পাই, ছারে কুল নাহি চাই, ছাই দিয়ে চলে যাই ম। বলি আমারে। হেরে তার অঙ্গ ভঙ্গী, কে না হয় ও রঙ্গে রঙ্গী, যুক্তি করে সঙ্গে সঙ্গী, ধন্য হই এ সংসারে।।

পয়ার। পূর্ব্বমত নিত্য নিত্য নৃপতিনন্দন। সঙ্গিগণ সঙ্গে করে নগরে ভ্রমণ।। কি কহিব দাত শক্তি না হয় বর্ণন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে করে সদা বিতরণ।। ক্রমে ক্রমে হৈল ব্যয় যত ধন ছিল। আত্ম পালনেতে শেষে অশক্ত হইল।। উরুকে মাণিক আছে হইল স্মরণ। অস্ত্রে ছেদি বাহির করিল তত ক্ষণ॥ বিক্রয় করিতে লয়ে যাইল বাজারে বণিক সন্দিগ্ধ করি লইতে না পারে।। বলে হেন ধন নাই রাজার ভাণ্ডারে। কোথায় পাইলে তুমি কহ আমারে।। এত বলি রাজায় দিলেক সমাচার। শুনিয়া নৃপতি হৈল আনন্দ অপার।। মনে ভাবে ছল পাইয়াছি এই বারে। করিব কুমারে অদ্য বন্ধ কারাগারে।। ধরিয়া আনিতে কো-তোয়ালে আজ্ঞা দিল। আজ্ঞামাত্র নিশাচর তখনি আনিল॥ রাজপুত্রে মহারাজ জিজ্ঞাসে তখন। কোথায় পাইলে এই অমূল্য রতন।। আমার সঙ্গেতে ছিল কহে রসময়। রাজা বলে চুরি করিয়াছ এ নিশ্চয়॥ আপন নিকটে রাখি মাণিক রতন। কারাধ্যক্ষ প্রতি আজ্ঞা দিলেন রাজন।। যদবধি এই জন না করে স্বীকার। এ মাণিক চুরি করি আনিল কাহার॥ তদবধি কারাগারে রাখ এই জন। দেখ যেন নাহি করে দেশে পলায়ন।। গোপনে কহিল রাজা কোটালে তখন। যতনে রাখিবে এই রাজার নন্দন।। উত্তম ওদন দিও করিতে ভোজন। সুকোমল শয্যা দিও করিতে শয়ন॥ বিবাহ করিতে সদা দিবা পরামর্শ। দেখ যেন কোনক্রমে

না থাকে নিস্কর্ষ ॥ রাজার আদেশে রাজ তনয়ে লইয়া। সে রূপেতে রাখে কারা বন্ধন করিয়া ॥ নানাবিধ ভাল ভোগ সর্ব্বদা যোগায়। মন দুঃখে রাজপুত্র কিছু নাহি খায় ॥ দিবা নিশি বকাঅলি জাগয়ে অন্তরে। সদা হাহাকার করে ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ তিন দিন এই রূপ থাকে অনাহার। শরীর হইল শীর্ণ শক্তি নাহি আর ॥ কারাধ্যক্ষ নিত্য নিত্য আসিয়া তথায়। নৃপতিতনয়ে নানা প্রকারে বুঝায় ॥ প্রবোধ না মানে সদা মৌন ভাবে রহে। হেরি কারাধ্যক্ষ গিয়া নরবরে কহে ॥ শুনি মহীপতি ভেবে না পায় উপায়। কি রূপে বধিলে আর পরের বাছায়। একান্ত বিবাহে যদি না হৈল স্বীকার। মুক্ত করি দিব তারে কি করিব আর ॥ রাণীর নিকটে ভাবে কহে মহীপাল। রাজপুত্রে বদ্ধ করি পড়িনু জঞ্জাল ॥ কে জানে কি হেতু সেই না করে আহার। নিরাহার বর্জিয়া হয়েছে ক্ষীণাকার ॥ কদাচিৎ বিবাহ করিতে নাহি চায়। অতএব কি করিব রাখিয়া তাহায় ॥ শুনিয়া কহিছে রাণী রাজার গোচর। আর এক পরামর্শ শুন নরবর ॥ তাহার নিকটে দিব পাঠায়ে কন্যারে। দেখি যদি মন তার নওয়াইতে পারে ॥ ভাল যুক্তি বলি রায় দিল তায় সায়। রাণী তবে সাজাইয়া কন্যায় পাঠায় ॥ নানা আভরণ অঙ্গ করিল উজ্জ্বল। চরণে অলক্ত দিল নয়নে কজ্জল। গৌর অঙ্গে নীলাম্বর দিল করি শোভা। দেখিতে সুন্দরী হৈল জগমন লোভা ॥ সুঠাম হইয়া রামা গজেন্দ্র গমনে। গেল কুমারের পাশে লয়ে সখীগণে ॥ নাগরের মন ধন করিতে হরণ। কোকিল জিনিয়া স্বরে কহিছে বচন ॥ তাজিয়াছি যুবরাজ কহি শুন২। কামিনীরে কেন আর বধ পুনঃ২ ॥ অশোপরে যেই দিনে হেরেছি তোমায়। তখনি আনন্দে মালা দিয়াছি গলায় ॥ তবে কেন অধিনীরে হও হে বিমুখ। আজ্ঞা কর মালা দিব মহাশয় ॥ কামিনী কোমল ভাবে কুমারের

মন। [illegible] লইল যেন হইতে বরণ॥ বিশেষতঃ বিবেচনা
করি মনে মনে। বুঝিল বিবাহ করা উচিত এক্ষণে॥ যে
রূপ আমি তার স্বাধীন হইব। প্রেয়সীর নিকটেতে
যাইতে পাইব॥ এই বিবেচনা করি সম্মত হইল। কামিনী
কৌতুকে গলে বর মাল্য দিল॥ কিন্তু রমণীর সহ না করে
আলাপ। নাহি ঘুচে কামিনীর মনের সন্তাপ॥ নিশিতে
নাগরী যবে নিদ্রিত হইল। রাজপুত্র বকাওলির নিকটে
চলিল॥ মিত্র বলে বকাওলি ধিক তব রূপে। নারিলে
নাগরে ডুবাইতে প্রেম কূপে॥

অথ তাজলমলুকের প্রতি বকাওলির [illegible] বর্ণনা॥

রাগিণী ললিত। তাল [illegible] ঠেকা।

বারে বারে কত বিধি করিবি ছলনা। যুবতী
জীবনে কত সহিব যন্ত্রণা॥ পাষাণ করিলি
দেহ, তাতে না হইল স্নেহ, পুনঃ নাথে হয়ে
নহ, কি দোষ বলনা।

পয়ার। এখানেতে বকাওলি [illegible] বিরহে। দিন দিন
অবিরত চিন্তা যুক্তা রহে॥ বিবেচনা করে নাথ বুদ্ধি ভুলিয়া-
ছে। [illegible] কিজন্যে সখা নাহি আসিতেছে॥ কেমনে পাইব
[illegible] সখার সংবাদ। না জানি তাহার জন্যে কে সাধিল
বাদ॥ এই রূপ কামিনীর সচিন্তিত মন। এমন সময়ে সখা
দিল দরশন॥ ধনী নাগরের করে বাঁধা দেখি সুতা। অভি-
মানী হয়ে কহে কিসে তেজর সুতা॥ [illegible] একি শঠরাজ কহ
[illegible] হস্তের [illegible] চন্দ্র হেরি [illegible] কারণ [illegible] বিবাহ
করেছ প্রিয় বুঝি অনুমানে। [illegible] নারিলে বুঝি

[illegible] । চাকরীর এই দায়, এখনি কহিব কায়, যদি প্রাণ
[illegible] যাইবে ।। [illegible] সকলেতে এ কথায়, সাহসেতে দিয়া সায়,
বিপিন কাটিতে আরম্ভিল । শুনি সেই মহাশব্দ, ব্যাঘ্র আদি
হয়ে স্তব্ধ, ভয়ে স্থানান্তরে পলাইল ।। বনে যত বৃক্ষ ছিল,
ক্রমে ক্রমে বিনাশিল, তদন্তর হেরিল মন্দির ॥ রুদ্ধ আছে
দ্বার তার, কিবা সাধ্য খুলিবার, ভেবে কিছু নাহি পায় স্থির ॥
সভয়েতে কেহ কয়, হবে বুঝি দেবালয়, কেহ বলে
কভু তাহা নয় । কেন ভাব অদভুত, ইহাতে আছয়ে ভূত,
নিশ্চয় আমার জ্ঞান হয় ॥ এইরূপ পরস্পর, তর্ক করি [illegible]-
ন্তর, মন্দির ভাঙ্গিতে স্থির করি । পরিশ্রম করি কত, মন্দির
করিল হত, [illegible] অস্ত্র করে ধরি ।। বৃক্ষ আদি যত ছিল,
[illegible] পাল, সমভূম করিয়া কাননে । মহানন্দে
করি [illegible] দিয়া সবে হরিবোল, সমাচার কহিল রাজনে ।।
হইল এমন কায, না জানিল যুবরাজ, নিশি যোগে কাননে
চলিল । না দেখে মন্দির বন, রাজপুত্র উচাটন, মনে ভাবে
পুনঃ কে হরিল ।। শিরে করে করাঘাত, বলে বিধি অকস্মাৎ
বজ্রাঘাত করিলি আমায় । ছিলাম পাষাণ লয়ে, তাহাতে
নিষ্ঠুর হয়ে, সেধনেরে হরিলি কোথায় ॥ জলধারা বহে চক্ষে,
পাষাণ মারিয়া বক্ষে, কত স্থান করে অন্বেষণ । কভু অর-
ণ্যে ধায়, কভু সিন্ধুতটে যায়, কোথাও না পায় দরশন ।।
একপে না পেয়ে তত্ত্ব, হয়ে প্রায় উনমত্ত, [illegible]
ভ্রমণ । নিশা হৈল অবসান, শশী গেল নিজ স্থান, পূর্ব্ব
দিগে উঠিল তপন ।। নিরুপায় দেখি শেষ, না পেয়ে প্রিয়া
উদ্দেশ, যাইলে শ্বশুর ভবন । যামিনী জাগিয়া ক্ষীণ, তাহে
[illegible] মলিন, ভার্য্যা পাশে করিল শয়ন ।। [illegible]
[illegible] কুমারের মন, নানা উপদেশেতে বুঝায় । স্থির
[illegible] কুমার, কেন মিছা ভাব আর, প্রিয়ধনে পাইবে

অথ রাজপুত্র পুনঃ বকাঅলি প্রাপ্ত হইয়া
স্বদেশ গমন করেন ও গ্রন্থ
সমাপ্তঃ ॥

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

এসো এসো প্রাণপ্রিয়া জুড়াও এ তাপিত
প্রাণ। মনে নাহি ছিল পুনঃ হেরিব বিধু-
বয়ান॥ সদয় হইয়া বিধি, দিল হারাধন
নিধি, হেরিয়া জুড়াল হৃদি, বিচ্ছেদে পেলেম
ত্রাণ। আর শুন হে প্রেয়সী, না হেরে ও মুখ-
শশী, বিচ্ছেদ অনলে পশি, ছিলাম মৃতপ্রায়
যেমন কামের রতি, বাঁচাইল নিজ পতি,
আমাকে তুমি তেমতি, করিলে হে প্রাণদান॥

পয়ার। মন্দির বিনাশমাত্র হয়ে শাপান্তর। বকাঅলি
প্রাপ্ত হৈল পূর্ব্ব কলেবর॥ সানন্দে সরোজমুখী স্বদেশে
যাইল। হেরি যত সখীগণ নিকটে আইল॥ কামিনীরে
পেয়ে তবে সহচরীগণ। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হইল তখন॥
যোড় করে কামিনীরে করে নিবেদন। কেমনে হইল কহ
শাপ বিমোচন॥ বকাঅলি বিশেষিয়া কহিল সবায়। যে
মতে বিমুক্ত হইল বিধির কৃপায়॥ তদন্তর সখীগণে কহে
চন্দ্রমুখী। সিংহাসন সাজাইয়া আনহ এখনি॥ বাহকগণেরে
ডাকি আনহ ত্বরায়। সিংহলে যাইব পুনঃ আমি সে
সভায়॥ আজ্ঞামাত্র অবিলম্বে প্রস্তুত করিল। সখী সঙ্গ
সঙ্গে করি কামিনী চলিল॥ এখানে কুমার বসি [illegible]
অন্তরে। প্রিয়ার বিচ্ছেদানলে নিরন্তর জ্বলে॥ হেন [illegible]
মিলালেতে বিধুমুখী আসি। নাগরেরে সম্ভাষিয়া কহি[illegible]

হাসি ॥ নবীনা নায়িকা পেয়ে আছ হে কেমন। পুরাতন প্রেয়সীরে আছে কি স্মরণ ॥ রমণীরে হেরি তবে রাজার নন্দন। আনন্দ করেতে যেন পাইল গগণ ॥ সমাদরে করে ধরি কাছে বসাইল। নারীরূপে নারীগণ মোহিত হইল ॥ নাহি জানে কোথাহতে আইল কামিনী। গগণ ত্যজিয়া যেন ভুমে সৌদামিনী ॥ বনিতাদ্বয়েরে পরে রাজার তনয়। আলাপ করিয়া দিল দিয়া পরিচয় ॥ পরম আহ্লাদে দোঁহে জিজ্ঞাসে কুশল। রাজপুত্র বাটী যেতে হইল চঞ্চল ॥ রাজায় কহিল যাব আপন আলয়। কৃপা করি বিদায় করুণ মহাশয় ॥ শুনিয়া নৃপতি তাহে সম্মত হইল। কন্যায় সঙ্গেতে পাঠাইতে আজ্ঞা দিল ॥ নিজ রাজ্য যৌতুক দিলেন জামাতায়। নানা রত্ন দিয়া রায় কন্যায় পাঠায় ॥ ভার্য্যাত্রয় রসরাজ সঙ্গেতে লইয়া। নিজ দেশে চলিলেন প্রফুল্ল হইয়া শুভক্ষণে গমন করিয়া নিকেতনে। প্রণাম করিল পিতা মাতার চরণে ॥ পুত্রে হেরি পুলকে পূর্ণিত মহীপতি। দ্বিজেরে করিতে দান দিল অনুমতি ॥ তদন্তর তাজলমলুক স্থির হয়ে। সুখে কাল বঞ্চে চারি কামিনীরে লয়ে। মনপ্রাণ কুম্ভ আর উমার চরণে। সমর্পিয়া বাঞ্ছা ক্রায় করয়ে যতনে ॥

অথ পাঠকগণের প্রতি গ্রন্থকারকের বিনয় ॥

পয়ার। জাহ্নবীর পূর্ব তটে সুবিখ্যাত গ্রাম। চূড়ামণি প্রায় কুমার হট্ট নাম ॥ সেই স্থানে বসতি কায়স্থ বংশে জাত। উমাচরণ নাম উপাধি মিত্র খ্যাত ॥ পূর্ব্বে সুরধুনী সমাংশে সরস্বতী তন্মধ্যে বেষ্টিতা গ্রাম বিশিষ্ট বসতি [illegible] মিত্র নাম তাহাকে নিবাস। কায়স্থ কুলেতে জন্ম [illegible] ॥ কুমার হট্টেতে নিজ মাতুল আলয়ে।

[illegible] মিলন হইল মিত্রদ্বয়ে ॥ পারস্যহইতে এই ইতি-হাস সংগ্রহ ইচ্ছা হৈল বঙ্গ ভাষে করিতে প্রচার ॥ বান্ধব বর্গের অনুরোধে বিশেষতঃ । ভাষান্তর করা গেল স্বস্ব সাধ্য-মত ॥ বালক বালিকে মন করিতে রঞ্জন । পয়ারাদি পদ্য ছন্দে হইল রচন ॥ সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন সন্নিধানে । বিপুল বিনয়ে বলি বিহিত বিধানে ॥ অগণ্য সৌজন্যে দোষে দয়া প্রকাশিয়া । অশুদ্ধ আছয়ে যত দিবেন শোধিয়া ॥

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ।